চাকরির
নানা খবর
দুয়ের পাতায়

৫৮ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

সারা বাংলা জুড়ে

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির সাংস্কৃতিক বিভাগ মাঙ্গলিকী
৭ এর পাতায়

কলকাতা ঃ ৫৮ বর্ষ, ৪১ সংখ্যা, ২৫ শ্রাবণ – ৩১ শ্রাবণ, ১৪৩১ ঃ ১০ আগস্ট – ১৬ আগস্ট, ২০২৪

Kolkata : 58 year : Vol No.: 58, Issue No. 41, 10 August - 16 August, 2024 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : নির্বাচনী বন্ডে চাঁদা দেওয়ার ন্যায্য-অন্যায্য দিক খতিয়ে

দেখতে স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন টিম বা সিট গঠনের আবেদন খারিজ করে দিল সুপ্রিম কোর্ট জানালো যেখানে বন্ড নিয়ে এখনও একটি অভিযোগ জমা পড়েনি সেখানে সিট গঠন অবান্তর।

রবিবার : রেশন দুর্নীতির অর্থ যেন মাকড়সার জাল। ডিলার

বাকিবুরের দুই ভাইপো আনিসুর ও আলিফ হয়ে টাকা চলাচল করতো ধৃত প্রাক্তন মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয়র অ্যাকাউন্টে। ইডি-র দাবি জেরায় একথা স্বীকার করেছে গুণধর ভাইপোদ্বয়।

সোমবার : মহিলা বন আধিকারিককে ধমকানো, চমকানোর

পর অখিল গিরিকে তার দল তৃণমূল দিয়েছিলো দুটি বিকল্প। আধিকারিকের কাছে ক্ষমা চাও বা মন্ত্রীত্ব থেকে সরে যাও। অখিল বাছলেন দ্বিতীয়টি, ত্যাগ করলেন কারামন্ত্রীর পদ।

মঙ্গলবার : অসাম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের জেরে পদত্যাগ করলেন

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তথা বঙ্গবন্ধু মুজিবুর রহমানের কন্যা শেখ হাসিনা। পদত্যাগের পর বোনকে নিয়ে সেনা বিমানে দেশ ছেড়ে আসেন দিল্লিতে।

বুধবার : শেখ হাসিনার পদত্যাগের দাবি পূরণ হলেও অবাধ বর্বরতা অব্যাহত বাংলাদেশে।

ভাঙচুর, হত্যা, হিন্দুদের উপর আক্রমণ চললেও বাধা দেবার কেউ নেই। রাজনৈতিক থেকে সেনা সকলে ঠুঁটো জগন্নাথ।

বৃহস্পতিবার : সোনার স্বপ্ন দেখিয়েও দেহের ওজন মাত্র ১০০

গ্রাম বেড়ে যাওয়ায় অলিম্পিকের কুস্তি রিং থেকে ছিটকে গেলেন ভারতের মহিলা কুস্তিগীর ভিনেশ ফোগত। তবে সিদ্ধান্ত পুনঃবিবেচনার আবেদন জানিয়েছে ভারত।

শুক্রবার : ছাত্র আন্দোলনের পিছু নেওয়া বর্বরতার মাঝে বাংলাদেশে

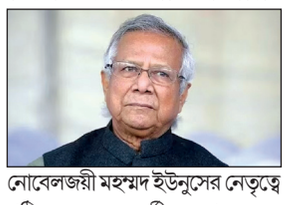

নোবেলজয়ী মহম্মদ ইউনুসের নেতৃত্বে গঠিত হল অন্তরবর্তী সরকার। তবে এই সরকার আদৌ বর্বরতার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারবে কিনা তা নিয়ে সংশয় অব্যাহত।

সবজান্তা খবরওয়ালা

বাংলাদেশ কি ভারতের বন্ধুত্ব বাঁচাতে পারবে

শক্তি ধর

পৃথিবীতে বহু ছাত্র আন্দোলন বহু বড় বড় পরিবর্তন ঘটিয়েছে। জার্মানি, আমেরিকা, ভিয়েতনাম, মেক্সিকো, থাইল্যান্ড, চিন, সুইডেনে সমাজ পরিবর্তনে স্মরণীয় ভূমিকা পালন করেছে ছাত্ররা। কত নয়া মতবাদের বীজকে যে ছাত্ররা মহীরুহে পরিণত করেছে তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু অখণ্ড ভারতের এক খন্ড বাংলাদেশে সম্প্রতি যে ছাত্র আন্দোলনের দেখা মিললো তা আন্দোলনের ইতিহাসে কলঙ্কজনক হয়েই রয়ে গেল। শেখ হাসিনা যতক্ষন দেশে ছিলেন ততক্ষন পিছনের বীভৎস মুখগুলো সামনে আসে নি। মনে হচ্ছিল ফের একটা যুগান্তকারী ছাত্র আন্দোলনের দেখা মিলতে চলেছে। কিন্তু প্রতিবাদী মোহ ভাঙলো হাসিনা বিদায়ের পর। বোঝা গেল ছাত্ররা ছিল আসলে এজেন্ট। বিক্ষোভ ব্লু প্রিন্টের আসল কারিগর বসে আছে অন্যত্র। কেউ বিদেশে, কেউ ঘর বন্দি, কেউ জেলে। গণতান্ত্রিক ভাবে এঁটে উঠতে না পেরে গণভবন খালি হতেই নখ দাঁত বার করে বেরিয়ে এলো এরা। ধ্বংসের ধ্বজা হাতে নিয়ে হাসিনার এগিয়ে থাকা বাংলাদেশকে পিছিয়ে দিতে এরা বদ্ধপরিকর।

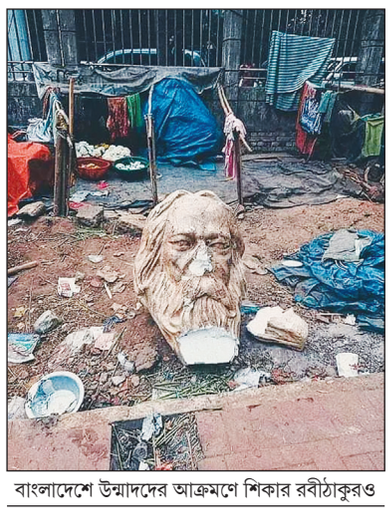

বাংলাদেশে উন্মাদদের আক্রমণে শিকার রবীঠাকুরও

শুধু গণতন্ত্রকে হত্যা করলে হবে না, জাগিয়ে তুলতে হবে ধর্মীয় হিংসাকে। তবেই তো মিলতে পারা যাবে আশপাশের মৌলবাদের সঙ্গে। সম্ভবত চাহিদা ছিল একটি ভারতীয় ফুলকির, একটা ভারতীয় পাটকেলের। তাহলে আক্রমণের ষোলোকলা পূর্ণ হত। ভারত কোনো বিরূপ প্রতিক্রিয়া না দেখানোয় সে আশা পূর্ণ হয়নি। নিজেরা নিজেদের মেরেছে আর মরেছে। উল্লাস করেছে বিধর্মী বধে। সত্য করেছে কবিগুরুর সেই বাণী : ধর্মের বেশে মোহ যারে এসে ধরে / অন্ধ সে জন মারে আর শুধু মরে।'

সবচেয়ে ভয়ের হল বাংলাদেশের প্রশাসন। জেগে থাকা প্রশাসনকে কি ভাবে মৌলবাদের সামনে ঘুম পাড়িয়ে রাখতে হয় তা নিপুনতার সঙ্গে করে দেখালো বাংলাদেশ। প্রতিরোধের বদলে তারা শামিল হয়ে গেল ধ্বংস লীলায়। ভয়ঙ্কর এই বাহিনীকে নিয়ে বাংলাদেশ আদৌ গণতন্ত্রের পথে চলবে কিনা সেটাই এখন বড় প্রশ্ন।

তবে ইতিহাস বলে ধর্মীয় মোহে অন্ধ অকৃতজ্ঞ বীর কখনও জয়লাভ করে না। যে ভারত ভূমি দিয়েছে, স্বাধীনতা দিয়েছে, ভাষা দিয়েছে, জাতীয় সংগীত দিয়েছে, উন্নয়নে সাথ দিয়েছে তাকে আঘাত করে বাংলাদেশ আসলে ইসলামী ধর্মান্ধতায় ডুবে যেতে চায় যা তাকে নিশ্চিত অবলুপ্তির পথে নিয়ে যাবে। ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সবাই আজ ধুঁকছে। অথচ বারবার আঘাতপ্রাপ্ত হয়েও সনাতন ভারত মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে। এটাই সত্য, এটাই ভবিতব্য।

এরপর পাঁচের পাতায়

সীমান্তের উন্মুক্ত এলাকাগুলোই উদ্বেগের কারণ বিএসএফের

কল্যাণ রায়চৌধুরি

উত্তর ২৪ পরগণা: প্রতিবাদের আগুনে জ্বলছে বাংলাদেশ। এহেন বিধ্বংসী আন্দোলনের মুখে সোমবারই পদত্যাগ করে দেশ ছেড়েছেন শেখ হাসিনা। তারপরেও বুধবার এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত অগ্নিগর্ভ অবস্থাতেই রয়েছে বাংলাদেশ। সেখানে ১৩টি থানা ও দুটি কারাগারে হামলা চালিয়ে বেশ কয়েকজন বন্দিকে মুক্ত করেছে আন্দোলনকারীরা। এদের মধ্যে রয়েছে জামাত, বিএনপি, সহ ইসলামিক ছাত্র শিবিরের সদস্যরা। আর এটাই

ভারতীয় সীমান্ত রক্ষাবাহিনীর আতঙ্কের কারণ। উত্তর ২৪ পরগণা ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকা প্রায় এক হাজার কিমি। এর মধ্যে প্রায় ৩০ শতাংশ এলাকা কাঁটাতার বিহীন উন্মুক্ত এলাকাগুলো অনুপ্রবেশকারীদের কাছে এক প্রকার নিরাপদ করিডর হিসেবে চিহ্নিত। সোমবার দুপুরের পর থেকেই জেলার পেট্রোপোল সীমান্তে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে আমাদানি রপ্তানি প্রক্রিয়া। পাশাপাশি বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকাগুলোর নজরদারি বাড়ানো হয়েছে বলে বিএসএফ সূত্রের খবর। মঙ্গলবার পেট্রাপোল সীমান্ত পরিদর্শনে আসেন বিএসএফের ডিজি দলজিৎ সিং চৌধুরি। এরপর পাঁচের পাতায়

খাদি গ্রাম স্বরাজ অভিযানকে শক্তিশালী করার পরিকল্পনা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারি উদ্যোগ মন্ত্রকের অধীন খাদি ও গ্রামীণ শিল্প কমিশন (কেভিআইসি) প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ২০৪৭ সালের মধ্যে বিকশিত ভারতের দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী প্রতিটি গ্রামে খাদি গ্রাম স্বরাজ অভিযান শক্তিশালী করার পরিকল্পনায় দ্রুত কাজ শুরু করেছে। সরকারের নীতির কারণে, ভারতের গ্রামাঞ্চলের কারিগররা গত কয়েক বছরে খাদির পণ্য উৎপাদন ও বিক্রয় বৃদ্ধির সঙ্গে অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ হয়েছে। এই কারণেই প্রধানমন্ত্রী এমপ্লয়মেন্ট জেনারেশন প্রোগ্রাম এর অধীনে সারা দেশে ৭৪৪৪টি ইউনিটে ২৯৯.২৫ কোটি টাকার ভর্তুকি বিতরণ করা হয়েছে। সুবিধাভোগীদের জন্য অনুমোদিত ঋণের পরিমাণ দিয়ে দেশে ৮১,৮৮৪টি নতুন চাকরি তৈরি করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, গত ১০ বছরে কারিগরদের পারিশ্রমিক ২৩৩ শতাংশের বেশি বৃদ্ধিও খাদি কাজের প্রতি কারিগরদের আকৃষ্ট করেছে।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় প্রস্তুত প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আলিপুর : বর্তমানে সারা ভারতবর্ষ জুড়েই প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার হচ্ছে বিভিন্ন তীর্থস্থান সহ পর্যটন কেন্দ্রগুলি। কোথাও বন্যা, কোথাও ভূমিধ্বস, কোথাও মেঘভাঙ্গা বৃষ্টি। জলস্রোতে বিভিন্ন এলাকা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে। অনেকে বলছেন কর্মফল মানুষকে কখনো ছাড়ে না। বছর চারেক আগে কেরালার মল্লপুরম গ্রামের কয়েকজন মানুষ রূপী অমানুষ একটি গর্ভবতী হস্তিনীকে আনারসের মাধ্যমে শব্দবাজি খাইয়ে দিয়েছিল। তিন দিন ছটফট করতে করতে ওই হস্তিনীর মৃত্যু হয়েছিল। সেই মল্লপুরম গ্রাম সম্প্রতি বন্যায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। মানুষ যত পশু ও প্রকৃতির উপরে অত্যাচার চালাবে প্রকৃতিও ঠিক সেভাবে প্রতিশোধ নেবে। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার নদী উপকূলবর্তী এলাকায় যেভাবে মানুষ ম্যানগ্রোভ ধ্বংস করছে, তাতে নদী বাঁধ ভাঙ্গন ও সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসে মানুষরা আজ বিপন্ন প্রায়।

এমনিতেই দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চল, বিশেষ করে সাগর, নামখানা, কাকদ্বীপ, মৌসুনি, পাথরপ্রতিমা, গোসাবা, বাসন্তী ব্লকগুলো প্রতিবছরই প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার হয়। কখনো আয়লা, কখনো আমফান, কখনো ইয়াস, কখনো বুলবুল ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এই সমস্ত অঞ্চলগুলি। সাগরদ্বীপের কপিলমুনির মন্দিরে যে ভাঙ্গন দেখা দিয়েছে তা নিয়ে প্রশাসন যথেষ্ট উদ্বিগ্ন। সমুদ্র ক্রমশ এগিয়ে আসছে কপিলমুনির মন্দিরের দিকে।

এরপর পাঁচের পাতায়

বিপ্লবীদের পদধূলি ধন্য প্রাচীন নলদাঁড়ী ঘাটে বন্ধ হয়েছে ফেরি সার্ভিস

ফেরিঘাটের চালচিত্র : ২

কুনাল মালিক

সাতগাছিয়া : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সাতগাছিয়া বিধানসভার অন্তর্গত গজাপোয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার হুগলি নদী তীরবর্তী একটি ঐতিহাসিক ফেরিঘাট ছিল, যার নাম নলদাঁড়ি ফেরিঘাট। একসময় এই ফেরিঘাট থেকে হাওড়া জেলার বাগান্ডা পর্যন্ত ফেরি চলাচল করতো নিত্যযাত্রীদের নিয়ে। ইতিহাস বলে, স্বাধীনতা সংগ্রামী শহীদ অনুরূপ সেন সহ

অনেক বিপ্লবীদের আনাগোনা ছিল এই ফেরিঘাট দিয়ে। কলকাতার সঙ্গে এই ফেরিঘাট দিয়ে নাকি যোগাযোগ রাখতেন স্বাধীনতা সংগ্রামীরা। সম্প্রতি সেই ফেরিঘাটে গিয়ে দেখা গেল, বেশ কিছু মাছ ধরার নৌকা ওই ঘাটে দাঁড়িয়ে আছে সারিবদ্ধভাবে। ফেরিঘাটের ধ্বংসপ্রাপ্ত সিঁড়িও চোখে পড়ল। তবে স্থানীয় মানুষজন জানালেন, বছর পাঁচেক হল বাগান্ডার সঙ্গে যে ফেরি সার্ভিস ছিল সেটা বন্ধ হয়ে গেছে। এলাকার অনেক মানুষই আবার দাবি করছেন, এই ফেরি সার্ভিস পুনরায় চালু করা হোক। তার জন্য অবশ্য জেটিঘাটের ব্যবস্থা করাও দরকার।

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের সদস্য গজাপোয়ালি অঞ্চল থেকে নির্বাচিত অর্পণ কুমার নস্কর এই প্রসঙ্গে জানালেন, এই ঘাট একটি ঐতিহাসিক ঘাট। অনেক স্বাধীনতা সংগ্রামীদের পদধুলি ধন্য এই ফেরিঘাট। তিনি জানান, আগামীদিনে এই ফেরি সার্ভিস এবং এই ঘাটে একটি শহীদ অনুরূপ সেনের আবক্ষমূর্তি স্থাপনের পরিকল্পনাও আছে। এই নলদাঁড়িঘাট প্রসঙ্গে আঞ্চলিক ইতিহাস গবেষক পাঁচু গোপাল মাজি জানালেন, নলদাঁড়ি খেয়াঘাট এরপর পাঁচের পাতায়

বাংলাদেশে হামলা, হাই কমিশনে হিন্দু জাগরণ মঞ্চ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা : গত ৮ আগস্ট শিয়ালদহ থেকে পার্ক সার্কাস পর্যন্ত বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দুদের ওপর হামলার প্রতিবাদে হিন্দু জাগরন মঞ্চ একটি র‍্যালি করে। বাংলাদেশের ডেপুটি হাইকমিশনের দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে। বিশাল পুলিশবাহিনী তাদের র‍্যালিকে আটকে দিলে উত্তেজনা ছড়ায়। পরে ৪ জন প্রতিনিধিকে স্মারকলিপি দেবার জন্য বাংলাদেশের ডেপুটি হাইকমিশনের দপ্তরে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়। প্রসঙ্গত গত ৫ আগস্ট বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পদত্যাগ করে বাংলাদেশ ছেড়ে ভারতবর্ষে চলে আসেন। তারপর থেকেই সে দেশে অরাজকতা লুঠতরাজ শুরু হয়ে যায়। সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের উপরে নেমে আসে চরম অত্যাচার। মহিলাদের কান্নায় ভারী হয়ে ওঠে বাংলাদেশের আকাশ। হিন্দু পুরুষরা বাড়িঘর ছেড়ে জলে জঙ্গলে আশ্রয় নেয়। অনেকে আবার প্রাণভয়ে পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তে অপেক্ষা করছে এদেশে ঢোকার জন্য। বাংলাদেশের হিন্দু শিল্পীরাও ছাড় পায়নি। সঙ্গীত শিল্পী রাহুল আনন্দের বাড়িও জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। হিন্দু জাগরন মঞ্চের সমর্থকরা বলেন, ওপার বাংলায় কোটা আন্দোলন নিয়ে আমাদের কোন অভিমত নেই, কিন্তু হিন্দুদের ওপরে বার বার আক্রমণ নেমে আসবে কেন? যখনই ওদেশে কোন সরকার বদল হয়েছে তখনই হিন্দুদের ওপরে অকথ্য অত্যাচার নেমে আসে। হিন্দুদের বিভিন্ন উপাসনা গৃহ, মন্দির-মঠ আক্রমন ও অত্যাচার থেকে ছাড় পাচ্ছে না। হিন্দুদের ওপর এই অমানবিক অত্যাচারের সমাপ্তি করতে হবে। তা না হলে আগামীদিনে এ রাজ্যে আরও বৃহত্তর আন্দোলনের পথে যাবে হিন্দু জাগরণ মঞ্চ। অনেকে আবার বলেন যদি এভাবে একতরফা হিন্দু আক্রমণ হতে থাকে তাহলে আমাদেরও অন্য কিছু ভাবতে হবে।

চলে গেলেন বুদ্ধদেব রয়ে গেল 'বুদ্ধ ব্র্যান্ড'

ওঙ্কার মিত্র

গত ৮ জুলাই বৃহস্পতিবার সকাল ৮টা ২০মিনিট নাগাদ পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে পরিচিত এক বামপন্থী রাজনীতিক বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ইহলোক ত্যাগ করলেন। অথচএই মৃত্যুতে প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক পরিচয় ছাপিয়ে বাঙালি শোক জানালো একজন সংস্কৃতিবান, স্বচ্ছ ও সৎ মানুষকে। এটাই আসলে বুদ্ধবাবুর ব্র্যান্ড।

জ্যোতিবাবুর শাসনে বাংলা যখন শিল্পহীনতায় ভুগছে, মিটিং-মিছিল-ধর্মঘটে কর্মসংস্কৃতি লাটে উঠছে তখন ২০০১ সালে মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথের দিনে ঘোষণা করেছিলেন 'ডু ইট নাউ'। পার্টিকে বুঝিয়ে সল্ট লেকের আইটি সেক্টরে মিটিং-মিছিল-ধর্মঘট নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। টাটা এবং সালেম গোষ্ঠীকে এনে শিল্পায়নের ব্যবস্থা করেছিলেন। ধর্মীয় গোঁড়ামিকে তোয়াক্কা না করে মাদ্রাসার পঠন পাঠনকে মূল স্রোতে আনার কথা বলেছিলেন। তাঁর এই ব্যতিক্রমী ভাবনা গুলোই রাজ্যের মানুষের কাছে হয়ে উঠেছিল উন্নতির একটা স্পেশাল ব্র্যান্ড। আর ২০০৬ সালে রাজ্যে যখন পালা বদল প্রায় নিশ্চিত বলে মনে হচ্ছিলো তখন এই ব্র্যান্ডে ভর করেই বিপুল জনসমর্থন নিয়ে ক্ষমতার তরী পার করেছিল বামফ্রন্ট। কিন্তু দুঃখের কথা এটাই যে অধরা রয়ে গিয়েছে বুদ্ধ বাবুর প্রায় সবকটা স্বপ্নই। তাই পরিবর্তনের এক দশক পরে বুদ্ধবাবু চলে গেলেও সমান চাহিদা রয়ে গিয়েছে বুদ্ধ ব্রান্ডের। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা অবশ্য এই ব্যর্থতার জন্য বিরোধীদের থেকেও দায়ী করেন বামেদের অন্তর্কলহকে।

দলীয় রাজনীতির উর্দ্ধে উঠে বুদ্ধবাবু চিরকালই ব্যতিক্রমী। চোরের মন্ত্রীসভায় থাকবো না বলে জ্যোতিবাবুর মন্ত্রীসভা থেকে বেরিয়ে এসে নাটকের মাধ্যমে প্রকাশ করেছিলেন তাঁর উষ্মা। পড়াশুনো আর লেখালেখি ছিল তাঁর নেশা। আমাদের তৎকালীন রাইটার্স প্রতিনিধি অধুনা প্রয়াত সাংবাদিক প্রবীর চক্রবর্তীর কাছ থেকে চেয়ে পড়তেন আলিপুর বার্তা। এরপর পাঁচের পাতায়

নিমপীঠে আশ্রমে গায়ত্রী মন্ত্র পাঠ করেন বুদ্ধদেব : অমৃতানন্দজী

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর : বামপন্থী ভাবধারার মানুষ ছিলেন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য।জয়নগরের নিমপীঠের শ্রী রামকৃষ্ণ আশ্রমে গিয়ে ঘটিয়েছিলেন ব্যতিক্রমী ঘটনা।ঠাকুর শ্রী রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের দর্শন করতে গিয়ে পাঠ করেছিলেন গায়ত্রী মন্ত্র।তাকে গায়ত্রী মন্ত্র পাঠ করতে দেখে সেই দিন অবাক হয়েছিলেন আশ্রমের মহারাজরা।সুন্দরবনের কুলতলিতে এসেছিলেন তৎকালীন সদ্য প্রয়াত প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য।ফেরার পথে জয়নগরের নিমপীঠে শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে আসেন।ঠাকুর শ্রী রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ ও সারদা মায়ের মূর্তি দর্শন করতে মন্দির গৃহে প্রবেশ করেন তিনি। সেখানেই প্রণাম করে গায়ত্রী মন্ত্র পাঠ করেন। অতীতে ওই ভূমিকায় কখনো দেখা যায়নি বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে। বৃহস্পতিবার সেদিনের সেই ব্যতিক্রমী ঘটনার স্মৃতিচারণ করলেন নিমপীঠ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের স্বামী অমৃতানন্দজী মহারাজ। তিনি এদিন বলেন, একজন ভালো মনের মানুষ চলে গেলেন। ওনাকে কাছ থেকে দেখেছিলাম। আজ ওনার মৃত্যু সংবাদ শুনে মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে গেল। সেদিনের স্মৃতি আজ চোখের সামনে ভেসে উঠছে।

অন্ধকারাচ্ছন্ন সুন্দরবনকে আলোকিত করেছিলেন বুদ্ধদেব : সুভাষ নস্কর

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ইহলোক ত্যাগ করেছেন। তাঁর চেষ্টায় সুন্দরবনের মানুষ আজ আলোকিত, লাখো লাখো মানুষজন আজ সহজেই এক দ্বীপ থেকে অপর দ্বীপে যাতায়াত করতে পারছেন।চোখ মুছতে মুছতে এমন সব স্মৃতির কথা জানালেন বাম আমলের প্রাক্তন মন্ত্রী তথা সুন্দরবনের ভূমিপুত্র সুভাষ নস্কর।

তিনি আরো বলেন,প্রত্যন্ত সুন্দরবন।যাতায়াতের জন্য যোগাযোগ ব্যবস্থার কোন উন্নয়ণ নেই, সন্ধ্যা ঘনালেই অন্ধকারাচ্ছন্ন। ২০০২ সালে ২ জানুয়ারী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য সুন্দরবনের গোসাবার রাঙাবেলিয়াতে প্রথম 'বনবিবি' অনুষ্ঠানের সূচনা করতে কলকাতা থেকে কনভয়ে চেপে রওনা দিয়েছিলেন।সেই সময় বাসন্তী হাইওয়ের চুঁড়ি থেকে সোনাখালি বাজার পর্যন্ত প্রায় ২০ কিমি রাস্তার দুপাশে হাজার হাজার স্কুল ছাত্রছাত্রী ও গ্রামবাসীরা বিদ্যুতের দাবীতে 'বিদ্যুৎ চাই' লেখা প্লাকার্ড হাতে নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য'র দৃষ্টি আকর্ষণ করে।তিনি কনভয় থেকে নেমে তাদেরকে আশ্বস্থ করে বলেছিলেন 'অপেক্ষা করুন, তিন মাসের মধ্যে বিদ্যুৎ পরিষেবা পৌঁছে দেবো।'

সেদিনের সেই কথা অনেকেই উপহাস্য করেছিলেন। তবে কথা রেখেছিলেন তিনি।২০০২ সালে ২ এপ্রিল বাসন্তীর সোনাখালিতে একটি অনুষ্ঠানে বুদ্ধবাবু সুইচ টিপে সুন্দরবনের প্রত্যন্ত দ্বীপে বিদ্যুতায়ন করেছিলেন।সেদিনের ঘটনা আজ প্রতিটি সুন্দরবনবাসীর হৃদয়ের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা রয়েছে। পরবর্তী সময়ে সুন্দরবনের মানুষের দুঃখ যন্ত্রণা সম্পূর্ণ উপলব্ধি করেছিলেন। তাঁরই আমলে সুন্দরবনের অন্যান্য বিভিন্ন দ্বীপে দ্বীপে পৌঁছে গিয়েছিল বিদ্যুতের আলো। আলোকিত হয়ে উঠেছিল সুন্দরবন। পরবর্তী সময়ে সুন্দরবনে লাখো লাখো মানুষ নদীতে কাদা মাড়িয়ে যাতায়াত করতো। সেই দৃশ্যও তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। সুন্দরবনের মানুষের যাতায়াতের সমস্যা সমাধানে উদ্যোগ গ্রহণ করেন। সুন্দরবনের প্রবেশদ্বার ক্যানিংয়ের মাতলা নদীর উপর ৩২ কোটি টাকা ব্যয়ে বিরাট সেতু তৈরী করেছিলেন। এমনকী সেই সেতু তিনি নিজে হাতেই ২০১১ সালের ৮ জানুয়ারী সুন্দরবন বাসীর উদ্দেশ্যে উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তে সুন্দরবনবাসী আজ অনেকখানি এগিয়ে। এরপর পাঁচের পাতায়

আরও স্মৃতিচারণা পাঁচের পাতায়

কাজের খবর

আই.টি.বি.পি–তে ২০২ কনস্টেবল

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়া দিল্লি : কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের অধীন ভারত–তিব্বত সীমান্ত পুলিশ কনস্টেবল (কার্পেন্টার, প্লাম্বার, ম্যাসন, ইলেক্ট্রিশিয়ান) পদে ২০২ জন ছেলেমেয়ে নিচ্ছে। মাধ্যমিক পাশরা আই.টি.আই. থেকে কার্পেন্টার, প্লাম্বার, ম্যাসন, ইলেক্ট্রিশিয়ান ট্রেডের সার্টিফিকেট কোর্স পাশ হলে আবেদন করতে পারেন। বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ২৩ বছরের মধ্যে। সব ক্ষেত্রে তপশিলীরা ৫ বছর, ও.বি.সি. রা ৩ বছর ও প্রাক্তন সমরকর্মীরা যথারীতি বয়সে ছাড় পাবেন। শারীরিক মাপজোখ হতে হবে লম্বায় অন্তত ১৬৭.৫ (তপশিলী উপজাতি হলে ১৬২.৫, অসম, ত্রিপুরা–সহ উত্তর–পূর্বাঞ্চলের প্রার্থীদের বেলায় ১৬৫) সেমি, বুকের ছাতি না–ফুলিয়ে ৭৮ (তপশিলী উপজাতি হলে ৭৬) সেমি ও ফুলিয়ে ৮৩ (তপশিলী উপজাতি হলে ৮১) সেমি আর উচ চতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ওজন।

সব ক্ষেত্রে দৃষ্টিশক্তি হতে হবে চশমা ছাড়া দূরের বেলায় ভালো চোখে ৬/৬ ও খারাপ চোখে ৬/৯ আর কাছের বেলায় ভালো চোখে N6 ও খারাপ চোখে N9. ভাঙা হাঁটু, পায়ের চ্যাটালো পাতা, শিরাস্ফীতি, ট্যারা দৃষ্টি বা, বর্ণান্ধতা থাকলে আবেদনের যোগ্য নন। মূল মাইনে: ২১,৭০০– ৬৯,১০০ টাকা। শূন্যপদ কনস্টেবল (কার্পেন্টার) ছেলেদের জন্য ৬১টি (জেনাঃ ৩১, তঃজাঃ ৪, তঃউঃজাঃ ২, ও.বি.সি. ১০, ই.ডব্লু.এস. ১৪)। মেয়েদের জন্য ১০টি (জেনাঃ ৫, তঃজাঃ ১, ও.বি.সি. ২, ই.ডব্লু.এস. ২)। কনস্টেবল (প্লাম্বার) ছেলেদের জন্য ৪৪টি (জেনাঃ ২২, তঃজাঃ ৩, তঃউঃজাঃ ১, ও.বি.সি. ৮, ই. ডব্লু. এস. ১০)। মেয়েদের জন্য ৮টি (জেনাঃ ৪. তঃজাঃ ১, ও.বি.সি. ১, ই.ডব্লু.এস. ২)। কনস্টেবল (ম্যাসন) ছেলেদের জন্য ৫৪টি (জেনাঃ ২৭, তঃজাঃ ৩, তঃউঃজাঃ ২, ও.বি.সি. ১০, ই.ডব্লু.এস. ১২)। মেয়েদের জন্য ১০টি (জেনাঃ ৫, তঃজাঃ ১, ও.বি.সি. ২, ই.ডব্লু.এস. ২)। কনস্টেবল (ইলেক্ট্রিশিয়ান) ছেলেদের জন্য ১৪টি (জেনাঃ ৭, তঃজাঃ ১, ও.বি.সি. ৩, ই.ডব্লু.এস. ৩)। মেয়েদের জন্য ১টি (জেনাঃ)। প্রার্থী বাছাইয়ের জন্য প্রথমে উচ চতা (হাইট বার টেস্ট) মাপা হবে। এরপর শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষা হবে। তারপর লিখিত পরীক্ষা ও ডাক্তারি পরীক্ষা। দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ১২ আগস্ট থেকে ১০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে। এই ওয়েবসাইটে: www.recruitment.itbpolice.nic.in এজন্য বৈধ একটি ই–মেল আই.ডি. থাকতে হবে। এছাড়াও পাশপোর্ট মাপের রঙিন ফটো ও সিগনেচার স্ক্যান করে নেবেন। প্রথমে ওপরের ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে আর ফটো, সিগনেচার ও যাবতীয় প্রমাণপত্র আপলোড করবেন। এবার পরীক্ষা ফী বাবদ ১০০ টাকা নেট ব্যাঙ্কিং, ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ড বা, এস.বি.আই. চালানে জমা দেবেন। তপশিলী, মহিলা ও প্রতিবন্ধীদের ফী লাগবে না। টাকা জমা দেওয়ার পর সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন। আরো বিস্তারিত তথ্য পাবেন ওই ওয়েবসাইটে।

১৯৫ অ্যাপ্রেন্টিস হিন্দুস্তান কপার লিমিটেডে

নিজস্ব সংবাদদাতা, বালাঘাট : হিন্দুস্তান কপার লিমিটেডের মালঞ্জখন্ড কপার প্রোজেক্ট অ্যাপ্রেন্টিস হিসাবে ১৯৫ জন লোক নিচ্ছে। নেওয়া হবে এইসব ট্রেডে : মেট (মাইন্স), ব্লাস্টার (মাইন্স), ডিজেল মেকানিক, ফিটার, টার্নার, ওয়েল্ডার (গ্যাস অ্যান্ড ইলেক্ট্রিক), ইলেক্ট্রিশিয়ান, ড্রাফটসম্যান (সিভিল), ড্রাফটসম্যান (মেকানিক্যাল), কম্পিউটার অপারেটর অ্যান্ড প্রোগ্রামিং অ্যাসিস্ট্যান্ট, সার্ভেয়র, এ.সি. অ্যান্ড রেফ্রিজারেশন মেশিন, ম্যাসন (বিল্ডিং কনস্ট্রাকট্রর), কার্পেন্টার, প্লাম্বার, হর্টিকালচার অ্যাসিস্ট্যান্ট, ইন্সট্রুমেন্ট মেকানিক, সোলার টেকনিশিয়ান (ইলেক্ট্রিশিয়ান)। মাধ্যমিক পাশরা মেট (মাইন্স) ও ব্লাস্টার (মাইন্স) ট্রেডের জন্য যোগ্য। মেট (মাইন্স) ট্রেড ৩ বছরের। শূন্যপদ: ২০টি (জেনা: ১০, তঃজাঃ ৩, তঃউঃজাঃ ১, ও.বি.সি. ৫, ই.ডব্লু.এস. ১)। ব্লাস্টার (মাইন্স) ট্রেড ২ বছরের। শূন্যপদ: ২১টি (জেনাঃ ৯, তঃজাঃ ৩, তঃউঃজাঃ ২, ও.বি.সি. ৫, ই.ডব্লু.এস. ২)। মাধ্যমিক পাশরা আই.টি.আই. থেকে ডিজেল মেকানিক, ফিটার, টার্নার, ওয়েল্ডার, ইলেক্ট্রিশিয়ান, ড্রাফটসম্যান (সিভিল), ড্রাফটসম্যান (মেকানিক্যাল), কম্পিউটার অপারেটর অ্যান্ড প্রোগ্রামিং অ্যাসিস্ট্যান্ট, সার্ভেয়র, এ.সি. অ্যান্ড রেফ্রিজারেশন মেশিন, ম্যাসন (বিল্ডিং কনস্ট্রাকটর), কার্পেন্টার, প্লাম্বার, হর্টিকালচার অ্যাসিস্ট্যান্ট, ইনস্ট্রুমেন্ট মেকানিক্স, সোলার টেকনিশিয়ান (ইলেক্ট্রিশিয়ান) ট্রেডের সার্টিফিকেট কোর্স পাশরা সংশ্লিষ্ট ট্রেডের জন্য আবেদন করতে পারেন। ১ বছরের ট্রেনিং। শূন্যপদ: ডিজেল মেকানিক ১০টি (জেনাঃ ৪, তঃজাঃ ১, ও.বি.সি. ৩, ই.ডব্লু.এস. ২)। ফিটার ১৬টি (জেনাঃ ৭, তঃজাঃ ২, তঃউঃজাঃ ১, ও.বি.সি. ৫, ই.ডব্লু.এস. ১)। টার্নার ১৬টি (জেনাঃ ৫, তঃজাঃ ৩, তঃউঃজাঃ ২, ও.বি.সি. ৪, ই.ডব্লু.এস. ২)। ওয়েল্ডার (গ্যাস অ্যান্ড ইলেক্ট্রিক) ১৬টি (জেনাঃ ৬, তঃজাঃ ৩, তঃউঃজাঃ ১, ও.বি.সি. ৪, ই.ডব্লু.এস. ২)। ইলেক্ট্রিশিয়ান ৩৬টি (জেনাঃ ১৬, তঃজাঃ ৫, তঃউঃজাঃ ২, ও.বি.সি. ১০, ই.ডব্লু.এস. ৩)। ড্রাফটসম্যান (সিভিল) ৪টি (জেনাঃ ২, তঃউঃজাঃ ১, ও.বি.সি. ১)। ড্রাফটসম্যান (মেকানিক্যাল) ৩টি (তঃজাঃ ১, ও.বি.সি. ১, ই.ডব্লু.এস. ১)। কম্পিউটার অপারেটর অ্যান্ড প্রোগ্রামিং অ্যাসিস্ট্যান্ট ১৪টি (জেনাঃ ৬, তঃজাঃ ২, তঃউঃজাঃ ১, ও.বি.সি. ৪, ই.ডব্লু.এস. ১)। সার্ভেয়র ৮টি (জেনাঃ ৩, তঃজাঃ ১, তঃউঃজাঃ ১. ও.বি.সি. ২, ই.ডব্লু.এস. ১) এ.সি. অ্যান্ড রেফ্রিজারেশন মেশিন। ২টি (জেনাঃ)। ম্যাসন (বিল্ডিং কনস্ট্রাকটর) ৪টি (জেনাঃ ১, তঃজাঃ ১, ও.বি.সি. ১, ই.ডব্লু.এস. ১)। কার্পেন্টার ৬টি (জেনাঃ ২, তঃজাঃ ১, তঃউঃজাঃ ১, ও.বি.সি. ২)। প্লাম্বার ৫টি (জেনাঃ ২, তঃজাঃ ১. ও.বি.সি. ১, ই.ডব্লু.এস. ১)। হটিকালচার অ্যাসিস্ট্যান্ট ৪টি (জেনাঃ ৩, ও.বি.সি. ১)। ইন্সট্রুমেন্ট মেকানিক্স ৪টি (তঃজাঃ ১, তঃউঃজাঃ ১, ও.বি.সি. ২)।সোলার টেকনিশিয়ান (ইলেক্ট্রিশিয়ান) ৬টি (জেনাঃ ৩, তঃজাঃ ১, ও.বি.সি. ১, ই.ডব্লু.এস. ১)। বয়স হতে হবে ১–৮–২০২৪র হিসাবে ২৫ বছরের মধ্যে। তপশিলীরা ৫ বছর, ও.বি.সি.রা ৩ বছর বয়সে ছাড় পাবেন। ২০২১ সালের আগে পাশ হলে নন– জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প পেপারে ম্যাজিস্ট্রেট বা, নোটারি পাব্লিককে দিয়ে অ্যাভিডেফিট করে নেবেন। এই পদের বিজ্ঞপ্তি নং: HCL/MCP/HR/Trade App./2024. Date: 29.07.2024. প্রার্থী বাছাই হবে মেধার ভিত্তিতে। মেধা তালিকা বেরোবে ২৮ আগস্ট। আগ্রহী প্রার্থীদের প্রথমে অ্যাপ্রেন্টিস হিসাবে নাম নথিভুক্ত করতে হবে, ২০ আগস্টের মধ্যে। এই ওয়েবসাই টে :www.apprenticeship.gov.in আরো বিস্তারিত তথ্য পাবেন এইওয়ে বসাই টে www.hindustancopper.com

অঙ্গনওয়ারি কর্মী ও সহায়িকা পদে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে অবগত করা হচ্ছে যে, স্মারকলিপি: (২৮৫/আই সি ডি এস/বি আর পি) এর অধীনে বারুইপুর Main শিশুবিকাশ প্রকল্পে অঙ্গনওয়ারি কর্মী ও সহায়িকা নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রার্থীর ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা দরকার উচ্চমাধ্যমিক পাশ। ০১/০৭/২০২৪ অনুসারে প্রার্থীর বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ৩৫ এর মধ্যে। আবেদনপত্র নেওয়া এবং জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ২৩/০৮/২০২৪। বিশদ বিবরণের জন্য বারুইপুর সি.ডি.পি.ও অফিসে যোগাযোগ করতে হবে।

Sd/-

বারুইপুর সুসংহত শিশুবিকাশ প্রকল্প

3168/DICO/S24Pgs/09/08/24

রিজার্ভ ব্যাঙ্কে ৮৮ অফিসার নিয়োগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা: রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া অফিসার, গ্রেড–বি (ডি.আর.) জেনারেল, অফিসার, গ্রেড–বি (ডি.আর.) ডি.ই.পি.আর. ও অফিসার, গ্রেড–বি (ডি.আর.) –(ডি.এস.আই.এম.) পদে ৮৮ জন লোক নিচ্ছে। কারা কোন পদের জন্য যোগ্য: অফিসার, গ্রেড–বি (ডি.আর.) (জেনারেল) : মোট অন্তত ৬০% (তপশিলী ও প্রতিবন্ধী হলে ৫০%) নম্বর পেয়ে যে কোনো শাখার গ্র্যাজুয়েট বা, মোট অন্তত ৫৫% (তপশিলী ও প্রতিবন্ধী হলে সাধারণভাবে পাশ) নম্বর পেয়ে যে কোনো শাখার পোস্ট–গ্র্যাজুয়েটরা আবেদন করতে পারেন। মূল মাইনে: ৫৫,২০০– ১৯,৭৫০ টাকা। শুরুতে ২ বছর প্রবেশন। শূন্যপদ ৬৬টি (জেনাঃ ২৭, ও.বি.সি. ১৯, তঃজাঃ ১০, তঃউঃজাঃ ৪, ই.ডব্লু.এস. ৬)। অফিসার, গ্রেড–বি (ডি.আর.) ডি.ই.পি.আর অর্থনীতি, কোয়ান্টিটেটিভ ইকনমিক্স, ম্যাথমেটিক্যাল ইকনমিক্স, ফিনান্সিয়াল ইকনমিক্স, বিজনেস ইকনমিক্স, অ্যাগ্রিকালচারাল ইকনমিক্স, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইকনমিক্সের পোস্ট–গ্র্যাজুয়েটরা মোট অন্তত ৫৫% (তপশিলী ও প্রতিবন্ধী হলে ৫০%) নম্বর পেয়ে থাকলে আবেদন করতে পারেন। ইকনমিক্স বা, ফিনান্স স্পেশালাইজেশন হিসাবে নিয়ে এম.বি.এ./পি.জি.ডি.এম. কোর্স পাশরা মোট অন্তত ৫৫% (তপশিলী ও প্রতিবন্ধী হলে ৫০%) নম্বর পেয়ে থাকলেও যোগ্য। অর্থনীতির মাস্টার ডিগ্রি কোর্স পাশরা মোট অন্তত ৫৫% (তপশিলী ও প্রতিবন্ধী হলে ৫০%) নম্বর পেয়ে থাকলেও যোগ্য। গবেষণা বা, শিক্ষকতার কাজে অভিজ্ঞতা ও নামি জার্নাল প্রকাশনায় দক্ষতা থাকলে অতিরিক্ত যোগ্যতা হিসাবে ধরা হবে। মাইনে ওপরের মতো। শূন্যপদ: ২১টি (জেনাঃ ৮, ও.বি.সি. ৫, তঃজাঃ ১, তঃউঃজাঃ ৬, ই.ডব্লু.এস. ১)। অফিসার, গ্রেড–বি (ডি.আর.) ডি.এস.আই.এম. স্ট্যাটিস্টিক্স, ম্যাথমেটিক্যাল স্ট্যাটিস্টিক্স, ম্যাথমেটিক্যাল ইকনমিক্স, ইকোনমেট্রিক্স, স্ট্যাটিস্টিক্স অ্যান্ড ইনফর্মেটিক্স, অ্যাপ্লায়েড স্ট্যাটিস্টিক্স অ্যান্ড ইনফর্মেটিক্সের পোস্ট–গ্র্যাজুয়েটরা মোট অন্তত ৫৫% (তপশিলী ও প্রতিবন্ধী হলে ৫০%) নম্বর পেয়ে থাকলে আবেদন করতে পারেন। অঙ্কের মাস্টার ডিগ্রি কোর্স পাশরা মোট অন্তত ৫৫% (তপশিলী ও প্রতিবন্ধী হলে ৫০%) নম্বর পেয়ে থাকলে আর স্ট্যাটিস্টিক্সের ১ বছরের পোস্ট–গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা কোর্স পাশ হলেও আবেদনের যোগ্য। ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউট থেকে স্ট্যাটিস্টিক্সের মাস্টার ডিগ্রি কোর্স পাশরা মোট অন্তত ৫৫% (তপশিলী জাতি ও প্রতিবন্ধী হলে ৫০%) নম্বর পেয়ে থাকলেও আবেদনের যোগ্য। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ডক্টরেট ডিগ্রি থাকলে অগ্রাধিকার পাবেন। গবেষণা বা, শিক্ষকতার কাজে অভিজ্ঞতা ও নামি জার্নাল প্রকাশনায় দক্ষতা থাকলে অতিরিক্ত যোগ্যতা হিসাবে ধরা হবে। মাইনে ওপরের মতো। শূন্যপদ। ৭টি (জেনাঃ ২. তঃজাঃ ১. তঃউঃজাঃ ৪)। সব ক্ষেত্রে বয়স হতে হবে ১–৭–২০২৪"র হিসাবে ২১ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে, অর্থাৎ জন্ম–তারিখ হতে হবে ২৭–১৯৯৪ থেকে ১–৭–২০০৩"এর মধ্যে। ও.বি.সি. সম্প্রদায়ের প্রার্থীরা ৩ বছর, তপশিলীরা ৫ বছর, প্রতিবন্ধীরা ১০ (ও.বি.সি. হলে ১৩, তপশিলী হলে ১৫) বছর বয়সে ছাড় পাবেন। যাঁরা এম.ফিল, বা, ডক্টরেট করছেন, তাঁরা যথাক্রমে ২ ও ৪ বছর বয়সে ছাড় পাবেন। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক বা, আর্থিক প্রতিষ্ঠানে অফিসার হিসাবে কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকলে সর্বোচ্চ ৩ বছর বয়সে ছাড় পাবেন। সাধারণ প্রার্থীরা ৬ বার এই পরীক্ষা দিতে পারবেন। তপশিলী, ও.বি.সি., ই.ডব্লু.এস. ও প্রতিবন্ধীদের বেলায় কোনো কড়াকড়ি নেই। প্রার্থী বাছাই করবে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার সার্ভিসেস বোর্ড। সব পদের বেলায় প্রথমে অনলাইন পরীক্ষা হবে। প্রথম পর্যায়ের পরীক্ষা হবে পূর্ব ভারতে এইসব কেন্দ্রে: কলকাতা, গ্রেটার কলকাতা, আসানসোল, শিলিগুড়ি, কল্যাণী, হুগলি। অফিসার, গ্রেড–বি (ডি.আর.) জেনারেল পদের বেলায় প্রথম পর্যায়ের পরীক্ষা হবে ৮ সেপ্টেম্বর। দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পত্রের পরীক্ষা হবে ১৯ অক্টোবর। ডি.ই.পি.আর. আর গ্রেড–বি (ডি.আর.) ডি.এস.আই.এম. পদের বেলায় প্রথম পর্যায়ের পরীক্ষা হবে ১৪ সেপ্টেম্বর। ডি.পি.ই.আর. ও ডি.এস.আই.এম. পদের বেলায় দ্বিতীয় পর্যায়ের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পত্রের পরীক্ষা হবে ২৬ অক্টোবর। সব পর্যায়ের পরীক্ষার সিলেবাস ওয়েবসাইটে পাবেন। সফল হলে ইন্টারভিউ। দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ১৬ আগস্টের মধ্যে। এই ওয়েবসাইটে: www.rbi.org.in এজন্য বৈধ একটি ই–মেল আই.ডি. থাকতে হবে। এছাড়াও পাশপোর্ট মাপের ফটো, সিগনেচার স্ক্যান করে নেবেন। প্রথমে ওপরের ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। তারপর পরীক্ষা ফী বাবদ ৮৫০ (তপশিলী ও প্রতিবন্ধী হলে ১০০) টাকা ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ড, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ে জমা দেবেন। টাকা জমা দেওয়ার পর আর ফটো ও সিগনেচার আপলোড করার পর সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন। আরো বিস্তারিত তথ্য পাবেন ওই ওয়েবসাইটে।

ন্যাবার্ডে ১০২ অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার

নিজস্ব সংবাদদাতা, মুম্বই: ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ফর অ্যাগ্রিকালচার অ্যান্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট (ন্যাবার্ড) রুরাল ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্কিং সার্ভিসে অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার গ্রেড–A পদে ১০২ জন ছেলেমেয়ে নিচ্ছে। কারা কোন পদের জন্য যোগ্য: অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার, গ্রেড–এ পদে নেওয়া হবে এইসব শাখায় : জেনারেল : যে কোনো শাখার গ্র্যাজুয়েট ছেলেমেয়েরা মোট অন্তত ৬০% (তপশিলী, প্রতিবন্ধী হলে ৫৫%) নম্বর পেয়ে থাকলে আবেদন করতে পারেন। মোট অন্তত ৫৫% (তপশিলী, প্রতিবন্ধী হলে ৫০%) নম্বর পেয়ে পোস্ট–গ্র্যাজুয়েট, এম.বি.এ. বা, পি.জি.ডি.এম. কোর্স পাশ হলেও যোগ্য। চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট, কস্ট অ্যাকাউন্ট্যান্ট বা, কোম্পানি সেক্রেটারিশিপ কোর্স পাশ হলেও যোগ্য। পিএইচ.ডি. কোর্স পাশরাও যোগ্য। শূন্যপদ : ৫০টি (জেনাঃ ২৩, তঃজাঃ ৭, তঃউঃজাঃ ৩, ও.বি.সি. ১২, ই.ডব্লু.এস. ৫)।

কম্পিউটার অ্যান্ড ইনফর্মেশন টেকনোলজি: কম্পিউটার সায়েন্স, কম্পিউটার টেকনোলজি, কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন বা, ইনফর্মেশন টেকনোলজির ডিগ্রি কোর্স পাশরা মোট অন্তত ৬০% (তপশিলী বা, প্রতিবন্ধী হলে ৫৫%) নম্বর পেয়ে থাকলে যোগ্য। মোট অন্তত ৫৫% (তপশিলী, প্রতিবন্ধী হলে ৫০%) নম্বর পেয়ে কম্পিউটার সায়েন্স, কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং, কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন, ইনফর্মেশন টেকনোলজি, ইলেক্ট্রনিক্স, ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন, ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড কমিউনিকেশন, ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড ইন্সট্রুমেন্টেশন, ডাটা সায়েন্স, মেশিন লার্নিং অ্যান্ড আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বিষয়ের পোস্ট–গ্র্যাজুয়েট কোর্স পাশরাও যোগ্য। শূন্যপদ: ১৬টি (জেনাঃ ৯, তঃজাঃ ১, তঃউঃজাঃ ১, ও.বি.সি. ৫)।

ফরেস্ট্রি: ফরেস্ট্রির ডিগ্রি কোর্স পাশরা মোট অন্তত ৬০% (তপশিলী বা, প্রতিবন্ধী হলে ৫৫%) নম্বর পেয়ে থাকলে যোগ্য। মোট অন্তত ৫৫% (তপশিলী, প্রতিবন্ধী হলে ৫০%) নম্বর পেয়ে ফরেস্ট্রির পোস্ট–গ্র্যাজুয়েট কোর্স পাশরাও যোগ্য। শূন্যপদ : ২টি (জেনাঃ ১, ও.বি.সি. ১)।

সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং: মোট অন্তত ৬০% (প্রতিবন্ধী হলে ৫৫%) নম্বর পেয়ে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিয়ের ডিগ্রি কোর্স পাশরা যোগ্য। মোট অন্তত ৫৫% (প্রতিবন্ধী হলে ৫০%) নম্বর পেয়ে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিয়ের পোস্ট–গ্র্যাজুয়েটরাও আবেদন করতে পারেন। শূন্যপদ: ৩টি (জেনাঃ ১, ও.বি.সি. ২)। ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং: মোট অন্তত ৬০% (প্রতিবন্ধী হলে ৫৫%) নম্বর পেয়ে ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিয়ের ডিগ্রি কোর্স পাশরা যোগ্য। মোট অন্তত ৫৫% (প্রতিবন্ধী হলে ৫০%) নম্বর পেয়ে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিয়ের পোস্ট–গ্র্যাজুয়েটরাও আবেদন করতে পারেন। শূন্যপদ: ১টি (তঃউঃজাঃ)।

স্ট্যাটিস্টিক্স : মোট অন্তত ৬০% (প্রতিবন্ধী হলে ৫৫%) নম্বর পেয়ে স্ট্যাটিস্টিক্সের গ্র্যাজুয়েট বা, পোস্ট–গ্র্যাজুয়েট কোর্স পাশরা আবেদন করতে পারেন। শূন্যপদ: ২টি (তঃউঃজাঃ ১. ই.ডব্লু.এস. ১)। জিও–ইনফর্মেটিক্স: মোট অন্তত ৬০% (তপশিলী, প্রতিবন্ধী হলে ৫৫%)পেয়ে জিও–ইনফর্মেটিক্সের ডিগ্রি (বি.ই., বি.টেক, বি.এসসি.) কিংবা পোস্ট–গ্র্যাজুয়েট (এম.ই./এম.টেক./এম.এসসি.) ডিগ্রি কোর্স পাশরা আবেদন করতে পারেন। শূন্যপদ: ১টি (ও.বি.সি.)। ফুড প্রসেসিং: মোট অন্তত ৬০% (তপশিলী বা, প্রতিবন্ধী হলে ৫৫%) নম্বর পেয়ে ফুড প্রসেসিং, ফুড টেকনোলজি, ডেয়ারি সায়েন্স, ডেয়ারি টেকনোলজির ডিগ্রি বা, পোস্ট–গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি কোর্স পাশরা যোগ্য। শূন্যপদ: ১টি (ও.বি.সি.)। ওপরের সব ক্ষেত্রে বয়স হতে হবে ১–৭–২০২৪এর হিসাবে ২১ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে অর্থাৎ, জন্ম–তারিখ হতে হবে ২–৭–১৯৯৪ থেকে ১–৭–২০০৩এর মধ্যে। তপশিলীরা ৫ বছর, ও.বি.সি. রা ৩ বছর, প্রতিবন্ধীরা ১০ (ও.বি.সি.রা ১৩, তপশিলীরা ১৫) বছর ও প্রাক্তন সমরকর্মীরা যথারীতি বয়সে ছাড় পাবেন। মূল মাইনে: ২৮,১৫০– ৫৫,৬০০ টাকা। শুরুতে মাইনে মাসে প্রায় ৭০,০০০ টাকা। শুরুতে ২ বছরের প্রবেশন। তবে আরো ১ বছর প্রবেশনে থাকতে হবে। চাকরি হবে এ গ্রেডে, ভারতের যে কোনো জায়গায়। এই পদের বিজ্ঞপ্তি নং: 1/Grade A /2024–25. প্রার্থী বাছাই হবে প্রথমে অনলাইন প্রিলিমিনারি পরীক্ষার মাধ্যমে। পরীক্ষা হবে ১ সেপ্টেম্বর। পূর্ব ভারতে এইসব কেন্দ্রে: কলকাতা, আসানসোল, দুর্গাপুর, হুগলি, কল্যাণী, গ্রেটার কলকাতা, শিলিগুড়ি, গ্যাংটক, ভুবনেশ্বর, গুয়াহাটি, পটনা, রাঁচি, আগরতলা ও শিলংয়ে। ২ ঘন্টার ২০০ নম্বরের পরীক্ষা। প্রশ্ন হবে অবজেক্টিভ মাল্টিপল চয়েজ টাইপের। এই ৭ বিষয়ে: (১) জেনারেল অ্যাওয়ারনেস– ২০ নম্বর। (২) টেস্ট অফ রিজনিং– ২০ নম্বর। (৩) টেস্ট অফ ইংলিশ– ৩০ নম্বর। (৪) কম্পিউটার নলেজ– ২০ নম্বর। (৫) কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাপ্টিটিউড– ২০ নম্বর। (৬) ইকনমিক অ্যান্ড সোশ্যাল ইস্যু ৪০ নম্বর, (৭) অ্যাগ্রিকালচার অ্যান্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট ৪০ নম্বর। (৮) ডিসিশান মেকিং ১০ নম্বর। প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় সফলদের তালিকায় যাঁদের নাম থাকবে, তাঁরাই মেন পরীক্ষা দিতে পারবেন। মেন পরীক্ষা হবে কলকাতা, রাঁচি, শিলং, গুয়াহাটি, ভুবনেশ্বরে। এই পরীক্ষায় থাকবে দুটি পেপার। প্রথম পেপারে জেনারেল ইংলিশের ডেসক্রিপ্টিভ টাইপের দেড় ঘণ্টার ১০০ নম্বরের পরীক্ষা হবে। দ্বিতীয় পেপারে অবজেক্টিভ টাইপের দেড় ঘন্টার ১০০ নম্বরের পরীক্ষায় থাকবে এইসব বিষয়: (ক) ইকনমিক অ্যান্ড সোশ্যাল ইস্যু আর অ্যাগ্রিকালচার ও রুরাল ডেভেলপমেন্ট, (খ) সংশ্লিষ্ট বিষয়ের প্রশ্ন। নেগেটিভ মার্কিং আছে। ৪টি প্রশ্নের ভুল উত্তরের জন্য প্রাপ্তনম্বর থেকে এক নম্বর কাটা হবে। এরপর হবে ২৫ নম্বরের ইন্টারভিউ। লিখিত পরীক্ষা সংক্রান্ত বিস্তারিত সিলেবাস অ্যাডমিট কার্ডের সঙ্গেই দেওয়া হবে। অ্যাডমিট কার্ড অনলাইনেই পাবেন। এছাড়াও বিস্তারিত সিলেবাস পাবেন এই ওয়েবসাইটে: www.nabard.org তপশিলী প্রার্থীদের বিনা খরচে প্রি–এক্সামিনেশন ট্রেনিং দেওয়া হবে কলকাতা, গুয়াহাটি, রাঁচি, পটনা ও শিলংয়ে। লিখিত পরীক্ষার কল লেটার একমাত্র ই–মেলে পাঠানো হবে। ডাকযোগে কোনো কল লেটার পাঠানো হবে না। দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ১৫ আগস্ট পর্যন্ত। এই ওয়েবসাইটে: www.nabard.org. http://cgrs.ibps.in অনলাইনে দরখাস্ত করার আগে একটি বৈধ ই–মেল আই.ডি. থাকতে হবে। এছাড়াও পাশপোর্ট মাপের ফটো ও সিগনেচার স্ক্যান করে নেবেন।

শরীর নিয়ে নানা কথা

ডেঙ্গু প্রতিরোধ করুন

ডাঃ মানস কুমার সিনহা

বর্ষা আসার সাথে সাথে ডেঙ্গু জ্বরের আতঙ্ক আবার ফিরে ফিরে আসে। কীটপতঙ্গ বাহিত অসুখগুলির মধ্যে বর্তমানে ডেঙ্গু বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আগের তুলনায় ডেঙ্গু জ্বরে মৃত্যুর হার অনেকটাই কমে গেলেও যথাযথ প্রতিরোধ ব্যবস্থাগুলি গ্রহণ করলে এর থেকে মৃত্যুর হার আরো কমানো যেতে পারে।

রোগ পরিচিতি : ডেঙ্গু একটি কীট পতঙ্গ দ্বারা বাহিত সংক্রামক রোগ। সমগ্র বিশ্বে যে কোন বয়সের মানুষই এই রোগের দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে। এডিস মশার কামড়ে ডেঙ্গু জ্বর হয়ে থাকে। সাধারণত প্রাথমিক অবস্থায় এই রোগ শনাক্ত করতে পারলে সহজেই রোগ মুক্তি ঘটে। তবে মারাত্মক ডেঙ্গু হেমারেজিক রোগের ফলে সঠিক চিকিৎসা না হলে অনেক রোগীই মারা যেতে পারে।

মশা চেনার উপায়: এডিস মশার গায়ে ডোরাকাটা দাগ থাকে এবং এরা স্বচ্ছ জলে থাকতে পছন্দ করে। ফুলের টব ভাঙ্গা, হাড়িকলসি, পরিত্যক্ত টায়ার, কৌটো, ডাবের খোসা ইত্যাদি যে সমস্ত স্থানে স্বচ্ছ জল জমা হয় সেখানে এডিস মশা বংশবৃদ্ধি করে। এডিস মশা সাধারণত ভোরে এবং সন্ধ্যার দিকে কামড়ায়।

ডেঙ্গু জ্বরের লক্ষণ

◆শরীরের তাপমাত্রা ১০৪ থেকে ১০৫ ডিগ্রী অবধি উঠতে পারে। ◆মাথা, গায়ে, হাতপায়ে ব্যথা, চোখের পেছনে ব্যথা, পেটে ব্যথা ইত্যাদি। ◆ ক্ষুধামন্দা, বমি ভাব অথবা বমি। ◆ রক্তচাপ হ্রাস পাওয়া, পালস রেট বেড়ে যাওয়া, শরীরে অস্থিরতা, শ্বাসকষ্ট ইত্যাদি। ◆অনেক সময় শরীরে রাশ দেখা যেতে পারে। ◆অনেক সময় চামড়ার নিচে রক্তক্ষরণ, চোখে রক্তক্ষরণ, চোখে রক্ত জমাট বাধা, কালো রঙের পায়খানা, দাঁতের মাড়ি, নাক মুখ দিয়ে রক্তপাত ইত্যাদি হতে পারে এছাড়াও ডেঙ্গু হেমারজিক ফিভারের ক্ষেত্রে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ–প্রত্যঙ্গ থেকে রক্তক্ষরণ হতে পারে।

ডেঙ্গুজ্বর হলে কি করনীয়ঃ

◆ডেঙ্গু জ্বর হলে অবশ্যই দেরি না করে নিকটস্থ ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ করুন। ◆জ্বর কমানোর জন্য প্যারাসিটামল জাতীয় ওষুধ ডাক্তারের পরামর্শে খেতে পারেন। ◆জ্বর বেশি হলে জল দিয়ে মাথা ধুয়ে দিন এবং সারা গা ভিজে কাপড় দিয়ে মুছে দিন। ◆রোগীকে প্রচুর পরিমাণে তরল ও স্বাভাবিক খাবার খেতে দিন। ◆রোগের উপসর্গ বৃদ্ধি পেলে অবশ্যই হাসপাতালে স্থানান্তরিত করুন।

প্রতিরোধের উপায় : ফুলের টব, প্লাস্টিকের পাত্র, টিনের কৌটো, গাড়ির পরিত্যক্ত টায়ার, নারকেল বা ডাবের খোসা, এয়ার কন্ডিশনার ও রেফ্রিজারেটরের নিচে জল জমতে দেবেন না। যে সব স্থানে মশা জন্মায় সেই সব স্থান পরিষ্কার রাখুন। দিনে বা রাতে ঘুমোনোর সময় মশারি ব্যবহার করুন। মনে রাখবেন ডেঙ্গু একটি প্রতিরোধযোগ্য রোগ। একে সহজেই আটকানো সম্ভব। সরকারের মুখাপেক্ষী না থেকে নিজের সামাজিক দায়িত্ব পালনে উদ্যোগী হন।

সাপ্তাহিক রাশিফল

প্রিয়া জ্যোতিঃশাস্ত্রী

১০ আগস্ট – ১৬ আগস্ট, ২০২৪

মেষ রাশি : সরকারি বা প্রশাসনিক স্তরে পদোন্নতি ও কর্মোন্নতির সুযোগ রয়েছে। ভাই–বোনের সঙ্গে বিবাদ হওয়ার সম্ভাবনা। দাম্পত্য সম্পর্কের অবনতির সম্ভাবনা পারিবারিক অশান্তি বৃদ্ধির সম্ভাবনা। পারিবারিক কারণে মানসিক শান্তি ব্যাহত হতে পারে।

প্রতিকার : প্রতিদিন ২৭ বার 'ওং ভৌমায় নমঃ' জপ করুন।

বৃষ রাশি : কর্মক্ষেত্রে শত্রুবৃদ্ধি সত্ত্বেও সাফল্য অব্যাহত। অভিনয়, নৃত্য–গীতাদির সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে সাফল্যের সম্ভাবনা। আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা। সম্পত্তি ক্রয়–বিক্রয়ে সাবধানতা অবলম্বন প্রয়োজন। সন্তানের জন্য চিন্তার কারণ থাকবে। কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে স্বজনের সঙ্গে আলোচনার প্রয়োজন।

প্রতিকার : ললিতা সহস্র নাম জপ করুন।

মিথুন রাশি : আত্মীয় স্বজন থেকে প্রতারিত হওয়ার সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে আশাতীত ফল লাভে বিলম্ব। কর্মক্ষেত্রে আশাতীত ফল লাভে বিলম্ব। কর্মক্ষেত্রে সতর্কতার সঙ্গে কাজকর্মের প্রয়োজন, পথ–চলার ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন প্রয়োজন। কর্মে অন্যমনস্কতা বৃদ্ধি। ব্যবসায় পুঁজি বিনিয়োগে ঝুঁকি রয়েছে। রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি। স্বজনের থেকে উপহার পেতে পারেন।

প্রতিকার : বুধ গ্রহের জপ করুন।

কর্কট রাশি : সন্তানের থেকে শুভ সংবাদ পেতে পারেন। মাতৃকূল থেকে কোনো দ্রব্য উপহার পেতে পারেন। আত্মীয়ের আচরণে মানসিক শান্তি ব্যহত হওয়ার সম্ভাবনা। বিবাহের যোগাযোগ আসতে পারে। সৃষ্টিশীল কর্মে শিল্পীসত্তা বিকাশ এবং মান–সম্মান বৃদ্ধির সম্ভাবনা। গুরুজনের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তা হলেও আরোগ্য লাভের সম্ভাবনা।

প্রতিকার : সোমবার বিকলাঙ্গদের অন্ন দান করুন।

সিংহ রাশি : সন্তানের পড়াশোনার সাফল্যে বাধা। সম্পত্তি ক্রয়–বিক্রয়ের ক্ষেত্রে সতকর্তার প্রয়োজন। গবেষণার ক্ষেত্রে শুভ ফল লাভ। ভাই বোনের সঙ্গে বিষয় আশয় নিয়ে আলোচনা। কর্মক্ষেত্রে বিদেশ যাওয়ার সুযোগ আসতে পারে রোগের প্রকোপ বৃদ্ধির সঙ্গে স্বাস্থ্য খাতে আয় ব্যয় বৃদ্ধি। ব্যবসায় সাফল্যের সম্ভাবনা।

প্রতিকার : ১৯ বার 'ওঃ ভাস্করায় নম জপ করুন'।

কন্যা রাশি : স্বজনের আচরণে মানসিক শান্তি। ব্যাহত হতে পারে। সম্পত্তি ক্রয়–বিক্রয়ে প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পর্কের অবনতির সম্ভাবনা। পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে ভাই বোনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি। সঞ্চয়ে বাধা নৃত্য, গীত বা বিনোদন জগতের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা। কোনো মামলা সংক্রান্ত ব্যাপারে নিষ্পত্তির সুযোগ আসতে পারে। কর্মে সাফল্যে বিলম্ব। শারীরিক পীড়া বৃদ্ধি।

প্রতিকার : ২১ বার প্রতিদিন 'ওঁ নারায়ণায় নমঃ' জপ করুন।

তুলা রাশি : কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতিও আয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা। কাজকর্মে সাফল্য লাভের সম্ভাবনা। ভাই বোনের সঙ্গে সম্পত্তি নিয়ে সম্পর্কের অবনতির সম্ভাবনা। সন্তানের পড়াশোনার প্রতি অবহেলা চিন্তার কারণ হওয়ার সম্ভাবনা। শরীর স্বাস্থ্য নিয়ে সমস্যা বৃদ্ধি এবং শারীরিক পীক্ষার কারণ শয্যাগত হতে পারেন। ঋণ নেওয়ার পরিকল্পনা। কর্মক্ষেত্রে বিদেশ যাওয়ার সম্ভাবনা।

প্রতিকার : ১১ বার প্রতিদিন 'ওঁ দুর্গায় নমঃ' জপ করুন।

বৃশ্চিক রাশি : উচ্চ শিক্ষা লাভ ও গবেষণামূলক কর্মে সাফল্যের সম্ভাবনা। চাকরি ক্ষেত্রে সাফল্যে বিলম্ব। অর্থের অপব্যয় বৃদ্ধি। গুরুজনদের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতির সম্ভাবনা। বিলাসব্যসনে অতিরিক্ত ব্যয় বৃদ্ধির দরুন সাংসারিক অশান্তি বৃদ্ধি। লটারী বা শেয়ার বা ফাটকায় বিনিয়োগ ঝুঁকি রয়েছে। শারীরিক পীড়া বৃদ্ধির সম্ভাবনা। রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি। দাম্পত্য মনোমালিন্য বৃদ্ধি।

প্রতিকার : প্রতিদিন হনুমান চালিশা পাঠ করুন।

ধনু রাশি : শারীরিক পীড়ার দরুন স্বাস্থ্যের অবনতির সম্ভাবনা। মানসিক অবসাদ থেকে যোগাভ্যাসের প্রয়োজন। আপাতত জলে ভ্রমণ এড়িয়ে চলাই শ্রেয়। সাহস ও বুদ্ধির সাহায্য যে কোনো পরিস্থিতির সামাল দিতে পারবেন। আত্মীয় থেকে প্রতারণা। শিল্পী সত্তার বিকাশ।

প্রতিকার : ২১ বার বৃহস্পতির মন্ত্র পাঠ করুন।

মকর রাশি : স্বজনের নীতিবিরুদ্ধ কর্মের জন্য মানসিক চাপ বৃদ্ধি। সাংসারিক সমস্যা বৃদ্ধির দরুণ গুরুজনদের সঙ্গে মতানৈক্য বা বিবাদ হওয়ার সম্ভাবনা। বন্ধুদের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতির সম্ভাবনা। ব্যবসায় বিনিয়োগে শুভ ফল লাভের সম্ভাবনা। স্বাস্থ্য নিয়ে সমস্যা বৃদ্ধি। হারানো দ্রব্য ফেরত পাওয়ার সম্ভাবনা।

প্রতিকার : ৪৪ বার 'ওঁ মন্দায় নম' পাঠ করুন।

কুম্ভ রাশি : শারীরিক পীড়া বৃদ্ধির সম্ভাবনা। মানসিক শান্তি ব্যাহত হওয়ার সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে জটিলতা বৃদ্ধি। গুপ্ত শত্রু বৃদ্ধির সম্ভাবনা। ভাবপ্রবণতা বৃদ্ধির দরুণ কর্মক্ষেত্রে অন্যমনস্কতা বৃদ্ধি। সন্তানের গবেষণার ক্ষেত্রে সাফল্য। বিপরীত লিঙ্গের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি এবং পারিবারিক সমস্যার সমাধান। ব্যবসায় সাফল্য।

প্রতিকার : প্রতিদিন লিঙ্গস্তকম জপ করুন।

মীন রাশি : কর্মক্ষেত্রে জটিলতা কাটিয়ে উপস্থিত বুদ্ধির দ্বারা যে কোনো কর্মে অগ্রগতির সম্ভাবনা। ব্যবসার ক্ষেত্রেও সমস্ত বাধা কাটিয়ে অগ্রগতি। সন্তানের পড়াশোনার ক্ষেত্রে পরীক্ষায় সাফল্য। গুরুজনের স্বাস্থ্যের আরোগ্য লাভের সম্ভাবনা। সৃষ্টিশীল কর্মে শিল্পী সত্তার বিকাশ। অর্থের অপচয় বৃদ্ধি।

শব্দবার্তা ৩০৭

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। প্যারাগ্রাফ ৪। সূর্যের পুত্র ৫। এক মুসলমানি পরব ৭। প্রতিজ্ঞা পালন ৯। নিজের চাষবাসের জমি ১০। ব্রহ্মা।

উপর–নীচ

১। সর্বদা, সতত ২। এটা করে অনেকে জিনিসপত্র কেনে ৩। শ্রমিক ৬। ব্যাঙ্গে উপহাস ৭। চরণধূলি ৮। লোনা জল।

সমাধান : ৩০৬

পাশাপাশি : ১। আনাজ ৩। কামাল ৫। মিছিমিছি ৬। সারি ৭। পরিমাণ ৯। মতলব ১২। ঘর ১৩। খানদান ১৪। নামতা ১৫। ইমন।

উপরনীচ : ১। আলকাপ ২। জমিজমা ৩। কাছি ৪। লহরি ৬। সামাল ৮। রিভার ১০। তখনই ১১। বলবান ১২। ঘটনা ১৩। খাতা।

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে ৯৮৭৪০১৭৭১৬

ক্রাইম ডেস্ক

উদ্ধার চোলাই মদ

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৩০ জুলাই রাতে মুরারই আবগারি দপ্তর পাইকর বাসস্ট্যান্ড থেকে ১০০ লিটার চোলাই মদের পাউচ সহ একটি টোটো আটক করে। ঘটনায় পলাতক টোটো চালক। মুরারই–র আবগারি আধিকারিক বলেন, লাগাতার অভিযানের ফলে মুরারই ২নং ব্লকের মিত্রপুর অঞ্চল চোলাই মুক্ত ফলে মুরারই থানার অন্তর্গত ঢুরিয়া গ্রাম থেকে মিত্রপুরে চোলাই মদ সরবরাহ চলছে। আমরা গোপনে খবর পেয়ে মঙ্গলবার রাতে ১০০ লিটার মদের পাউচ ও একটি টোটো আটক করেছি। তবে এখনো কাউকে গ্রেপ্তার করা যায়নি।

ডাকাতির আগেই ধৃত দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, জয়নগর : জয়নগর থানার পুলিশের তৎপরতায় ডাকাতির আগেই গ্রেপ্তার দুই যুবক।গোপন সূত্রে খবর পেয়ে জয়নগর থানার পুলিশের বিশেষ টিম জয়নগর থানার দক্ষিণ বারাশত এলাকা থেকে বুধবার রাতে সন্দেহজনক অবস্থায় দুই যুবককে ঘোরাঘুরি করতে দেখে প্রথমে জিজ্ঞেসাবাদ করে ও পরে গ্রেপ্তার করে জয়নগর থানায় নিয়ে আসে।ধৃত দুই যুবক হলো প্রবীর মণ্ডল, বাড়ি মগরাহাট থানার শ্যামনগরের গদবেড়িয়া এলাকায় এবং আরিফ লস্কর, বাড়ি মগরাহাট থানার দক্ষিণ কলস এলাকায়।ধৃতদের বৃহস্পতিবার জয়নগর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়।ধৃতদের জিজ্ঞেসাবাদ ও তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

স্বামীর অত্যাচারে থানায় বধূ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : স্বামীর অত্যাচারের জর্জরিত। দীর্ঘ দিন লাঞ্ছনা, মারধর সহ্য করতে না পেরে থানার দ্বারস্থ হলেন এক বধূ।ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। স্থানীয় সুত্রে জানা গিয়েছে,বছর বাইশ আগে ক্যানিং থানা সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দা দীপা মণ্ডলের বিয়ে হয়েছিল তালদি পঞ্চায়েতের সাত ভাইপাড়ার জয়ন্ত মণ্ডলের সাথে। দম্পতির এক ছেলে রয়েছে। স্বামী রঙ মিস্ত্রীর কাজ করেন।পাশাপাশি দরিদ্র পরিবারে আর্থিক স্বচ্ছলতা না থাকায় বধু দীপা মণ্ডল ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে অস্থায়ী সুইপারের কাজ নেন। দিবি চলছিল মণ্ডল দম্পতির সংসার। বিগত প্রায় ৪ বছর আগে রঙ মিস্ত্রীর কাজ ছেড়ে দেয় জয়ন্ত। অভিযোগ এরপর শুরু হয় বধুর উপর অত্যাচার।প্রায় প্রতিদিনই আকণ্ঠ মদ পান করে স্ত্রী ও একমাত্র ছেলেকে মারধর করে।এমন কি মদ খাওয়ার জন্য টাকা না দিলে ওই বধুর উপর অকথ্য অত্যাচার চলে।বৃহস্পতিবার রাতে মদ খাওয়ার জন্য স্ত্রীর কাছে টাকা চায় জয়ন্ত। টাকা না দেওয়ায় বেধড়ক মারধর করে বলে অভিযোগ।ঘটনায় গুরুতর জখম হয় ওই বধূ। স্থানীরা তাঁকে উদ্ধার করে। চিকিৎসার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। বর্তমানে সেখানেই চিকিৎসাধীন রয়েছেন ওই বধূ।

সম্পত্তি নিয়ে বিবাদ, জখম ৩

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং: ৪ কাঠা সম্পত্তি নিয়ে বিবাদের জেরে গুরুতর জখম হলেন একই পরিবারের ৩ সদস্য। বুধবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে ক্যানিং থানার অন্তর্গত নিকারীঘাটা পঞ্চায়েতের পাঙ্গাশখালি এলাকায়। ঘটনায় গুরুতর জখম হয়েছেন রহমত সেখ,ফরেজ সেখ ও রিজিয়া সেখ। বর্তমানে তাঁরা ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ঘটনার বিষয়ে ক্যানিং থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন আক্রান্তরা। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ক্যানিং থানার পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, পাঙ্গাশখালি গ্রামের সেখ পরিবারের মধ্যে ৪ কাঠা সম্পত্তি নিয়ে দীর্ঘ প্রায় ৬ মাস যাবত বচসা চলছিল। অভিযোগ সেই সম্পত্তি হাতিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছিল রমহত সেখ এর বড়দা রহিম আলি সেখ। প্রতিবাদে সরব হওয়ায় বুধবার তাকে বেধড়ক মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। মারধরের হাত থেকে তাকে বাঁচাতে গেলে রহমতের স্ত্রী রিজিয়া ও বাবা ফরেজ সেখকে বেধড়ক মারধর করে রহিম ও আলম সেখরা। ঘটনায় গুরতর জখম হয় ৩ জন। ৬স্থানীয়রা তাদেরকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়।

দুটি বাইকের সংঘর্ষে জখম ২

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : দুটি বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে গুরুতর জখম ২ বাইকারোহী। মঙ্গলবার বিকালে ঘটনাটি ঘটেছে ক্যানিং থানার অন্তর্গত ক্যানিং–গোলাবাড়ি রোডের বাবলাতলা এলাকায়। অত্যন্ত সঙ্কটজনক অবস্থায় চিকিৎসাধীন রয়েছেন কলকাতার চিত্তরঞ্জন হাসপাতালে। স্থানীয় সুত্রে জানা গিয়েছে, জয়নগর ২ ব্লকের বকুলতলা থানার অন্তর্গত জীবন মণ্ডলের হাট এলাকার যুবক সুজিত নস্কর এদিন বিকালে বাইক চালিয়ে ক্যানিং থেকে বাড়িতে ফিরছিলেন। সেই সময় বাবলাতলা এলাকায় অপরদিক থেকে বাইক চালিয়ে আসছিলেন ক্যানিং দিঘীরপাড় পঞ্চায়েতের কাঠপোলের বাসিন্দা যুবক কালিদাস হালদার। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুটি বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। সেই মুহূর্তে প্রত্যক্ষদর্শী অটোচালক গণেশ নস্কর তাঁর অটো থেকে যাত্রীদের নামিয়ে দেয়। তড়িঘড়ি ওই দুই যুবককে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে। হাসপাতালে উপস্থিত হন ক্যানিং থানার ট্রাফিক ওসি স্বপন দাস ও অফিসার সুমন ঘোষ এবং দিঘীরপাড় পঞ্চায়েত প্রধান শিলাদিত্য রায়। দুই যুবকের প্রাথমিক চিকিৎসার পর অবস্থার অবনতি হলে চিকিৎসকরা কলকাতার চিত্তরঞ্জন হাসপাতালে স্থানান্তরিত করেন।

মাটির দেওয়াল চাপা পড়ে মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, জয়নগর : জয়নগরের পর এবার ক্যানিংয়ে মাটির দেওয়াল চাপা পড়ে মৃত্যু ঘটল ২ শিশুর। ৫ আগষ্ট সকালে জয়নগর লোকসভার ক্যানিং পূর্ব বিধানসভার জীবনতলা থানার আঠারোবাকি গ্রাম পঞ্চায়েতের কুমিরমারি গ্রামে ভাই বোন খেলা করছিল। আচমকা মাটির দেওয়াল ভেঙে পড়ে তাদের উপর। আশেপাশের মানুষেরা এসে মাটি সরিয়ে দুটি শিশুকে উদ্ধার করে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। অন্যদিকে, ৪ আগষ্ট রাতে আচমকাই মাটির দেওয়াল ভেঙে চাপা পড়ে মৃত্যু হল এক গৃহবধূর। আহত হয়েছে পরিবারের আরও ৫ জন সদস্য। আহতর মধ্যে রয়েছে পাঁচ বছরের শিশু। দুর্ঘটনাটি ঘটেছে জয়নগর ২ নম্বর ব্লকের বকুলতলা থানার বেলে দুর্গানগর গ্রাম পঞ্চায়েতের পূর্ব রঘুনাথপুর গ্রামে। বিকট সেই শব্দ শুনে স্থানীয় মানুষজন ঘটনাস্থলে গিয়ে তাদেরকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যায় জয়নগরের নিমপীঠ শ্রীরামকৃষ্ণ গ্রামীণ হাসপাতালে। কিন্তু সেখানে গৃহবধূ শাহানারা জমাদার সহ আরও দুই সন্তানের শারীরিক অবস্থা অবনতি হলে কলকাতার চিত্তরঞ্জন হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথেই মৃত্যু হয় শাহানারা জমাদারের (৩২)।

অজানা রোগে মৃত্যু দুই শিশুর

নিজস্ব প্রতিনিধি, জয়নগর : পর পর দুই বোনের অস্বাভাবিক মৃত্যু আরেকটি বোন মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে হাসপাতালে। কারণ অজানা এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলপি থানার হরিণখোলা গ্রামে। মৃত দুই বোন পাপিয়া পাল(১১) ও শ্রাবণী পাল(৪)। ৫ বছরের মিষ্টি পাল ডায়মন্ডহারবার জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে ৩ আগষ্ট রাতে তালের রুটির সঙ্গে দুধ খেয়েছিল। ৪ আগষ্ট সকালে অসুস্থ হয়ে পড়লে তাদের কুলপি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে মৃত্যু হয় শ্রাবণী পালের। পাপিয়া পাল ও মিষ্টি পালকে ডায়মন্ড হারবারে নিয়ে গেলে সেখানে পাপিয়া পালের মৃত্যু হয়। এই পাল দম্পতির ৪টি মেয়ে। বড় মেয়েটি বিবাহিত, বাড়িতে তিনটি মেয়ে বয়স অনুযায়ী স্কুলে যাচ্ছিল কী কারণে এই মৃত্যু তাঁর তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

আবাস যোজনার বাইরে গোটা গ্রাম কাঁচা দেওয়াল পড়ে মৃত্যু বাড়ছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, জয়নগর: রাজ্যে যেখানে উন্নয়ন চলছে।পাকা বাড়ি তৈরি হয়ে চলেছে কেন্দ্র ও রাজ্যে সরকারের উদ্যোগে সেখানে জয়নগর বিধানসভার বেলে দূর্গানগর পঞ্চায়েত এলাকায় প্রায় আড়াই হাজার মাটির বাড়িতে বাস করতে বাধ্য হচ্ছেন কয়েকহাজার গরীব মানুষ। সরকারি আর্থিক টাল বাহানায় তাঁরা আজও আবাস যোজনা থেকে বঞ্চিত।

মাটির বাড়ির দেওয়াল চাপা পড়ে গত রবিবার সাহানারা জমাদার নামে এক গৃহবধূর মৃত্যুর পরে আতঙ্কিত আশেপাশের এলাকার মানুষজন। প্রতিবেশীর মৃত্যুতে অন্য মাটির বাড়ির বাসিন্দাদের আতঙ্ক ছড়িয়েছে। এই কদিনের ভরা কোটালের নিম্নচাপের ক্রমাগত বৃষ্টির জেরে মাটির দেওয়াল ও চাল ভেঙে এক গৃহবধূর মৃত্যু হয়েছে। পরিবারের ৫জন সদস্য আহত। এই ঘটনার পরে জয়নগর ২ নম্বর ব্লকের বেলে দুর্গানগর গ্রাম পঞ্চায়েতের পূর্ব রঘুনাথপুর গ্রামে অন্য মাটির বাড়ির বাসিন্দাদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়েছে। রাতের ঘুম চলে গিয়েছে তাঁদের। বারংবার প্রশাসনের সব স্তরে আবেদন করেও আবাস যোজনার পাকা ঘর না মেলায় ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন বাসিন্দারা। এদিকে ব্লক প্রশাসন সূত্রে খবর, রবিবার রাতের ঘটনায় ওই পরিবারের দুই সদস্য এখন কলকাতার সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। প্রায় ২৫০০ মাটির বাড়ি আছে এই পঞ্চায়েত এলাকায়। তার মধ্যে এই পূর্ব রঘুনাথপুর গ্রামে এখনও ১০০টির বেশি মাটির বাড়ি আছে।স্থানীয় বাসিন্দারা বলেন, আমাদের গ্রামে একই পরিবারে ৬ জন আহত হয়েছে। তার মধ্যে এক জনের মৃত্যু হয়েছে, দুজন মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছে। যার জেরে আমাদের গ্রামের আতঙ্ক আরো বেড়েছে। আমাদেরও মাটির বাড়িতে থাকতে হয়। ক্রমাগত বৃষ্টির জেরে দেওয়াল আলগা হয়ে যাচ্ছে। এই নিয়ে স্থানীয় পঞ্চায়েত থেকে শুরু করে ব্লক প্রশাসনের কাছে দরবার করেও ঘর মেলেনি। আবারো যাতে এই ধরনের দুর্ঘটনা না ঘটে তাই প্রশাসনের কাছে অনুরোধ আমাদের এলাকার এই গ্রামে দিন আনা দিন খাওয়াদের জন্য পাকা বাড়ি দেওয়ার ব্যবস্থা করেন তাহলে অনেকটাই উপকৃত হব দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পাবে মানুষ। এব্যাপারে স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধান রীতা নস্কর বলেন,আমাদের গ্রামে প্রায় আড়াই হাজার মাটির বাড়ি আছে।মাটির বাড়ি চাপা পড়ে মৃত্যু বেদনাদায়ক। কোনো মৃত্যুই আমাদের কাম্য নয়। কেন্দ্রীয় সরকার থেকে আবাস যোজনার টাকা পাঠানো বন্ধ আছে। আমরাও চাই দ্রুত মাটির বাড়িগুলোকে পাকা করতে। আমরা ইতিমধ্যে বিডিওতে সব জানিয়েছি। মারা যাওয়া ঐ গৃহবধূর বাড়ি সহ একাধিক বাড়িতে ত্রিপল, শুকনো খাবার বিডিও ও পঞ্চায়েতের তরফে দেওয়া হয়েছে।এ ব্যাপারে জয়নগর ২ নং বিডিও মনোজিত বসু বলেন,ওই এলাকায় মোট কত মাটির বাড়ি আছে আর সেখান কার বর্তমান পরিস্থিতির সার্ভে করা হচ্ছে।সার্ভে রিপোর্ট জেলায় পাঠানো হচ্ছে।দেখা যাক যত তাড়াতাড়ি ওই এলাকার সমস্যার সমাধান করা যায়। আর মাটির ঘর চাপা পড়ে মৃতের ক্ষতি পূরণের ব্যাপারে জেলায় রিপোর্ট দেওয়া আছে। আশাকরি ক্ষতিপূরণ পেয়ে যাবে।

জলের তলায় কল, গড়িয়া সংলগ্ন এলাকায়। ছবি : অভিজিৎ কর

হাওড়া মাকড়দহ বাস স্ট্যান্ড তিন মাথার মোড়ে অল্প বৃষ্টিতেই জমেছে জল, চরম দুর্ভোগে মানুষ। ছবি : সঞ্জয় চক্রবর্ত্তী

ওঝা আর চন্দ্রবোড়ার দাপটে,মৃত্যু ১ মহিলার

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : চন্দ্রবোড়া সাপের কামড়ে মৃত্যু হল রীণা পুরকাইত(৫৬) নামে ১ বধূর। মৃতের বাড়ি সোনারপুর থানার অন্তর্গত আড়াপাঁচ এলাকায়। জানা গিয়েছে সোমবার সকালে ওই বধূ কাঠ বের করছিলেন রান্না করার জন্য। সেই সময় ১টি চন্দ্রবোড়া সাপ তাঁর ডানপায়ে কামড়ায়। তিনি পরিবারের লোকজনদেরকে ঘটনার কথা জানালে তারা বধূকে উদ্ধার করে সাপটির খোঁজ শুরু করে। এরপর ওই তাকে নিয়ে স্থানীয় এক ওঝার দ্বারস্থ হয় পরিবারের সদস্যরা। সেখানে প্রায় ৩ ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে ঝাড়ফুঁক চলে। এমনকী সাপের বিষ যাতে ওই বধূর কিছু না করতে পারে তারজন্য বধূর গলায় ও পায়ে ওষুধ বেঁধে দেয় ওঝা। পাশাপাশি জলপোড়া, তেলপোড়া করা হয়। দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়ায় ওই বধূ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। শেষ পর্যন্ত বেগতিক বুঝে ওই বধূকে ওঝার হাত থেকে উদ্ধার করে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। এমন ঘটনায় পরিবারে শোকের ছায়া নেমে আসে। ক্যানিং থানার পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়না তদন্তে পাঠিয়েছে।

পাচারের টার্গেটে সরকারি বাস

অভীক মিত্র : গোপনসূত্রে খবর পেয়ে ২৪ জুলাই বীরভূম জেলা এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ দুর্গাপুর থেকে রায়গঞ্জগামী সরকারি বাস (ডব্লিউবি ৬৩এ৫৭৯৫) থেকে ৬০ নং জাতীয় সড়কের মহম্মদবাজার ব্লকের তারাপুর পেট্রোল পাম্পের কাছে ৩৫ কেজি গাঁজা উদ্ধার করে ও তিন মহিলাকে গ্রেপ্তার করে। জানা গেছে ট্রেনে ওড়িশার কোরাপুট থেকে গাঁজা এনে দুর্গাপুরে নেমে বাসে করে মুর্শিদাবাদ পাচার করার উদ্দেশ্যে তারা নিয়ে যাচ্ছিল। গ্রেপ্তার হওয়া তিন মহিলাকে মহম্মদবাজার থানার হাতে তুলে দেওয়া হয় বলে এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ সূত্রে জানা গিয়েছে। ধৃতরা হল মাড়গ্রাম থানার ডাঙ্গালপাড়া গ্রামের সেলিম বেওয়া,সাইথিয়া পৌরসভা ১৩ নং ওয়ার্ডের মসজিদপাড়ার কামিলা বিবি এবং মুশিদাবাদ জেলার বেলডাঙ্গার আঞ্জু বেওয়া। অন্যদিকে ১০ জুলাই দুপুরে আসানসোল থেকে মালদহগামী সরকারি বাস থেকে সিউড়ি সরকারি বাসস্ট্যান্ডে ৮৭০ গ্রাম ব্রাউন সুগার সহ দুই যুবককে গ্রেফতার করে রাজ্য পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স। ধৃতরা মুর্শিদাবাদ জেলার লালগোলার হান্নান শেখ এবং শামিম শেখ। গাঁজা, ব্রাউন সুগার সহ মাদক পাচারের ক্ষেত্রে সরকারি বাসকে নিরাপদ ও সুরক্ষিত মনে করছে পাচারকারীরা। ট্রেনে করে পাচার করতে গেলে স্টেশনে রেল পুলিশের নজরদারির পাশাপাশি ট্রেনের ভিতরে রেল পুলিশের তল্লাশি থাকে। কিন্তু সরকারি বাসের ক্ষেত্রে সেটা সম্ভব নেই। বীরভূম জেলা এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ ডিএসপি স্বপনকুমার চক্রবর্তী বলেন, দূরপাল্লার সরকারি বাসের ক্ষেত্রে 'স্টপলেস' বাসে ভিড় থাকে, সেটাই কাজে লাগায় পাচারকারীরা। বেসরকারি বাসের ক্ষেত্রে নাকা চেকিং করা হয় কিন্তু সরকারি বাসের ক্ষেত্রে সেটা কম। সরকারি বাসের এক কর্মী বলেন, প্রশাসনের পক্ষ থেকে নির্দেশ এলে অবশ্যই সরকারি বাসে তল্লাশি করা হবে।

রামপুরহাটে দুর্ঘটনায় মৃত দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি : বুধবার দুপুরে রানীগঞ্জ–মোড়গ্রাম ১৪ নং জাতীয় সড়কে রামপুরহাটের মুনসুবা মোড়ের কাছে পাথরবোঝাই লরির চাকায় পিষ্ঠ হয়ে মারা গেলো দুই শিবভক্ত। মৃতদের নাম বিশাল কুমার ও নীতিশ কুমার বাড়ি বিহারের কাটিহার জেলার কুরসেলাগড় গ্রামে।

গত মঙ্গলবার তারাপীঠ মন্দিরে জল ঢালতে বিহার থেকে তিনটি মোটর সাইকেলে এসেছিল পাঁচ যুবক। বুধবার দুপুরে রামপুরহাট মুনসুবা মোড়ের কাছে একটি পেট্রোল পাম্পে বাইকে তেল ভরে বাইক চালিয়ে ১৪ নং জাতীয় সড়কে উঠেছিল সেইসময় একটি পাথরবোঝাই লরি তাদের দুজনকে চাপা দিয়ে পালিয়ে যায়।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় রামপুরহাট থানার পুলিশ ও দমকল বাহিনী। ঘাতক লরির খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে রামপুরহাট থানার পুলিশ ।

সাহাপুরে বোমা উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি : গোপনসূত্রে খবর পেয়ে ৩ আগস্ট রাত্রি সাড়ে নয়টা নাগাদ খয়রাশোল ব্লকের কাঁকরতলা থানার সাহাপুর–কল্যাণপুর রাস্তার কালভার্টের নিচে থেকে দুটি প্লাস্টিকের জ্যারিকেনে ভরা ৬০ থেকে ৬৫ টি বোমা উদ্ধার করে বীরভূম জেলা এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ। এই ঘটনায় এখনো পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করা যায় নি। উদ্ধার হওয়া বোমাগুলো কাঁকরতলা থানার হাতে হস্তান্তর করা হয়। পরে তা নিষ্ক্রীয় করা হয়।

ফিরে দেখা ৫০

আলিপুর বার্তা গত ১৩ অক্টোবর ২০২২ ৫৬ পেরিয়ে পা দিয়েছে ৫৭ বছরে। নিরবিচ্ছিন্ন এই চলার পথে পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র সংবাদ, প্রবন্ধ, গবেষণা ও সাহিত্য যা প্রকাশনা সমুদ্রের গভীরে থাকা এক একটি রত্ন স্বরূপ। অতীতের নস্টালজিক দর্পণে এই রত্ন আকর বলে যায় ৫০ বছর আগের দিনগুলির নানা কথা। এইসব শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ। কেমন লাগছে জানালে আপনাদের মতামত উৎসাহিত করবে আমাদের।— সম্পাদক

বিষ্ণুপুরে সমাজ বিরোধীদের অবাধ দৌরাত্ম !

(নিজস্ব প্রতিনিধি)

অভিযোগে প্রকাশ বিষ্ণুপুর অঞ্চলে কতিপয় সমাজ রিরোধী প্রকাশ্যে জুলুমবাজী চালিয়ে যাচ্ছে। পুলিশ জেনেশুনেও নীরব।

এই অভিযোগের ভিত্তিতে জানা যায় দঃ ২৪ পরগণার বিষ্ণুপুর থানাধীন বারুইপুর রোডের উপর ধ্রুব ওরফে প্রদীপ ভৌমিক, বাচ্চু ভৌমিক, তাপা, রামপদ, স্বপন অধিকারী শঙ্কর প্রভৃতি সমাজ বিরোধীরা রহমত আলি শেখকে ঘর থেকে টেনে এনে মদ খাওয়ার টাকা দাবী করে। এরাই কিছুদিন আগে জনৈক লরী ড্রাইভারকে টাকার জন্য প্রচণ্ড মারধোর করে। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই থানায় এজাহার দেওয়া রয়েছে কিন্তু আজও তারা বিনা দ্বিধায় অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে। স্থানীয় অধিবাসীদের জিজ্ঞাসা এই অত্যাচারের অবসান কি হবে না?

৮ম বর্ষ, ১০ আগস্ট ১৯৭৪, শনিবার, ৩১শ সংখ্যা, ২৪ শ্রাবণ, ১৩৮১

দুর্ঘটনা

রিলস বানাতে গিয়ে জলে ঝাঁপ, তলিয়ে গেল নাবালক

জাহেদ মিস্ত্রী, বারুইপুর : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বারুইপুর এলাকায় উত্তরভাগ পাম্প হাউসের খালে রিলস বানাতে গিয়ে জলে ঝাঁপ দিয়ে শেষ পর্যন্ত নিখোঁজ হয়ে গেল নাবালক। সাঁতার না জেনে কেন এই নাবালক জলে ঝাঁপ দিল,তা নিয়ে এখনো পর্যন্ত কোন রহস্য উন্মোচন হল না। তবে প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণ থেকে উঠে আসে এই নাবালকের রিলস বানাবার নেশা ছিল। বেশ কিছু ছেলে ওই এলাকায় রিলস বানাতে আসে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান ৪ আগষ্ট দুপুরে বারুইপুর মল্লিকপুরের বেশ কিছু যুবক ঘুরতে আসে। তারমধ্যে ২ নাবালক মুহাম্মদ নাসিম ও মোহাম্মদ নাকির উত্তরভাগের পাম্প হাউসের খালে রিলস বানাতে শুরু করে, মোহাম্মদ নাসিম জলে ঝাঁপ দেয়, দেখতে দেখতে চোখের সামনে পাম্প হাউসের ছাড়া জলে তলিয়ে যায়।

প্রকৃত রিলস বানাতে গিয়ে কি জলে ঝাঁপ, না স্নান করতে জলে নেমেছিল, তা তদন্ত করছে পুলিশ, সাঁতার না জেনে কেন জলে ঝাঁপ দিল এটাই এখন প্রশ্ন। উত্তরভাগ পাম্প হাউস একটি প্রোটেক্টেড এরিয়া। নিরাপত্তার অভাবে সেটি পর্যটন কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে, অভিযোগ এলাকাবাসীর। বহু প্রাচীন এবং এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম পাম্পিং স্টেশনের নিরাপত্তা নিয়েও উঠছে প্রশ্ন। পুরো ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে বারুইপুর থানার পুলিশ।

গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ, জখম ১

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাসন্তী: বুধবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে বাসন্তী থানার অন্তর্গত সোনাখালি ব্রীজ রোড এলাকায় গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে গুরুতর জখম হলেন এক ব্যক্তি। বর্তমানে তিনি সঙ্কটজনক অবস্থায় কলকাতার চিত্তরঞ্জন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। জখম ভাঙনখালির বাসিন্দা মোক্তার মীর এর সোনাখালি ব্রীজ রোড সংলগ্ন এলাকায় একটি দোকানে। সাইকেল,ভ্যান,টোটো গাড়ি সহ বিভিন্ন গাড়ির ঝালাই করতেন। এদিন দুপুরে কাজ করার সময় আচমকা বিকট আওয়াজে বিস্ফোরণ হয় সিলিন্ডার।

ক্যানিংয়ে যুবকের অস্বাভাবিক মৃত্যু,তদন্তে পুলিশ

সুভাষ চন্দ্র দাশ, ক্যানিং : এক যুবকের অস্বাভাবিক মৃত্যুকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ালো এলাকায়। বুধবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে ক্যানিং থানার অন্তর্গত মাতলা ১ পঞ্চায়েতের বিদ্যাধরী পাড়া এলাকায়। মৃত যুবকের নাম মিন্টু বর্মন(১৯)। পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়না তদন্তে পাঠিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। স্থানীয় সুত্রে জানা গিয়েছে, এদিন বাড়িতে কেউ না থাকায় কোনও এক অজ্ঞাত কারণে নিজের ঘরের মধ্যে গামছা দিয়ে গলায় ফাঁস দেয় ওই যুবক।পরে ওই যুবকের মা বাড়িতে এসে ছেলেকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পায়। তড়িঘড়ি ওই যুবককে উদ্ধার করে। চিকিৎসার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করে। আচমকা এমন মর্মান্তিক ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে আসে বিদ্যাধরী পাড়া এলাকায়।

মেলেনি সরকারি সাহায্য,আশ্রয়ের সন্ধানে অনাহারে দিন কাটচ্ছেন অশিতিপর বৃদ্ধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : বছরে ৩৬৫ দিনের মধ্যে প্রায় ২০০ দিন অনাহারে কাটে।অন্যান্য দিন গুলো স্বহৃদয় ব্যক্তিদের দেওয়া চা–বিস্কুট কিংবা একবেলা এক মুঠো ভাত খেয়ে দিন কাটাতে হয় নিরুপায় হয়ে।আশ্রয়স্থল বলতে দিনের বেলায় কোন এক বাঁশের মাচার উপর। আর সন্ধ্যা হলেই কারোর গোয়াল ঘর কিংবা দোকানের বারান্দায় মশার কামড়ে রাত কাটাতে হয়। এমন ভাবেই চলছে প্রায় তিন বছরের অধিক সময়।বর্তমানে শারীরিক অক্ষমতার জন্য দুটি ক্রাচে ভর করে হাঁটতে হয়। সব থেকেও বর্তমানে ৮০ উর্দ্ধ একাকী বৃদ্ধ একটু আশ্রয়ের জন্য চাতকের মতো অপেক্ষায়। জানা গিয়েছে, সুন্দরবনের বাসন্তী ব্লকের উত্তর মোকামবেড়িয়া পঞ্চায়েতের মাতলা নদীর তীরে হাড়ভাঙী গ্রামেই স্ত্রী লক্ষ্মী ও এক ছেলে কৃষ্ণ প্রধানকে নিয়ে বসবাস করতেন সন্তোষ প্রধান নামে ওই ব্যক্তি। প্রায় ১০ বছর আগে স্ত্রী মারা যায়। একমাত্র ছেলে বিয়ে করেছিল। বৃদ্ধ বাবা কে ফুঁসলিয়ে সামান্য যেটুকু পৈতৃক সম্পত্তি ছিল সেটা বিক্রি করে বাবাকে দূরে সরিয়ে দিয়ে স্ত্রী কে নিয়ে অন্যত্র বসবাস শুরু করে। এমত অবস্থায় বৃদ্ধ সন্তোষ প্রধান কে বেশকিছু দিন তাঁর এক ভাইপো দেখাশোনা করতো।অবশেষে বৃদ্ধ'র শেষ সম্বল যা কিছু ছিল তা আত্মসাত করে বাড়ি থেকে বের করে দেয় বলে অভিযোগ।এরপর একাকী বৃদ্ধ'র মেলেনি বার্ধক্য ভাতা কিংবা কোন সরকারী সুযোগ সুবিধা। এমত অবস্থায় বৃদ্ধ দিশেহারা হয়ে পড়েন।পাড়া প্রতিবেশীরা যখন যা দেয় তাই খেয়ে অর্ধাহারে কখনও বা অনাহারে কোন রকমে প্রাণে বেঁচে রয়েছেন। বৃদ্ধ সন্তোষের করজোড়ে আবেদন যদি কেউ একটু সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়, তাহলে হয়তো যেকটা দিন বাঁচবো ভালো ভাবে বাঁচতে পারবো।আর পারছি না!যদি কোন বৃদ্ধাশ্রমেও ঠাঁই হয় সেই আবেদন জানিয়েছেন'।বৃদ্ধ'র এমন মর্মান্তিক পরিনতি তে মর্মাহত এলাকার বাসিন্দারা।তাঁদের দাবী,আমাদেরও তো গরীবের সংসার,যতক্ষণ পারি ততক্ষণই বৃদ্ধকে সাহায্য সহযোগিতা করি।তবে কোন সংস্থা,সংগঠন কিংবা সরকারী ভাবে বৃদ্ধকে যদি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া হয় তাহলে হয়তো কষ্ট–যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে পারেন তিনি।

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৮ বর্ষ, ৪১ সংখ্যা, ১০ আগস্ট – ১৬ আগস্ট, ২০২৪

পালা বদলের পালা

পাকিস্তানের নিপীড়ন থেকে বাংলাদেশের সৃষ্টি ছিল ভারতের মুক্তি সেনাদের অর্জন। বিগত এক পক্ষকালের তথাকথিত 'গণ অন্দোলন' এর 'স্বাধীনতা'র যে বিভৎস, নিষ্ঠুর, অশ্লীল রূপ বিশ্বব্যাপী প্রত্যক্ষ করল তা বাস্তবিক অর্থেই বিরল। মৌলবাদীদের ভয়ঙ্কর তাণ্ডব সংখ্যালঘু করে দেওয়া হিন্দু,বৌধ, খ্রীষ্টানদের শুধু সম্পত্তি ধ্বংস নয়, লুঠ, মানসম্মান প্রাণহানি নয়, তাদের ধর্মীয় উপাসনা স্থল জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। কোন ধর্মপ্রাণ ইসলাম ধর্মালম্বী মদত দিতে পারে না। সামাজিক মাধ্যমে বিশ্ববাসী দেখেছে একটা প্রতিবাদী আন্দোলনকে কত সহজে বিপথে চালিত করা যায়। জনসমক্ষে তাদের, 'হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি' বঙ্গবন্ধুর মূর্তিতে, ছবিতে মুত্রত্যাগ দৃশ্য, বঙ্গবন্ধুর সংগ্রশালায় আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া, সদ্য পদত্যাগী প্রধান মন্ত্রীর বাসগৃহে লুঠপাঠ, অর্ন্তবাস নিয়ে যুবকদের প্রকাশ্যে উন্মাদনকে এবং সেই ছবি ভাইরাল করা কখনই বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ছাত্র আন্দোলন' এর তকমা দেওয়া যায় না। বিদেশী শক্তির মদত অচেনা এ অরাজগতার বাংলাদেশে স্পষ্ট। অতীতের ইতিহাস বলছে স্বৈরাচারী শাসক কিংবা মৌলবাদী নায়ক যারা নিজেদের স্বার্থে তৈরি করে পরবর্তী সময়ে সেই স্বৈরতান্ত্রিক কিংবা মৌলবাদীদের ধ্বংস করেছে তারাই।

প্রতিবেশী ভারত যথেষ্ট দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করবে আশা করা যায়। ১৯৪৭ সালের দেশ ভাগ ও দলত্যাগ বাংলা এবং পাশ্চাত্যের ক্ষেত্রে সমার্থক হয়ে উঠেছিল। ১৯৭১ সাল এবং পরবর্তী কালেও হিন্দু শরণার্থীরা পূর্বপুরুষদের ভিটে মাটি ছেড়ে ভারতের স্মরণাপন্ন হয়েছে বার বার। নেহেরু, মাউন্ট ব্যাটন, জিন্না প্রমুখের উদগ্র বাসনায় ভারতীয় উপমহাদেশের সাধারণ মানুষ হিংসার বলি হয়েছে। পালা বদলের বাংলাদেশ আজ 'বাংলাদ্বেষ'–এ পরিণত হয়েছে। যেখানে বাংলা ভাষার আন্দোলন বাংলাভাষীদের আর্ন্তজাতিক করেছে। সেখানে সেই ইয়াহিয়া খানের ছায়া ক্রমশ বিস্তার লাভ করছে। হাসিনার অপশাসনের জবাব কখনই বাঙালী জাতি সত্ত্বার মূল কাঠামোকে আহত করতে পারে না। ৩০ লক্ষ বাঙালির রক্তে রাঙানো বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ নতুন সরকারের অধীনে এগিয়ে যাক, শান্তি ফিরে আসুক। ড. ইউনূস নতুন বাংলাদেশের অগ্রগতি অক্ষুন্ন রাখতে পারবেন কিনা তা হয়তো কয়েক বছরের মধ্যেই জানা যাবে। বহিঃ বিশ্বে বাংলাদেশের যে ভাবমূর্তি এক পক্ষকালের মধ্যে দেখা গেছে তা প্রত্যেক বঙ্গভাষীকেই লজ্জিত করেছে। গণ উন্মাদনার হাত থেকে বাংলাদেশ স্তিমিত হোক। শান্তি ফিরে আসুক।

যোগবশিষ্ঠ সংবাদ

'উৎপত্তি প্রকরণ'

তারপর ব্রহ্মা বিসূচীকা মন্ত্র উচ্চারণ করে প্রস্থান করলেন। সূচাগ্র পরিমান শরীর পেয়ে কর্কটীর মনে হল, উদর না থাকায় সে তো খাদ্য উদরস্থ করতে অক্ষম।

বাল্মীকি বললেন, ইত্যবসরে স্বায়ংকাল উপস্থিত হলে সভাবিরতি হল, সকলে পরস্পর প্রতিনমস্কার জানিয়ে বিদায় নিলেন। পরদিন যথাসময়ে সকলের উপস্থিতিতে আবার সভা আরম্ভ হল।

বশিষ্ঠ বললেন, কর্কটীর অন্তরে হাহাকার ছেয়ে গেল, সে অতি বুদ্ধিহীনতার কাজ করেছে। বান্ধব–বর্জিত, অতি সূক্ষ্ম দেহ, শক্তিহীন, উপাদেয় খাদ্যের অভাব এবং পূর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট জীবন প্রভৃতি তাকে পীড়া দিতে লাগল। নীচ তপস্যায় সে এমন দুর্দশায় বন্ধ হয়েছে। সে সুদীর্ঘকাল কঠিন তপস্যায় রত হয়ে ক্রমে আত্মভাবনায় পবিত্রতা অনুভব করতে লাগল। তার সেই পবিত্র তপস্যায় সমস্ত দেবকুল যথেষ্ট প্রভাবিত হলেন, স্বয়ং ব্রহ্মা তাকে বর দিতে চাইলে কর্কটা বলল, আমি আত্মসুখে ডুবে বেশ আছি, আমার আর কিছুরই প্রয়োজন নেই, আমার বাসনা এই যে, আমি এখন এই অবস্থায় অনন্ত কাল স্থিত থাকি। ব্রহ্মা বললেন, বৎস ! তুমি পুনরায় রাক্ষস প্রকৃতি অবলম্বন করে গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য সামান্য হিংসা বৃত্তি গ্রহণ ক'রে কিছুকাল জগৎ ভোগ কর, তারপর ভোগ–প্রারব্ধ ক্ষয় ক'রে নির্বাণ লাভ ক'রবে। অনিবার্য্য নিয়তি বশে এমনই হবে। কর্কটা ভাবল এই যদি প্রজাপতি ব্রহ্মার বিধান হয় তাতেই বা কি ক্ষতি–বৃদ্ধি? অবশেষে সে পুনরায় তার পূর্ব শরীর লাভ করল, কিন্তু আত্মবোধ উদিত হওয়ায় তার প্রাক্তন রাক্ষসোচিত ভোগ–লালসা আর রইল না। সে নিরন্তর ধ্যানমগ্ন হয়ে কালাতিপাত করে। ছয় মাস সমাধিস্থ থাকার পর সমাধি হতে উত্থিত হয়ে ক্ষুধা অনুভব করায় সে চিন্তা করতে লাগল অনার্য্যসেব্য খাদ্য তো সুস্বাদু নয়ই বরং তা বিষতুল্য মারক। তার চেয়ে বরং দেহত্যাগ করাই শ্রেয়, দেহধারণ এবং দেহত্যাগের মধ্যে পার্থক্যই বা কি! আত্মজ্ঞানের উদয়ে দেহ এক ভ্রমবোধ ভিন্ন তো আর কিছুই নয়। এমন সময়ে পবনদেব দয়ার্ত্ত হৃদয়ে তাকে উপদেশ করলেন, হে কর্কটি। তুমি আত্মবোধসম্পন্ন হয়েছ। তুমি এখন অজ্ঞানজনে তত্ত্বজ্ঞানে উদ্বুদ্ধ কর, মহাজনেরা তেমনই করেন। জ্ঞানদান করা সত্ত্বেও কেউ যদি ঘোর অবিদ্যায় মত্ত থাকে, তবে জানবে নাশপ্রাপ্ত হওয়াই তাদের ভবিতব্য। তেমন প্রাণীকে খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করলে তোমার ক্ষুধা নিবৃত্তি হবে, এতে তোমার কোন হিংসা বা দোষের অবকাশ থাকবে না।

উপদেশ অনুসারে কর্কটী মনুষ্য সমাজে উপস্থিত হল। তখন অন্ধকারাচ্ছন্ন রাত্রিতে রাজা বিক্রম এবং রাজ্যের মন্ত্রী ছদ্মবেশে রাজ্য–নজরদারী ক'রছেন। ককটা তাদের পরীক্ষা করার জন্য অনেক প্রশ্ন করল, কে এক হয়েও বহু, অণু পরিমিত হলেও কার মধ্যে ব্রহ্মাণ্ড বিলীন হয়, আকাশ হয়েও কে আকাশ নন, সর্বগামী হয়েও কে গমনামন রহিত,

উপস্থাপক : শ্রী সুদীপ্তচন্দ্র

ফেসবুক বার্তা

ক্ষুদিরাম ও স্বাধীনত্তোর পর্ব

নরেন্দ্রনাথ কুলে

স্বাধীন ভারত। ১৯৪৯ সালে ২ এপ্রিল বিহার কংগ্রেসের রাজনৈতিক অধিবেশন। প্রধানমন্ত্রী আসছেন তার উদ্বোধনে। সাধারন মানুষের দাবিমত মজঃফরপুরে নির্দিষ্টস্থানে ক্ষুদিরামের মর্মরমূর্তি উন্মোচনের ভিত্তিপ্রস্তর প্রধানমন্ত্রী নেহেরুকে দিয়ে উদ্বোধন করার কথা। প্রধানমন্ত্রী রাজিও হয়েছিলেন। কিন্তু অনুষ্ঠানের দিন হাজার হাজার মানুষ যখন জড়ো হয়েছেন, ঠিক সেই মুহূর্তে তিনি আসতে অস্বীকার করেন। কারণ, ক্ষুদিরাম ছিল সশস্ত্র বিপ্লবী। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এল যখন আপোষকামী নেতাদের হাত ধরে, তখন স্বাধীনতা আন্দোলনে আপোষহীন বিপ্লবীদের স্মরণে তাদের মর্যাদাহানি হয় বইকি। কিন্তু এই সশস্ত্র বিপ্লব না থাকলে আজকের এই স্বাধীনতাও এভাবে আসত না। একটি ঘটনা উল্লেখ করলেই বোঝা যাবে।

১৯৫৬ সালে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি এবং বাংলার অস্থায়ী রাজ্যপাল ফণিভূষণ চক্রবর্তীর এক চিঠি থেকে জানা যা আমি যখন ১৯৫৬ সালে অস্থায়ী রাজ্যপাল ছিলাম, তখন যিনি আমাদিগকে স্বাধীনতা দিয়া ভারত হইতে ইংরাজ শাসন সরাইয়া লইয়া গিয়াছিলেন, সেই লর্ড এটলি ভারত ভ্রমণে আসিয়া ২দিন রাজভবনে অবস্থান করেন। তখন তাহার সঙ্গে আমার ইংরাজের ভারত হইতে চলিয়া যাইবার প্রকৃত কারণ সম্বন্ধে দীর্ঘ আলোচনা হইয়াছিল। আমি তাহাকে সরাসরি প্রশ্ন করিয়াছিলাম যে, গান্ধীর Quit India আন্দোলন তো ১৯৪৭ সালের বহু পূর্বেই মিয়াইয়া গিয়াছিল, ১৯৪৭ সনে এমন কোনো পরিস্থিতি ছিল না যাহার জন্য ইংরাজদের তাড়াহুড়ো করিয়া এদেশ ছাড়িয়া যাওয়ার প্রয়োজন ঘটিয়াছিল। তবে তাহারা গেল কেন? উত্তরে লর্ড এটলি কয়েকটি কারণের উল্লেখ করিয়াছিলেন। সেগুলির মধ্যে প্রধান ছিল নেতাজী কর্তৃক ভারতের স্থলবাহিনী ও নৌবাহিনীর সঙ্গে যুক্ত দেশীয় সেনানীদের ইংরাজ শাসনের প্রতি আনুগত্যের ভিত্তি শিথিল করিয়া দেওয়া। আলোচনার শেষের দিকে আমি লর্ড এটলিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম ইংরাজদের ভারত ত্যাগের সিদ্ধান্তে গান্ধীর কার্যকলাপের প্রভাব কতটা ছিল? এই প্রশ্ন শুনিবার পর এটলির ওষ্ঠদ্বয় একটি অবজ্ঞাসূচক হাস্যে বিস্তৃত হইল এবং তিনি চিবাইয়া চিবাইয়া বলিলেন mi- ni- mal।

স্বাধীনতা উত্তর কালের শাসক চাইবে আপোষহীন সংগ্রামের ইতিহাস মুছে দিতে। সে কথা ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদারের লেখা থেকে জানা যায়। —১৯৫২ সালে যখন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী স্বাধীনতা ইতিহাস লেখার জন্য একটি সম্পাদক মন্ডলী নিযুক্ত করে আমাকে তার ডিরেক্টর পদে নিয়োগ করেন, তখনও আমি বিপ্লববাদের ইতিহাস লেখার জন্য জীবিত বিপ্লবী নায়কদের কাহিনী সংগ্রহ করার প্রস্তাব করি। কিন্তু কোন একটি বিশিষ্ট দলের নায়ক ছাড়া আর কারও কাহিনী সংগ্রহ করা হয় না। এর কারণস্বরূপ বলা হয়েছিল যে, বিভিন্ন লোকের কাহিনী সংগ্রহ করলে তাতে গোলোযোগ ও বিভ্রান্তির সৃষ্টি হবে। আমি এর উত্তরে বলেছিলাম, এইরূপ বিভিন্ন কাহিনী একত্র করলেই তা থেকে বিপ্লবের প্রকৃত ইতিহাস সংগ্রহ করা সম্ভব হবে। কিন্তু এ যুক্তি গ্রাহ্য হয়নি। তাই স্বাধীনতার ইতিহাস সরকার তাঁর নিজের মতো করে যে রচনা করেছে ঐতিহাসিকের কথা থেকে তা পরিষ্কার।

আর এ ব্যাপারে আজকের সরকারের ভূমিকা কী হতে পারে ? স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় বি জে পি ছিল না। ছিল হিন্দু মহাসভা ও আর এস এস। আজাদ হিন্দ বাহিনী যখন লড়ছে, বিপ্লবী ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী তদানীন্তন আর এস এস প্রধান হেডগেওয়ারের কাছে অনুরোধ করেন ভারতে ব্রিটিশ বিরোধী অভ্যুত্থানে নেতাজীকে সংঘ যেন সাহায্য করে। কিন্তু হেডগেওয়ার নেতাজীকে সাহায্য করতে অস্বীকার করেন। তখন শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদকে সহায়তা করার জন্য বলেন,বঙ্গদেশকে রক্ষা করিবার জন্য একটা গৃহ–বাহিনী গঠনের অধিকার আমাদের দেওয়া হউক। অর্থাথ হিন্দু মহাসভার সমর্থন ব্রিটিশকে, নেতাজীকে নয়। ৪২ এর আন্দোলন সম্পর্কে শ্যামাপ্রসাদজী বলেন, আমি মনে করি না, গত তিন মাসের মধ্যে যেসব অর্থহীন উচ্ছৃঙ্খলতা ও নাশকতামূলক কাজ করা হয়েছে, তার দ্বারা আমাদের দেশের স্বাধীনতা লাভ হবে। দেশের স্বাধীনতা আন্দোলন সম্পর্কে আর এস এস নেতা গোলওয়ালকার নেতা কি বলেছেন। তিনি বলেছেন, ব্রিটিশ বিরোধীতাকে ভাবা হচ্ছে দেশপ্রেম ও জাতীয়বাদের সমার্থক। এই প্রতিক্রিয়াশীল দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের সমগ্র স্বাধীনতা আন্দোলন, তার নেতৃবর্গ ও সাধারণ মানুষের উপর বিনাশকারী প্রভাব ফেলেছিল। অর্থাথ ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলন আর এস এস–এর কাছে একটি প্রতিক্রিয়াশীল আন্দোলন।

'একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি /হাসি হাসি পরব ফাঁসি দেখবে ভারতবাসি। এই গান একদিন যেমন প্রত্যেক বাঙালির হৃদয়কে ভারি করেছে, আজও তার ব্যতিক্রম হয়নি। আবেগে সবার চোখ ভাসে অশ্রুজলে। তাঁর আত্মবলিদানে একদিন সারা দেশের বিপ্লবীদের এগিয়ে যাওয়ার সাহস দিয়েছে। দেশের জন্য আত্মবলিদানের আগুন জ্বেলে দিয়েছে সারা দেশে। তবে তাঁর আত্মবলিদান স্বাধীন ভারতে তবু এক ধরণের শিক্ষিত অশিক্ষিত মানুষের কাছে মর্যাদা নেই। তাই অনেক জায়গায় তাঁকে কোট করে উপদেশের সুরে বলতে থাকে, বার খেয়ে ক্ষুদিরাম হয়োনা। আসলে কেউ কখনও পরের উপকার বা অন্যের জন্য প্রতিবাদ করতে গেলে এই কথা শুনতে পাওয়া যায় এখনো। এমন মানুষের তাঁর নিজের চর্চা ও চিন্তাভাবনার দীনতা ছাড়া আর কিছু নয়। আসলে এই দীনতা আসে দেশের প্রকৃত স্বাধীনতার ইতিহাস না জানার জন্য। দেশের প্রকৃত স্বাধীনতার ইতিহাস তদানীন্তন শাসক মানুষের কাছেও তুলে ধরতে চাননি, তা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। আসলে প্রত্যেক শাসকই তাঁর নিজের মহত্ত্বকে তুলে ধরতে চায়। তখন কারো অবদানকে ছোট করতে হয় বা কারো কথা উহ্য রাখতে হয়। তাই ক্ষুদিরাম কোথাও সন্ত্রাসবাদী আবার কোথাও অপরিণত বয়সের আবেগে ভেসে যাওয়া বালক বলে পরিচিতি পেয়েছে। সন্ত্রাসবাদী পরিচয় ব্রিটিশের কাছে, কিন্তু এ দেশের মানুষের কাছে নয়। অথচ ব্রিটিশের কথাকে মান্যতা দিয়েছেন এ দেশের আপোষকামী নেতৃত্ব। আর আবেগে যদি ক্ষুদিরাম ভেসেছিল, তা সে দেশের জন্যই। দেশের জন্য আবেগে ভেসে আত্মবলিদান দেওয়ার মহত্ত্ব বড়ো করে দেখাতে গেলে তদানীন্তন শাসক নেতৃত্বের ত্যাগের বড়াইটা হয়তো চুপসে যায়। আর অপরিণত বয়সের আবেগ যদি থাকত পুলিশের হাতে ধরা পড়ার পর প্রাণের ভয়ে অন্য বিপ্লবীদের ধরিয়ে দিতে পারত। তা কিন্তু করেনি ক্ষুদিরাম। তাই দেশের জন্য তাঁর আবেগ অপরিণত ছিল না। আজকে এই সময়ে দেশের জন্য আবেগের কথা নেতাদের গলায় অহরহ শোনা যায়। কিন্তু সেই আবেগের মধ্যে দেশের জন্য তাঁদের ত্যাগের আবেগ–যে কতটা তা সকলেরই জানা।

তাই দেশের জন্য আবেগ আর ত্যাগের মেলবন্ধনের আদর্শে ক্ষুদিরামের চর্চা আজ ভীষণ জরুরি

ঋণ–১.অগ্নিযুগ–সম্পাদনা–শৈলেশ দে/পূর্ণ প্রকাশন।

২. ক্ষুদিরাম – সম্পাদক মণ্ডলী– শৈলেশ দে, মানিক মুখোপাধ্যায়, সৌমেন বসু/সারাবাংলা ক্ষুদিরাম শতবর্ষ কমিটি।

সেকুলার দলের মন্ত্রী কি মনে প্রাণে মৌলবাদী!

নির্মল গোস্বামী

ফিরহাদ হাকিম কলকাতার মহানাগরিক এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একজন প্রভাবশালী মন্ত্রী। তিনি মমতার ডান হাত হয়তো হতে পারেননি। কিন্তু সবসময় বাম হাত হিসাবে বিরাজিত থেকেছেন বা এখনও আছেন। তার দপ্তরের সাম্প্রতিক কার্যকলাপ বলে দিচ্ছে, তিনি তার সামলাতে হিমসিম খাচ্ছেন। কলকাতায় যেভাবে রমরমিয়ে বেআইনি বাড়ির রমরমা হয়েছে তা তাঁর কাজের সাফল্যের বার্তা বহন করেনা। উপরন্তু মেটিয়াবুরুজে নির্মীয়মান বাড়ি ভেঙে পড়ার পর পৌর দপ্তর বা পৌরসভার কাজের স্বচ্ছতা নিয়েও নানা প্রশ্ন উঠেছে।একের পর এক ব্যর্থতা অন্যের ঘাড়ে ঠেলে দিয়ে মাঝে মাঝে মুখে বানী বর্ষণ করছেন যা শুনে গরিমা নষ্ট হচ্ছে মেয়র ও মন্ত্রী পদের। সম্প্রতি গোদের উপর বিষ ফোঁড়ার মতো তিনি ইসলাম ধর্ম প্রচারের দায়িত্ব ভার নিজ কাঁধে তুলে নিয়েছেন। সমাজ মাধ্যমে একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। ফিরহাদ বলে যে তিনি ভাগ্যবান যে তিনি মুসলিম ঘরে জন্মগ্রহণ করেছেন। ইসলাম ধর্ম যারা গ্রহণ করেনি সেই সব অন্য ধর্মের লোকেরা সব হতভাগ্য। তাদের জন্য তিনি দুঃখ প্রকাশ করে বলেছেন, যে তাদের দাওতে ইসলাম দিয়ে ইসলামের আওতায় আনতে হবে।

আমার ধর্মটাই শ্রেষ্ঠ, বাকি সব নিকৃষ্ট। আমার ধর্মটাই সত্য, বাকি সব মিথ্যা। এই বোধ থেকেই জন্ম নেয় ধর্মান্ধতা এবং উগ্রমানসিকতা। ইসলামে যা অধিক পরিমানে আছে। অতীতের ইতিহাসে দেখা গেছে এই ভারতের ইসলামিক শাসকরা এই বোধে উন্নতি হয়েই শত শত দেবালয় ধ্বংস করছেন, সম্পদ লুট করছেন, হাজার হাজার মানুষ খুন করেছেন। ১৯৪৬ খ্রী: সুরাবর্দী বাংলার শাসক, কলকাতায় ডাইরেক্ট অ্যাকশানের ডাক দিল মুসলিম লিগ। সে দিন অস্ত্র হাতে যারা নিরীহ নিরাপরাধ হিন্দুদের কচুকাটা করতে রাস্তায় বের হয়েছিল তাদের মনেও এই বোধ ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে, অ–ইসলাম যারা তারা কাফের। তাদের মারলে কোনও পাপ নেই। উল্টে যেহেস্তে পুরস্কৃত হবে। পরের ইতিহাস সবার জানা। আমরা সে দুঃখ স্মৃতিকে ভুলে গেছি। স্বাধীন ভারতে গণতান্ত্রিক সেকুলার রাষ্ট্রে বাস করছি নির্ভয়ে। আবার পশ্চিমবঙ্গ বর্তমানে সেকুলারিজমের যদি সুপারলেটিভ ডিগ্রি বলে কোনও শব্দ থাকে তাই। বঙ্গবাসীরা মুখ্যমন্ত্রীর দেওয়া ১১৫টি 'শ্রী' প্রকল্পের কল্যাণে অতি সুখে কাল অতিবাহিত করছে সম্প্রিতির পরিবেশে। সম্প্রতি লোকসভার নির্বাচনে বঙ্গবাসী যে মমতার সঙ্গে আছে তাও প্রমানিত হল। এহেন সময় হঠাৎ করে মন্ত্রী ফিরাহাদের মন কেন মুসলিমদের জন্য কেঁদে উঠল? তবে কি মন্ত্রীত্ব চলে গেলে অর্থ উপার্জনের একটা বিকল্প পথ খুলে রাখার চেষ্টা? তা না হলে হঠাৎ করে তিনি ইসলাম প্রচারে পথে নামতে গেলেন কেন? ফিরহাদ সাহেবকে প্রশ্ন করতে ইচ্ছা করে বিভিন্ন রাজ্যে বা দেশে বা পৃথিবীতে ইসলাম ধর্মাবালম্বীরা কি অন্য ধর্মের মানুষদের থেকে খুব সুখে আছে?

তাহলে না হয় আপনার দরদের একটা কারণ খুঁজে পাওয়া যেত। এই মুহূর্তে লক্ষ লক্ষ মুসলিম প্রাণ হারিয়েছে গাজায়। ইসলাম তাদের প্রাণ বাঁচাতে পারানি। পাশের দেশে সম্প্রতি শত শত ছাত্র প্রাণ হারাল। ইসলাম তাদের রক্ষা করল কি? আমাদের দেশের বিষয়ে আসা যাক। আমাদের রাজ্যের দারিদ্রতার হার বেশী মুসলিমদের মধ্যে। অশিক্ষার হারও বেশি তাদের মধ্যে। এই যদি আর্থ–সামাজিক চিত্র হয় ইসলামে ধর্মাবলম্বীদের তবে কীসের আকর্ষনে অন্য ধর্মের লোকেদের ইসলামে যোগদিতে ডাকছেন? একই দেশে একই অর্থনীতি, একই আইন, একই সংবিধান। অথচ ইসলাম আর গড়–ইসলাম জন গোষ্ঠির মধ্যে এত ফারাক কেন? ফিরহাদ বাবুকে অনুরোধ যে অমুসলিমদের জন্য না ভেবে একটু নিজ ধর্মের লোকেদের জন্য ভাবুন। যাতে তাদের আর্থ সামাজিক উন্নয়ন ঘটাতে পারেন। মুখ্যমন্ত্রীর এতো প্রকল্প, তবুও মুসলিম সমাজ এতো পিছিয়ে কেন? এর বিশ্লেষন করে তাদের উন্নয়ন ঘটিয়ে তারপর নয় অ–মুসলিমদের জন্য ভাবলেন।

ইসলাম ধর্মতত্ত্ব গভীর ভাবে জানা নেই। এবং ফিরহাদ বাবুও তার উল্লেখ করেননি। তাই সে আলোচনা থাক। ফিরহাদ বাবু কি জানেন যে, তাঁর কর্পোরেশনের অন্তর্গত সিমলা বলে একটা জায়গা আছে। সেখানকার ঐতিহাসিক দত্ত বাড়ির এক ছেলে ১৯৯৩ খ্রী: শিকাগোতে আয়োজিত বিশ্বধর্ম সম্মেলনে অনাহূত অতিথি হিসাবে গিয়ে পরপর কয়েকদিন ধর্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়েছিলেন। সেই সভায় স্বমহিমা এবং গরিমা ইসলাম এবং খ্রীষ্টান ধর্মের প্রতিনিধি রাও বক্তৃতা দিয়েছিলেন নিজ নিজ ধর্মের মহিমা কীর্তন করে। কিন্তু সভায় উপস্থিত মণ্ডলী শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা পরিয়ে দিয়ে ছিলেন সেই অনামী তরুণ অর্বাচীন সন্ন্যাসীর মাথায়। অথচ আশ্চর্যের বিষয় হল যে সেই সন্ন্যাসী কখনও বলেনি যে আমার ধর্ম শ্রেষ্ঠ, আর সব ধর্ম মিথ্যা। তিনি অন্য ধর্মমতকে খণ্ডন করার জন্য কোনও যুক্তি জাল বিস্তার করেননি। উল্টে তিনি বলেছিলেন যে আমি এমন একটা ধর্মের প্রতিনিধিত্ব করছি যে ধর্ম অন্য সমস্ত ধর্মকে সত্য বলে বিশ্বাস করে। তবুও সেদিন গোটা ইউরোপ সেই সন্ন্যাসীকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে মেনে নিয়েছিল। তারা বেদান্তকে জানার জন্য দলে দলে সেই সন্ন্যাসীর কাছে ভীড় করেছিল। সেই সন্ন্যাসী সেই সভায় একটা গল্প বলেছিলেন– গল্পটা ছিল 'কুয়োর ব্যাঙ আর সাগরের ব্যাঙের গল্প।' পাঠকরা গল্পটা জানে তাই আর বিষদে ব্যাখ্যা করলাম না। এরপরও যদি কেউ গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়লের মতো নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার করে, করুক। ব্যক্তি কোনও মুসলিম তার ধর্মের গুনগান গাইবে ভালো কথা। কিন্তু একজন মন্ত্রী যখন দাওতে ইসলাম মানে অন্য ধর্মের লোকেদের ইসলামের শামিল করার ডাক দেয়, তখনই ভয় হয়। কারণ ইসলামে শামিল করার জন্য হাতে তলোয়ার নেবে না ফুলের মালা নেবে তা জানা নেই। তবে অতীতের অভিজ্ঞতা তিক্ত। এ আর একটা বঙ্গভাগের আভাস নয়তো! কারণ নেতারা কোন কথা বিনা কারণে বলেন না। তারা শান্ত পুকুরে চার ছুড়ে দিয়ে দেখেন মাছ এল কিনা। ববি হাকিম কি সেরকম চার ফেলে দেখতে চাইছেন?

দেশ দেশান্তরে

অনুপ্রবেশকারী ইউক্রেনের সেনাদের সঙ্গে রুশদের লড়াই

সুমন্ত ভৌমিক

ইউক্রেনের সেনা ও কিয়েভপন্থী যোদ্ধারা কুরস্ক অঞ্চলের গভীরে ঢুকতে চেয়েছিল। কিন্তু তাদের সেই চেষ্টা ঠেকিয়ে দেওয়া হয়েছে। রাশিয়ার সীমান্তবর্তী কুরস্ক অঞ্চলে বুধবারও ইউক্রেনের সেনা ও কিয়েভপন্থী যোদ্ধারা অনুপ্রবেশ করেছেন বলে জানা যায়। সেখানে রুশ সেনা এবং অনুপ্রবেশকারী ইউক্রেনের সেনা ও কিয়েভপন্থী যোদ্ধাদের মধ্যে তীব্র লড়াই হয়েছে। বুধবার রুশ সেনারা ইউক্রেনের সাতটি ট্যাংক, সেনা সদস্যদের পরিবহনের আটটি গাড়ি, তিনটি পদাতিক বাহিনীর গাড়ি ও ৩১টি যুদ্ধ–সংশ্লিষ্ট গাড়িসহ মোট ৫০টি গাড়ি ধ্বংস করেছে বলে খবর। রাশিয়ার দক্ষিণ–পশ্চিমের সীমান্তবর্তী অঞ্চলটিতে বুধবার নিয়ে টানা দুদিন এই ধরনের ঘটনা ঘটল। কিয়েভপন্থী যোদ্ধারা কুরস্ক অঞ্চলের কয়েকটি গ্রাম এখনো দখল করে রেখেছেন।

২০২২ সালের ফেব্রুয়ারি ইউক্রেন হামলা শুরুর পর এখন পর্যন্ত রাশিয়ার সীমান্তবর্তী অঞ্চলে কিয়েভপন্থী যোদ্ধাদের অনেকগুলো অনুপ্রবেশের ঘটনা ঘটেছে। ইউক্রেনের সেনা ও কিয়েভপন্থী যোদ্ধাদের কুরস্ক অঞ্চলে অনুপ্রবেশকে 'বড় ধরনের উসকানি' বলে মন্তব্য করেছেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। এসব যোদ্ধাদের ইউনিটের মধ্যে রাশিয়ান ভলান্টিয়ার কর্পস এবং ফ্রিডম অব রাশিয়া লিজিয়ন অন্যতম। রাশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র মারিয়া জাখারোভা বুধবার নিজেদের ভূখণ্ডে কিয়েভপন্থী যোদ্ধাদের অনুপ্রবেশের ঘটনাকে 'সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড' বলে মন্তব্য করেছেন। তবে কখন কখন ইউক্রেনের সেনারাও রুশ ভূখণ্ডে অনুপ্রবেশ করেছে বলে দাবি করেছে মস্কো।

সিনওয়ারকে হত্যার অঙ্গীকার ইসরায়েলের

গত সপ্তাহে হানিয়া হত্যাকাণ্ডের পর ইসরায়েলের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে ইরান। এতে পুরো মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ বাধার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। গত বছরের ৭ অক্টোবর ইসরায়েলে ফিলিস্তিনি স্বাধীনতাকামী সংগঠনটির নজিরবিহীন হামলার মূল পরিকল্পনাকারী হিসেবে ধরা হয় সিনওয়ারকে। চরম উত্তেজনাকর এমন একটি সময়ে নিজেদের সামরিক শাখার প্রধান সিনওয়ারকে সংগঠনের প্রধান হিসেবে নিয়োগ দেয় হামাস। ইরানের তেহরানে গুপ্তহত্যায় ইসমাইল হানিয়া নিহত হওয়ার পর তাঁর উত্তরসূরি হামাসের নতুন প্রধান ইয়াহিয়া সিনওয়ারকে হত্যা করার অঙ্গীকার করেছে ইসরায়েল। ২০১৭ সাল থেকে গাজায় হামাসের কর্মকাণ্ড পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন সিনওয়ার। কিন্তু ৭ অক্টোবর ইসরায়েলে হামলার পর থেকে তাকে আর দেখা যায়নি। বুধবার ইসরায়েলের একটি সামরিক ঘাঁটিতে ব্রিফিংয়ে দেশটির প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু বলেন, ইসরায়েল আত্মরক্ষায় বদ্ধপরিকর। সেনাবাহিনীতে নতুন নিয়োগ পাওয়া সদস্যদের উদ্দেশে তিনি বলেন, আমরা নিজেদের রক্ষা ও আক্রমণ–উভয়ের জন্য প্রস্তুত। লেবাননে হামাসের মিত্র সশস্ত্র সংগঠন হিজবুল্লাহও সিনওয়ারের নিয়োগকে স্বাগত জানিয়েছে। হিজবুল্লাহ বলেছে, হামাসের নেতা ও কর্মকর্তাদের হত্যা করে নিজেদের লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে শত্রুরা। হামাসের একজন জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা এএফপিকে বলেন, সিনওয়ারকে সংগঠনের প্রধান করার মধ্য দিয়ে এ বার্তাই দেওয়া হয়েছে যে হামাস তার প্রতিরোধ আন্দোলন থেকে পিছু হটবে না।

পাঠকের কলমে

স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়মিত ডাক্তার থাকে না

হাওড়া জেলার আমতা থানার আমতা ১নং ব্লক র অন্তর্গত অতিপ্রাচীন রসপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র(বর্তমানে রসপুর প্রাথমিক সুস্বাস্থ্য কেন্দ্র)। একটা সময় রসপুর ও তার আশেপাশের প্রায় ১০/১৫ টি গ্রামের রোগীদের প্রধান ভরসাস্থল ছিল এই হাসপাতাল। তখন হাসপাতালের ইনডোর ও আউটোডর দুটি বিভাগই চালু ছিল। ইনডোর বিভাগটি বহু বছর পূর্বেই উঠে গেছে। বর্তমানে শুধু বহির্বিভাগ চালু আছে (সকাল ১০ টা থেকে দুপুর ২ টা পর্যন্ত)। বর্তমানে এই হাসপাতালে ডাক্তার আসেন সপ্তাহে মাত্র একদিন। এই হাসপাতালের নিকটবর্তী অনেকগুলি সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়া ছাত্র–ছাত্রী কিংবা শিক্ষক–শিক্ষাকাদের চিকিৎসার সুযোগ মেলে না ডাক্তার না থাকায় এবং আউটডোরটি দুপুর ২ টার পর বন্ধ হয়ে যাওয়ায়। কার্যত রসপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের চিকিৎসা পরিসেবা খুবই হতাশাজনক। এলাকার মানুষের দাবী; হাসপাতালের ইনডোর বিভাগ পুনরায় চালু হোক এবং আউটডোর বিভাগে যেন নিয়মিত ডাক্তার থাকে।

অসীম কুমার মিত্র
রসপুর, আমতা, হাওড়া

সমস্ত বক্তব্য পাঠকের নিজের, এতে সম্পাদক বা কর্তৃপক্ষ দায়ী নয়।

উত্তরের আঙিনায়

উড়ালপুল ও নিয়োগের দাবিতে স্মারকলিপি প্রদান

জয়ন্ত চক্রবর্তী, শিলিগুড়ি: ৬ অগাস্ট ২০২৪ বহু স্মৃতি বিজরিত শিলিগুড়ি টাউন স্টেশন চত্বরে একদিকে শিলিগুড়ি পুর কর্পোরেশনের ১৮ নম্বর ওয়ার্ড সুভাষপল্লী অথবা বাগরা কোর্ট অন্যদিকে ২৮ নম্বর ওয়ার্ড টিকিয়াপাড়া অথবা দেশবন্ধু পাড়া। এই দুইয়ের মাঝখানে রেল লাইন যুগ যুগ ধরে এক ভয়ানক বিভীষিকা। দীর্ঘকাল ধরে রেল কর্তৃপক্ষ বলে আসছেন যে এখানে উড়ালপুল করা হবে। অবিলম্বে সেই ব্যবস্থা করার দাবিতে এবং ধারাবাহিক ট্রেন দুর্ঘটনা মানুষকে আতঙ্কিত করছে এ ব্যাপারে রেল কর্তৃপক্ষ যাতে সচেতন হয় এবং তার সাথে সমগ্র রেল দপ্তরে প্রয়োজনীয় শূন্য পদে লোক নিয়োগের দাবি জানিয়ে এক বিক্ষোভ এবং অবস্থান শিলিগুড়ি টাউন স্টেশন চত্বরে সিপিআই দার্জিলিং জেলা কমিটির পক্ষ থেকে দেখানো হয়। বক্তব্য রাখেন সিপিআই এর নেতৃত্ব সুব্রত রক্ষিত, শ্যামসুন্দর দাস প্রমুখ। স্মারকলিপি প্রদান করতে গেলে ওই স্টেশনের স্টেশন ম্যানেজার অনুপস্থিত থাকার কারণে অন্য যারা ছিলেন তারা নিতে অস্বীকার করেন। এ বিষয়ে সিপিআই নেতৃত্ব বিস্ময় প্রকাশ করে। যদিও পরবর্তীতে নিউ জলপাইগুড়ি এডিআরএম দপ্তরে অতিসত্বর যাতে এই স্মারকলিপি দেওয়া হয় সে ব্যাপারে যোগাযোগ করা হয়। অন্যদিকে, এদিনই সিপিআইয়ের পক্ষ থেকে শিলিগুড়ি মহকুমা ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরের আধিকারিককে নিম্নলিখিত দাবি সনদ নিয়ে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। দাবিগুলির মধ্যে ছিল ভূমি রাজস্ব বিভাগের স্থানীয়, ব্লক, মহকুমা অফিসগুলিতে দালাল চক্র বন্ধ করতে হবে দীর্ঘ দিন ধরে বসবাসকারী গরীব মানুষকে জমির পাট্টা প্রদান করতে হবে। সরকারি জমি দখলকারী জমি হাঙরদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নিতে হবে প্রমুখ। দপ্তরের সামনে বক্তব্য রাখেন পার্থ মৈত্র। উপস্থিত ছিলেন অনিমেষ ব্যানার্জি, শ্যামসুন্দর দাস, সুরিন্দর রায়, সুব্রত রক্ষিত প্রমুখ।

বিপ্লবীদের পদধূলি ধন্য প্রাচীন নলদাঁড়ী

প্রথম পাতার পর

একটি ঐতিহাসিক ঘাট। বিশ শতকের প্রথমার্ধে প্রথম দিকের উনিশ শো দশ, বিশ, তিরিশ সালের সময়গুলিতে বিপ্লবীদের যাতায়াতে ছিল এই ঘাটের উপর দিয়ে। সেসময় হোরমিলার কোম্পানির একটা স্টিমার চলত কলকাতার আর্মেনিয়ান ঘাট থেকে মেদিনীপুরের গেঁওখালি পর্যন্ত। স্টীমারটি হুগলি নদীর দুপারে যেসব ঘাট ছুঁয়ে যেত তার মধ্যে নলদাঁড়ি ঘাট একটি। হোরমিলার কোম্পানির স্টিমার বন্ধ হয়েছে ১৯৫৯ সালে। আজও এই ঘাটের গুরুত্ব অপরিসীম। বুড়ুল, চাঁদুয়া, তেলাড়ি, রানিয়া, পাইকান, বাগপোতা, গাজা, প্রভৃতি গ্রামের যাত্রীরা এই খেয়াপথে যাতায়াত করে থাকে। সীমারঘাটা থেকে আরো কয়েকখানি খেয়া নৌকা ছিল, যে খেয়াগুলি নির্দিষ্ট ঘাটের অভাবে আজ বন্ধ হয়ে গেছে। কিছুদিন আগেও বাগান্ডা, বরাগাছি থেকে নলদাঁড়ি ঘাট, রায়পুর থেকে নলদাঁড়ি ঘাট প্রভৃতি খেয়াগুলিও আজ বন্ধ। এককালে প্রচু মাইতির খেয়া ছিল কয়েকখানা। বাগান্ডা বড়গাছির খেয়াটা বন্ধ হয়ে গেছে। ওইখানে একবার পার ধসে গিয়েছিল শুনেছিলাম। তারপর থেকেই সম্ভবত খেয়া বন্ধ হয়ে গেছে।

সীমান্তের উন্মুক্ত এলাকাগুলোই উদ্বেগের

প্রথম পাতার পর

তিনি সংশ্লিষ্ট আধিকারীকদের নিয়ে বৈঠক করেন বলে জানা গিয়েছে। মঙ্গলবার সকালেই পেট্রাপোল সীমান্ত দিয়ে ভারতে প্রবেশ করেন বাংলাদেশের কচুয়া বাগেরহাট এলাকার বাসিন্দা বিশ্বজিৎ সাহা। তিনি জানান, সে দেশের পরিস্থিতি আরও খারাপ হচ্ছে। তাই তিনি আর সেদেশে ফিরতে চাননা বলেও উল্লেখ করেন। এদিকে বাংলাদেশে উদ্ভুত অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতির কারণে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে আমদানি রপ্তানি বানিজ্য। ফলে ওপার বাংলার অস্থির পরিস্থিতির প্রভাব পড়েছে সীমান্ত এলাকার ব্যবসাতেও। পেট্রাপোল ক্লিয়ারিং এজেন্ট ধৃতিমান পাল বলেন, 'এর ফলে হত কয়েকদিন ধরে সীমান্ত আমদানি রপ্তানি প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত প্রায় কয়েক হাজার শ্রমিক কর্মহীন অবস্থায় আছেন। পচনশীল পণ্যগুলি ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত।' পেট্রাপোল ট্রাক ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন সম্পাদক অশোক দেবনাথ বলেন, 'পণ্য বোঝাই প্রায় সাত থেকে আটশো ট্রাক পেট্রাপোলে দাঁড়িয়ে আছে। ওদিকে বেনাপোলেও দাঁড়িয়ে আছে প্রায় শ'চারেক ট্রাক। পরিস্থিতি কবে স্বাভাবিক হবে তা জানা নেই কারও। বাংলাদেশে এখন আটকে আছে প্রায় শ'পাঁচেক চালক ও খালাসি। মুদ্রা বিনিময় কেন্দ্রগুলিও জনশূন্য। নিরাপত্তার স্বার্থে কোনওরকম অপ্রীতিকর পরিস্থিতির মোকাবিলায় গোটা সীমান্তে বিএসএফ জাওয়ানদের সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে। সীমান্তে জারি রয়েছে হাই এ্যালার্ট। এমনকি নাইট ভিশন ক্যামেরা দিয়েও চালানো হচ্ছে নজরদারি। কারণ হাসিনা সরকারের আমলে ভারত বিরোধী কার্যকলাপের অভিযোগে জামাত, বিএনপি ও ইসলামিক ছাত্র শিবিরের অনেককে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। তারা আবার মুক্ত হয়ে একই কাজে লিপ্ত হতে পারে বলে আশঙ্কা করছে বিএসএফের ডিআইবি দপ্তর। বিএসএফ কর্তারা জানান, বাংলাদেশে যেভাবে হিংসাত্মক ঘটনা অব্যাহত তাতে অনেকেই প্রাণভয়ে সীমান্ত অতিক্রম করতে চাইবেন। সেই অবস্থা সামাল দিতে জওয়ানদের তৈরি থাকতে বলা হয়েছে। তবে কাঁটাতারবিহীন অংশগুলি নিয়েই চিন্তিত বিএসএফ।

উল্লেখ্য, এই একইদিনে উত্তর ২৪ পরগণা বনগাঁ পুলিশ জেলার অন্তর্গত বাগদা সীমান্তেও পরিদর্শনে যান বিএসএফ ডিজি(ডিরেক্টর জেনারেল) দলজিৎ সিং চৌধুরি। তার সঙ্গে ছিলেন এডিজি রবি গান্ধী, ইস্টার্ন কমান্ড মনিন্দর প্রতাপ সিং, ইন্সপেক্টর জেনারেল (দক্ষিণবঙ্গ সীমান্ত) অমরীশ কুমার আর্য, ডিআইজি(সাউথ বেঙ্গল, ফ্রন্টিয়ার) সঞ্জয় কুমার প্রমুখ হস উচ্চ পদস্থ বিএসএফের কর্তারা। জানা গিয়েছে, তারা সরাসরি ভারত–বাংলাদেশ সীমান্তের পেট্রাপোলের পাশাপাশি বাগদার ৬৮ ব্যাটেলিয়নের অধীন অত্যন্ত সংবেদনশীল সীমান্ত রণঘাট এলাকাও সফর করেন এবং কৌশলগত ও অপারেশননাল প্রস্তুতি পর্যালোচনা করেন। এবিষয়ে বিএসএফের কর্মকর্তাদের সঙ্গে একটি বৈঠকও করেন তিনি। বৈঠকের মূল বিষয় ছিল, অবৈধ অনুপ্রবেশ সহ চোরাচালান মোকাবিলা। এমনকি তিনি এব্যাপারে কুলিয়ার গ্রামবাসীদের সাথেও মত বিনিময় করেন বলে বিএসএফ সূত্রের খবর। জানা যায়, বাগদা সীমান্ত অঞ্চলের এই রণঘাট অংশে কোনও কাঁটাতার নেই। এই সীমান্তের উপর দিয়ে নদী বয়ে যাওয়ার কারণে এটি উন্মুক্ত এবং অনুপ্রবেশকারীদের জন্য এক প্রকার ওপেন করিডর। বাংলাদেশের চ্যালেঞ্জিং পরিস্থিতিতে এখানে নাইটভিশন ক্যামেরার নজরদারিও রাখা হয়েছে। এরই পাশাপাশি তিনি সীমান্ত প্রস্তুতির গুরুত্বের উপরেও জোর দেন এবং যে কোনও উদ্ভুত পরিস্থিতিতে সর্তক ও প্রতিক্রিয়াশীল থাকার নির্দেশ দেন।

সুন্দরবনকে আলোকিত করেছিলেন

প্রথম পাতার পর

২০০৯ সালের ২৫ মে আয়লায় বিপর্যস্ত হয়েছিল সুন্দরবন। সুন্দরবন মানুষের যন্ত্রণার কথা তুলে ধরেছিলাম তাঁর কাছে। তিনি দরাজ হস্তে সামাল দিয়ে সুন্দরবন বাসীদেরকে আশ্বস্থ করেছিলে। সুন্দরবনে প্রতিবছরই প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটে। প্রাণহানী হয় বাসস্থান হারায় মানুষজন। সেই কথা মাথায় রেখে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সুন্দরবনের প্রতিটি পঞ্চায়েত এলাকায় 'আয়লা সেন্টার' করার কথা বলেছিলাম। যেখানে বিপর্যয়ের সময় মানুষ নিরাপদে থাকবে। তিনি সেটাও বাস্তবায়িত করেছিলেন। সুন্দরবন নিয়ে যতবার যত আবদার কিংবা আবেদন করছিলাম তিনি সমস্ত কিছুরই সমাধানের উদ্যোগ নিয়েছিলেন।তিনি আজ নেই!ভাবতে কষ্ট হচ্ছে!তবে তিনি সুন্দরবনের প্রায় ৫০ লাখ মানুষের হৃদয়ে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।'

সুফলা বঙ্গের কৃষি কথা

জলের তলায় একাধিক এলাকা খুশি হয়েও মনমরা চাষিরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বীরভূম: পয়লা আগস্ট দুপুর থেকে বীরভূম জেলায় বৃষ্টি শুরু হয়েছে। বক্রেশ্বর কজওয়ে,জয়দেব ফেরিঘাট,সাইথিয়া ভাসাব্রীজ, নানুর–বোলপুর রাজ্যসড়ক জলের তলায়। ব্যাহত যান চলাচল। কঙ্কালীতলা মন্দির জলমগ্ন। সারারাতের বৃষ্টিতে বন্যার সৃষ্টি হয়েছে ইলামবাজার ব্লকের নানাশোল অঞ্চলে। জলে জলময় মাঠ–ঘাট কৃষিজমি। মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হওয়ায় কাঁদরের জলে গ্রাম হাবুডুবু। অথচ একদিন আগেও বৃষ্টির অভাবে চাষ শুরু করতে পারেন নি কৃষকরা। এই বৃষ্টিতে কৃষকদের মন খুশি হলেও চাষের জমি সব জলের তলায়, ভেসে গেছে পুকুরের মাছ।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, এমন বৃষ্টি হল যে এখন বন্যার পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। কৃষিজমি সব জলের তলায়। পুকুর জলে ভেসে গেছে। জল না নামলে চাষ শুরু করা যাবে না। ধানের বীজ ডুবে আছে। এতদিন মরলাম জলের অভাবে। এখন বোধহয় মরতে হবে অতিবৃষ্টির জলে। স্থানীয় বাসিন্দা কাজী আজিজুর রহমান বলেন, 'আমাদের গ্রাম নানাশোলে বন্যার পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হওয়ায় কাঁদরের জলে গ্রাম হাবুডুবু। এমনিতেই সারাবছর ওই ১৫ ফুট কাঁদরে জল থাকে না, এখন সেটা অন্তত ৩০০ফুট চওড়া হয়ে গেছে। এই কাঁদরটার উপর দিয়ে ময়ূরাক্ষী ক্যানেল চলে গেছে আর অন্তত ১০ মাইল দূরের হিংলোর জলও ক্যানেলের নীচের চারটি ফুকার দিয়ে বয়ে চলেছে। ফলে অতি অল্প বৃষ্টিতেই কাঁদরের জল বেড়ে যায়। এই কাঁদরটা শান্তিনিকেতনের কাছে শাল নদীতে মিশেছে গ্রামের ছেলেগুলো ওই বন্যার জলে মাছ ধরাতে ব্যস্ত। সমস্যা আমার ১০০টা পায়রা আর হাঁস, মুরগী ও ছাগল নিয়ে। ওদের নিয়েই বেশি ভাবনা। ১৯৭৮ ও ২০০০ সালের বন্যায় এভাবেই গ্রাম ছেড়ে তিনদিনের জন্য ইলামবাজার যেতে হয়েছিল। সেই ভয়ঙ্কর স্মৃতি মনে এলে এখনো গা কাঁটা দিয়ে উঠে।

এলাকার কৃষকরা জানালেন জল যদি বেশিদিন মাঠে জমে থাকে তাহলে বীজতলার বীজ সব কিছু বিপর্যস্ত হয়ে যেতে পারে। সিউড়ি ২নং ব্লকের ধোলটিকুড়ি গ্রামে দেওয়াল চাপা পড়ে ১২টি গরু মারা যায়। ইলামবাজার ব্লকের মহেশপুরা গ্রামের কাছে রাস্তায় ধস নেমে একটা ম্যাটাডোর–৪০৭ গাড়ী জলে ভেসে যায়। চালক ও খালাসী পালিয়ে প্রাণে বাঁচে। লাভপুর ব্লকের একাধিক এলাকা জলমগ্ন। দুবরাজপুর ব্লকের তরুলিয়া থেকে ফকিরবেড়া যাওয়ার রাস্তা জলের তলায়। সোমবার রাতের বৃষ্টিতে ভাঙ্গলো সিউড়ি ১নং ব্লকের ভুরকুনা গ্রামপঞ্চায়েতের কামারডাঙ্গাল যাওয়ার কজওয়ে। ১৩ আগস্ট দুপুরে দুবরাজপুর ব্লকের সাহাপুর গ্রামপঞ্চায়েতের রেঙ্গুনি গ্রামে দুটো মাটির বাড়ি ভেঙে যায়। বৃষ্টির জন্য এরকম হতে পারে আগে থেকে ভেবে অনিল বাউড়ী এবং জগাই বাউড়ী পরিবার নিয়ে অন্যত্র চলে যায়। ফলে বিপদ এড়ানো গিয়েছে বলে মত স্থানীয় বাসিন্দাদের । শেষ সম্বল হারিয়ে মাথায় হাত জগাই,অনিলের।

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য: স্মৃতিমেদুর 'শস্যগোলা'

বিধানসভায় বুদ্ধবাবুর মরদেহতে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন। ছবি : অরুণ লোধ

দেবাশিস রায়, পূর্ব বর্ধমান : না ফেরার দেশে চলে গেলেন বাংলার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। বৃহস্পতিবার সকালে কলকাতায় পাম এভিনিউয়ে একটি ফ্ল্যাটের একচিলতে ঘরে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ৮০ বছর বয়সে পরলোক গমন করেন। তাঁর মৃত্যুতে রাজ্যের সর্বত্র শোকের আবহ। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর প্রয়াণের খবরে শোকাতুর রাজ্যের 'শস্যগোলা' পূর্ব বর্ধমান জেলাও।দলের একনিষ্ঠ প্রাক্তন নেতাকে চিরতরে হারিয়ে এ জেলার সিপিএম কর্মী–সমর্থকরা কার্যত শোকস্তব্ধ। এদিন সকাল থেকেই প্রাক্তন মুখ্যন্ত্রীকে ঘিরে স্মৃতিমেদুর হয়ে উঠেছিল জেলার বিভিন্ন মহল।

সর্বক্ষণ সাদা ধুতি–পাঞ্জাবীতে আদ্যোপান্ত একজন বাঙালি রাজনীতিক বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের অতি সাধারণ জীবনযাপন দেখে অনেকেই বাম রাজনীতিতে এসেছিলেন। বিশেষ করে তাঁর সংস্কৃতিমনস্ক মনোভাব ও স্বচ্ছ ভাবমূর্তির প্রতি আকৃষ্ট হত যুব সমাজের একাংশ। এভাবেই তিনি একসময় নিজের অজান্তেই বামমনস্ক যুব সম্প্রদায়ের কাছে 'আইকন' হয়ে উঠেছিলেন। সেইসময় তিনি অবিভক্ত বর্ধমান জেলার জেলার যেখানেই যেতেন সেখানেই কার্যত যুব সমাজের ঢল নামত। জেলাসদর শহর বর্ধমান থেকে শুরু করে দুর্গাপুর, আসানসোল, কাটোয়া, কালনা মহকুমার বিস্তীর্ণ প্রান্তরে সিপিএমের রমরমা। সর্বত্রই লাল পতাকার প্রবল দাপট চোখে পড়ত। দীর্ঘদিন ধরেই সে সময়কার কাটোয়া, বর্ধমান, দুর্গাপুর, আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রের রাশ সিপিএমের হাতে। কালের নিয়মে একদা 'লালদুর্গ' বর্ধমানে আর নেই ঠিকই তবে, চারিদিকে সবুজ ঝড়ের দাপটের মধ্যেও বাম মনোভাবাপন্ন যুব সমাজের কাছে এখনও তিনি আদরের 'বুদ্ধবাবু' হয়েই রয়ে গিয়েছেন। এদিন জেলার কোণায় কোণায় নানাজনের স্মৃতিমেদুরতায় এসবই পরপর উঠে আসে।

বুদ্ধবাবুর কথা বলতে গিয়েই শোকাতুর হয়ে পড়লেন জেলার যুব এবং কৃষক নেতা তথা সিপিএমের পঞ্চায়েত সদস্য মাধাই ঘোষ বললেন, ২০০৪ সালে দলীয় প্রার্থী মেহবুব চৌধুরির সমর্থনে কাটোয়ায় লোকসভা নির্বাচনী প্রচারে এসেছিলেন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। সেদিন মঞ্চে তাঁকে দেখে এবং ভাষণ শুনেই আমি বাম রাজনীতিতে নাম লিখিয়েছিলাম। সেই বুদ্ধবাবুর প্রয়াণ আমার কাছে একটা বিরাট ধাক্কা। পূর্ব বর্ধমান জেলা সিপিএমের সম্পাদক মহঃ সৈয়দ হোসেন বলেন, মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য একাধিকবার জেলায় এসেছিলেন। জেলার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পে তিনি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। দলীয় কর্মসূচিতে একাধিকবার তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল এবং তিনি আমার বক্তৃতারও প্রশংসা করেছিলেন। তাঁর প্রয়াণ নিঃসন্দেহে দলে গভীর শূন্যতার সৃষ্টি করল।

চলে গেলেন বুদ্ধদেব

প্রথম পাতার পর

বলতেন এগুলো জেলার দর্পণ। আবার পশুপ্রেমী বুদ্ধবাবুর পরিচয় আমরা পেয়েছি তাঁর প্রাণাধিক প্রিয় পোষ্য সারমেয় এলোমেলো, পুঁটি ও গজা–র মাধ্যমে। প্রয়াত সব কটি পোষ্যকেই সমাধিস্ত করে গিয়েছেন আমাদের নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতির সমাধি ক্ষেত্র না মানুষের স্বর্গে। সমিতির সঙ্গে তাঁর ও তাঁর পরিবারের নিবিড় সম্পর্ক।

আজ তিনি সব বিতর্কের উপরে উঠে গিয়েছেন। রেখে গিয়েছেন তাঁর ব্র্যান্ড আমরা আলিপুর বার্তা ও নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতির পক্ষ থেকে তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করি এবং তাঁর পরিবারকে জানাই আন্তরিক সমবেদনা। চাই বাংলার উন্নয়নে তাঁর পূরণ হোক।

বাংলাদেশ কি

প্রথম পাতার পর

তবে হিংসা দ্বেষ কখনও শেষ কথা বলে না। প্রতিবাদ করতেই হবে। বাংলাদেশ এবং ভারতে সে প্রতিবাদ শুরু হয়েছে। নিশ্চিত একদিন পিছু হঠবে মৌলবাদ। ভারতের শিক্ষা বলে শক, হুন, মোগল, পাঠান, ব্রিটিশ নয়, শেষ কথা বলে সনাতন সংস্কৃতি। এটাই ধর্মান্ধতায় অন্ধকারের আলো। বাংলাদেশের উন্মাদনা যতই বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছবি ভাঙুক না কেন তিনিই বলে গেছেন শেষ কথা : হে ধর্মরাজ, ধর্মবিকার নাশি/ ধর্মমূঢ়জনেরে বাঁচাও আসি।/ যে পূজার বেদি রক্তে গিয়েছে ভেসে/ ভাঙো ভাঙো, আজি ভাঙো তারে নিঃশেষে —/ধর্মকারার প্রাচীরে বজ্র হানো,/ এ অভাগা দেশে জ্ঞানের আলোক আনো।

আলো নিশ্চয় জ্বলবে। কিন্তু ততক্ষণে চিহ্নিত হয়ে থাকবেন তাঁরা, যাঁরা এখনও স্বার্থের লোভে মুখ খুলতে ভয় পাচ্ছেন এই সব মৌলবাদীদের বিরুদ্ধে। ভারত তথা বিশ্বের রাজনীতিক থেকে মানবতাবাদীরা সকলেই নিশ্চুপ বাংলাদেশের ঘটনায়। এও একপ্রকার মৌলবাদের প্রতি মদত। যার মাশুল ভবিষ্যতে দিতে হবে সকলকে।

সুন্দরবনের গ্রামীণ যুবক যুবতীদের কৃষি নির্ভর প্রশিক্ষণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, জয়নগর: কৃষিনির্ভর। সুন্দরবনের গ্রামীণ যুবক যুবতীদের ব্যবসায়িক উদ্যোগের লক্ষ্যে নিমপীঠ রামকৃষ্ণ আশ্রম কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রে শুরু হয়েছে ৩০ দিনের প্রশিক্ষণ শিবির। এই প্রশিক্ষণের মূল উদ্দেশ্য হল ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদের ARYA প্রকল্পের মাধ্যমে উদ্যোগী যুবক যুবতীদের কৃষিভিত্তিক ব্যবসা শুরু করানো ও তাদের উপার্জনের সুযোগ করে দেওয়া। এই প্রশিক্ষণ শিবিরে দক্ষিণ ২৪ পরগণার সুন্দরবনের বিভিন্ন ব্লক থেকে ৩০ জন উৎসাহী যুবক যুবতীকে নিয়ে কৃষি নির্ভর উদ্যোগ যেমন– হটিকালচার নার্সারি, মাশরুম চাষ, মাছের হ্যাচারি ও মুরগির হ্যাচারি বিষয়ে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। এই প্রশিক্ষণ শিবিরটি ২৯শে জুলাই থেকে শুরু হয়েছে ,যার প্রথম ১৫ দিন কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রে হাতে–কলমে শেখানো হচ্ছে এই বিষয়ে। শেষের ১৫ দিন তাদেরকে নিয়ে বিভিন্ন গ্রামে গিয়ে সফল কৃষি উদ্যোগীদের ফার্মে থেকে তাদের সাথে অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ শিবিরটি সম্পন্ন হবে। এই প্রশিক্ষন শিবিরের প্রশিক্ষক কৃষি বিশেষজ্ঞ অরিত্র সরকার বলেন, গ্রামীন যুবক যুবতীদের কৃষিনির্ভর ব্যবসায়িক উদ্যোগ বাড়ানোর লক্ষে এই প্রশিক্ষন শিবিরের ব্যবস্থা করা হয়েছে।এর মাধ্যমে প্রশিক্ষণরত যুবক যুবতীরা কর্মসংস্থানের লক্ষে এগোতে পারবে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগর ১,২, কুলতলি, মথুরাপুর ১,২, কুলপি, নামখানা, মন্দিরবাজার, কাকদ্বীপ, সাগর সহ মোট ১৫ টি ব্লক থেকে ৩০ জন অংশগ্রহন করেছে। শিবিরটি শেষ হবে ২৭ শে আগস্ট।

ডাবের জলে আর্সেনিক নেই: বিজ্ঞানীদের অবিষ্কার

আরিফুল ইসলাম : ভয়ঙ্কর গরমে একদিকে সমগ্র প্রাণীজগৎ যেমন হাঁসফাস করছে। তেমনই একটু স্বস্তি পাওয়ার জন্য এয়ারকন্ডিশনের ঠান্ডা হাওয়ায় মানুষ সেখানে প্রাণ জুড়ানোর আশ্রয় খুঁজছে। কিন্তু জানেন কী সেই আশ্রয় বিষ আকারে পরিবেশে শতগুণ বুমেরাং হয়ে ফিরছে। বাড়ছে বায়ুমন্ডলে সেই বিষ কার্বনের হার। ফলে প্রতিনিয়ত পাহাড় পর্বত থেকে বরফ গলে পড়ছে, উঁচু হয়ে যাচ্ছে সমুদ্রপৃষ্ঠ। জলবায়ুর এই ভয়ঙ্কর ও দ্রুতলয়ের পরিবর্তন মানুষকে তার প্রতি পদে পদে ভোগান্তি ভুগতে হচ্ছে। তবুও মানুষ সচেতন নয়। নীট ফল সমগ্র জীবজগত আজ অস্তিত্ব সংকটে, নাম গ্লোবাল ওয়ার্মিং।

অন্যদিকে, পরিবেশকে রক্ষা করতে এবং চিকিৎসা বিজ্ঞান নিয়ে যুগান্তকারী গবেষণা করছেন, আমাদেরই এই রাজ্যের একদল কৃতি বিজ্ঞানী। গবেষণার পাশাপাশি মানুষকে সচেতন করার লক্ষ্যে কলকাতা প্রেস ক্লাবে বিজ্ঞানীদের পক্ষ থেকে এইসব বিভিন্ন কাজের দিক তুলে ধরেন 'ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অফ সায়েন্স এডুকেশন অ্যান্ড রিসার্চে'র (আইসার) বিভাগীয় বিজ্ঞানীরা। যেমন কেমিক্যাল সায়েন্সে পুরস্কারজয়ী অধ্যাপক স্বাধীন মণ্ডল, তাঁর ছাত্র সুবীর মাঝি, অর্পণ দাস ও মধুর ভাট, জীববিজ্ঞানের অধ্যাপক রাহুল দাস। অধ্যাপক স্বাধীন মণ্ডল তাঁর কৃতি ছাত্রদের নিয়ে পরিবেশের কার্বন ডাই অক্সাইডকে বেঁধে ফেলতে সহজ পন্থা আবিষ্কার করেছেন। কোনও ক্ষতিকর ধাতু ছাড়াই কার্বন ডাই অক্সাইডকে ভেঙে তা থেকে কার্বন ও অক্সিজেনের মৌল পৃথক করা যাবে। ফলে বিপুল পরিমাণ কার্বন ডাই অক্সাইড যে বায়ুমণ্ডলে মিশে পরিবেশের দ্রুত ক্ষতি থেকে মুক্তির আশা মিলতে পারে। তথাপি প্রচুর গাছ লাগাতে হবে, জলাভূমি বাঁচাতে হবে। তবেই পরিবেশকে বাঁচানো যাবে।

পরিবেশ বিজ্ঞানী অধ্যাপক গোপাল কৃষ্ণ দর্ভ এবং তাঁর দল দাবি করেন, এই বাংলায় আর্সেনিক নিয়ন্ত্রণের একটা নতুন দিক তাঁরা আবিষ্কার করেছেন। রাজ্যের আর্সেনিক প্রবণ এলাকাতে ক্ষতিকারক মৌল যেগুলো রাসায়নিক সার ব্যবহারের ফলে ভূগর্ভস্থ মাটি ও ভূগর্ভস্থ জলে মিশে যায়। দেখা যায়, সেই ক্ষতিকার মৌল ওই আর্সেনিক এলাকার 'নারকেল গাছে পাওয়া যায়নি। বিজ্ঞানীদের গবেষণায় এই আশ্চর্যজনক দিক উন্মোচিত হয়েছে। তা–ই নারকেল গাছ বা ডাব আর্সেনিকের প্রকৃত ফিল্টার হিসেবে কাজ করছে। সুতরাং ডাবের এই জল নিরাপদ তো বটেই, এছাড়া এই বিষয়ে আর্সেনিকের শোধনের জন্য বিস্তারিত গবেষণা করছেন বলে এই সাংবাদিক সম্মেলনে 'আইসারে'র বিজ্ঞানীদের পক্ষ থেকে জানানো হয়। অধ্যাপক রাহুল দাস গবেষণা করছেন মানুষের কোষের একটি সক্রিয় প্রোটিন নিয়ে। সেটির সক্রিয়তা বন্ধ করা গেলে ক্যান্সার এবং ডায়াবেটিস চিকিৎসায় নতুন দিক আবিষ্কার হবে। বিজ্ঞানীদের আশা ও দাবির ফলে ক্যান্সার ও ডায়াবেটিসের মতো রোগ যা দ্রুত লয়ে সমাজ ও মানবজীবনে ছড়িয়ে পড়ছে। তাও দ্রুত নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে। তবে সকলেরই সেই মুল কথা 'গাছ লাগান পরিবেশ বাঁচান, অরণ্য রক্ষা করুন প্রাণীজগত বাঁচান, জলাভূমি রক্ষা করুন মানুষকে বাঁচান"।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় প্রস্তুত প্রশাসন

প্রথম পাতার পর

প্রশ্ন উঠছে এবার গঙ্গাসাগর মেলায় তীর্থযাত্রীরা পুণ্যস্নান করতে সমুদ্রে নামতে পারবে তো? আরো কোন বড় প্রাকৃতিক দুর্যোগ কি দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার জন্য অপেক্ষা করছে? যদি নদীবাঁধ ভাঙন সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস কিংবা ভূমিকম্পের মতো ঘটনা ঘটে, তাহলে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা প্রশাসন সেই প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় কতটা সফল হবে? বা বলা ভালো প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলার জন্য জেলা প্রশাসন প্রস্তুত তো? এই প্রসঙ্গে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলার দপ্তর সূত্রে জানা যাচ্ছে, প্রতিবছর একটি বার্ষিক প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলার মাস্টার প্ল্যান তৈরি করা হয়।। সেই প্ল্যান নিয়ে একটি সব দপ্তরের সঙ্গে সমন্বয় বৈঠক ইতিমধ্যেই হয়ে গেছে। প্রতিটি ব্লকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলার জন্য টিম তৈরি করা হয়েছে। সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকাগুলোতে সিভিল ডিফেন্সের স্বেচ্ছাসেবকরা প্রহরায় থাকছে। তাদের প্রশিক্ষণেরও ব্যবস্থা করা হয়েছিল। অত্যাধুনিক প্রযুক্তির বিভিন্ন যন্ত্রে সামগ্রী মজুদ করা হয়েছে। বিভিন্ন ব্লকে ব্লকে ত্রাণ সামগ্রীও প্রস্তুত রাখা হয়েছে। তাই দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা প্রশাসন যে কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলার জন্য সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত।

খরচ হচ্ছে তবু শিক্ষার মান সন্তোষজনক নয়

শিক্ষার হাল /১০

শিক্ষায় ভারতকে পথ দেখিয়েছে বাংলা। সামাজিক সংস্কারে এই ভূমিখণ্ডে শিক্ষার বর্তমান হাল কী। তা বিশ্লেষণ করেছেন এস.এম.নগর ডিরোজিও স্মৃতি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক **ড. কেশব চন্দ্র মণ্ডল**

সারণী : ৩ তৃতীয় শ্রেণীর শিশুদের বিভিন্ন বছরে বিভিন্ন ধরনের বিদ্যালয়ে অংক পারার চিত্র

বছর	(%) তৃতীয় শ্রেণীতে পাঠরত শিশুদের কেবলমত্র বিয়োগ করার দক্ষতা		
	সরকারি বিদ্যালয়ে	প্রাইভেট বিদ্যালয়ে	সরকারি ও প্রাইভেট বিদ্যালয় মিলিয়ে
২০১২	২৫.১	তথ্য পাওয়া যায়নি	২৮.২
২০১৪	৩৩	৫৯.৫	৩৬.২
২০১৬	৩৫.৫	৬৯.৮	৪০.৮
২০১৮	৩৫.৫	তথ্য পাওয়া যায়নি	৩৮.৭
২০২২	৩২.৮	৫৬.৮	৩৪.৩

উৎস: এএসইআর ২০২২, পৃ–২৪৮

উপরের সারণী (৩) থেকে বোঝা যায় যে, সরকারি হোক বা প্রাইভেট বিদ্যালয় হোক এরাজ্যে শিক্ষার মান খুব একটা উন্নত হচ্ছে না। ২০১২ সালে সরকারি বিদ্যালয়ে ২৫.১ শতাংশ তৃতীয় শ্রেণীর শিশু বিয়োগ করতে জানলেও তা ১০ বছরে বেড়ে হয়েছে মাত্র ৩২.৪ শতাংশ। অর্থাৎ ১০ বছরে বৃদ্ধি পেয়েছে৭.৩ শতাংশ। প্রাইভেট বিদ্যালয়, যেখানে বাবা মায়েরা প্রচুর অর্থ ব্যয় করে তাদের ছেলে মেয়েদের পড়ান, সেখানেও তাদের শেখার মান খুব একটা উৎসাহজনক নয়। বরং প্রাইভেট বিদ্যালয়ে শিক্ষার মানের অবনতিই ঘটেছে। উপরোক্ত সারণীতে বিষয়টি স্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে। ২০১৪ সালে যেখানে ৫৯.৫ শতাংশ তৃতীয় শ্রেণীর শিশুরা বিয়োগ করতে জানত, ২০২২ সালে সেই সংখ্যাটা কমে গিয়ে দাঁড়ায় ৫৬.৪ শতাংশ। আর সরকারি বেসরকারি মিলিয়ে ২০১২ সালে তৃতীয় শ্রেণীতে মোট পাঠরত শিশুদের ২৮.২ শতংশ সেখানে সাধারণ বিয়োগ করতে পারত, সেখানে ২০২২ সালে সেই সংখ্যাটা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৩৪.৩ শতাংশ।

সারণী : ৪ বিভিন্ন বিদ্যালয়ে বিভিন্ন বছরে পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণীর শিশুদের অংকের দক্ষতা

বছর	(%) পঞ্চম শ্রেণীর শিশুরা যারা বিয়োগ করতে জানে			(%) অষ্টম শ্রেণীর শিশুরা যারা বিয়োগ করতে জানে		
	সরকারি	বেসরকারি	সরকারি ও বেসরকারি মিলিয়ে	সরকারি	বেসরকারি	সরকারি ও বেসরকারি মিলিয়ে
২০১২	২৮.৭	তথ্য পাওয়া যায়নি	২৯.২	৪৩	তথ্য পাওয়া যায়নি	৪৩.৫
২০১৪	৩১.৩		৩২.৫	৪০.৪		৪০.৮
২০১৬	৩৮.৩		২৯.৯	৩২.৫		৩২.৭
২০১৮	২৯.২		২৯.২	২৮.৯		২৯.১
২০২২	২৬.৯		২৭.৭	৩২		৩২.৫

এক্ষেত্রে বৃদ্ধির হার সামান্যই।

উৎস : এএসই আর ২০২২, পৃ–২৪৮

সারণী ৪ থেকে উপলব্ধি করা যায় যে, পশ্চিমবঙ্গের সরকারি বিদ্যালয় গুলিতে শিক্ষার মান ক্রমশ নিম্নগামী। ২০১২ সালে সরকারি বিদ্যালয়ে যেখানে পঞ্চম শ্রেণীর ২৮.৭ শতাংশ শিশু বিয়োগ করতে পারত, সেখানে ২০২২ সালে সেই সংখ্যা কমে গিয়ে দাঁড়ায় ২৬.৯ শতাংশ। ২০১৬ সালে সেই সংখ্যাটি বেড়ে ২৮.৭ শতাংশ থেকে ৩৮.৩ শতাংশ হলেও, ২০১৮ সালে পঞ্চম শ্রেণীতে পাঠরত শিশুদের মধ্যে অঙ্ক শেখার দক্ষতা কমে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল ২৯.২ শতাংশ। আর তার ৪ বছর বাদে এই শিখন ক্ষমতা বা শেখানোর দক্ষতা কমে গিয়ে ২০১২ সালের নিচে নেমে আসে (২৬.৯ শতাংশ)। আবার সরকারি ও বেসরকারি মিলিয়ে ২০১২ সালের পঞ্চম শ্রেণীতে পাঠরত ছাত্র ছাত্রীদের বিয়োগ করার ক্ষমতা যেখানে ছিল ২৯.২ শতাংশ, তা ২০২২ সালে কমে দাঁড়ায় ২৭.৭ শতাংশ। অনুরূপভাবে, ২০১২ সালের অষ্টম শ্রেণীতে সরকারি বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীদের যেখানে ৪৩.০ শতাংশ ভাগ করতে জানত, সেখানে ১০ বছর বাদে ২০২২ সালে তা কমে গিয়ে দাঁড়ায় ৩২.০ শতাংশ। আর সরকারি ও বেসরকারি মিলিয়েও অষ্টম শ্রেণীতে ছাত্র ছাত্রীদের ভাগ শেখার মান ২০১২ (৪৩.৫ শতাংশ) সালের থেকে ৯ শতাংশ কমে হয় ৩২.৫ শতাংশ। যদিও উভয়ক্ষেত্রেই বেসরকারি বিদ্যালয় গুলোর তথ্য এই সমীক্ষায় অনুপস্থিত ছিল। (ক্রমশ)

মহানগরে

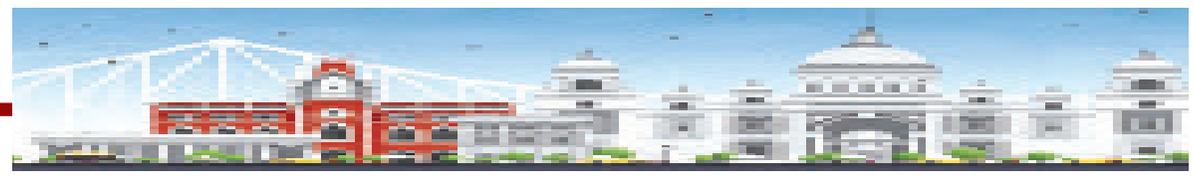

নিকাশির পরিশ্রুত জল দিয়ে রাস্তা ধোয়ার ভাবনা পুরসভার

বরুণ মণ্ডল : বহুমূল্যের পরিশ্রুত পানীয় জল কেবল রান্নাবান্না, খাওয়াদাওয়া, স্নান ও জামাকাপড় কাচাকাচির জন্য ব্যবহৃত হবে। কিন্তু সেই পরিশ্রুত পানীয় জল দিয়ে গাড়ি ধোয়া, গাছে দেওয়া, রাস্তাদালান পরিষ্কার করা হবে কেন? সেজন্যই কলকাতা পৌরসংস্থা নিকাশির আবর্জনা পূর্ণ জল শোধন করে তা রাস্তা ধোয়ার ও গাছের পরিচর্যায় ব্যবহার করার পরিকল্পনা করেছে। মেয়র পারিষদদের বৈঠকে ইতিমধ্যে তাতে সিলমোহর পড়েছে। গবেষণার জন্য পশ্চিম মেদিনীপুরের খড়গপুর আইআইটিকে মোট ২৬ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, নিত্য কলকাতা পৌরসংস্থা উদ্যান, বাগান, নগর বনাঞ্চলের গাছে জল দেওয়া, বাগান পরিচর্যা নানা কাজে প্রায় তিন লক্ষ লিটার জল প্রয়োজন হয়। যা পুরোটাই পরিশ্রুত পানীয় জল। শহরে পরিশ্রুত পানীয় জলের অপচয় আটকাতে চাইছে কলকাতা পৌরসংস্থা। এর আগে নিকাশির

জল আইআইটিকে দিয়ে পরীক্ষা করানো হয়েছিল, নিকাশির জল অন্য কাজে ব্যবহার করা যায় কি না? পূর্ব কলকাতার বানতলার চর্মশিল্প তালুক থেকে বের হওয়া জলে দূষণের অভিযোগ বহুদিনের।

পৌরসংস্থার নিকাশি দপ্তরের ইঞ্জিনিয়াররা এই প্রসঙ্গে জানান, শোধন প্রক্রিয়া চালু করা গেলে বানতলা নিয়ে দূষণের অভিযোগের মাত্রা কমানো সম্ভব। সম্প্রতি বানতলা এলাকার খালের জলের নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষার জন্য খড়গপুর আইআইটিতে পাঠানো হয়।

এপ্রসঙ্গে কলকাতা পৌরসংস্থার নিকাশি দপ্তরের মেয়র পারিষদ তারক সিংহ জানান, কলকাতা পৌরসংস্থার নিকাশি দপ্তর ও তার টিম চেষ্টা করছে, নিকাশিনালার জল পরিশোধিত করে কাজে লাগাতে। এরফলে পরিশ্রুত পানীয় জলের অপচয় অনেকাংশে আটকানো যাবে বলে। ইতিমধ্যে পৌরসংস্থা থেকে কলকাতার নিকাশিনালার জল স্যাম্পেল হিসেবে খড়গপুর আইআইটিতে পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়। আইআইটি গ্রিন সিগনাল দিয়েছে।

এদিকে বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছে, বানতলার চামড়া কারখানা থেকে যে জল বেরোয়, তা পরিশোধন ও জীবাণুমুক্ত করে রাস্তা ও গাড়ি ধোয়ার কাজে ব্যবহার করা যাবে। এই পরীক্ষাটি করার জন্য খড়গপুর আইআইটি থেকে ২৬ লক্ষ টাকা কলকাতা পৌরসংস্থার কাছে চাওয়া হয়। মহানাগরিকের অনুমতি নিয়ে তা পরীক্ষার জন্য খড়গপুর আইআইটিকে পাঠানোও হয়।

কলকাতা পৌর এলাকায় নিকাশির জল বিভিন্ন খালের মাধ্যমে গঙ্গা বা বিদ্যাধরীতে গিয়ে পড়ে। তার আগে অবশ্য সুয়্যারেজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টের দ্বারা এই দূষিত জল কিছুটা শোধন করা হয়। যাতে নদীর দূষিত না হয়ে পড়ে। এই অপরিষ্কার জল এতোদিন কোনও কাজেই লাগতো না। পানীয় জলের অপচয় রোধে এবার তাই এই জলই জীবাণু মুক্ত করে ব্যবহারের সিদ্ধান্ত হয়েছে।

বার্তা

সক্ষম : বিশেষভাবে সক্ষম শিশুদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইন্টারলিংক ক্যালকাটা নাচ গান আবৃত্তি মাধ্যমে পালন করল ২২ শ্রাবণ। **ছবি :** নিজস্ব

জীবনদান : : জিৎ ফ্যান্স ক্লাবের বালি ইউনিটের পক্ষ থেকে ৪ আগষ্ট রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল বালির কস্তুরী ভিলায়। এদিন ৫৮ জন রক্তদান করেন, এছাড়াও ছিল থ্যালাসেমিয়া পরীক্ষার সুবিধা। অনুষ্ঠান শুরু হয় বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে। **ছবি :** নিজস্ব

ব্যবসায় এবার জঞ্জাল কর

নিজস্ব প্রতিনিধি : ব্যবসার ক্ষেত্রে এবার থেকে ৫০০ বর্গফুট বা তার বেশি জায়গায় দিতে হবে জঞ্জাল কর। হোটেল, রেস্তরাঁ, শপিং মল, হসপিটাল, নার্সিং হোমসহ সমস্ত বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের জন্য নির্দিষ্ট হারে জঞ্জাল কর বা সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট চার্জ ধার্য করছে কলকাতা পৌরসংস্থা। বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রমান ৫০০ বর্গফুটের বেশি হলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে কলকাতা পৌরসংস্থার নির্দেশিকানুযায়ী জঞ্জাল কর দিতে হবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ২০২৩ সালের ২৪ এপ্রিল মেয়র পারিষদের বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কলকাতা পৌরসংস্থার এই নির্দেশিকাকে চ্যালেঞ্জ করে কলকাতা পৌর এলাকার কিছু বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান এবিষয়ে কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হন। এদিকে কলকাতা হাইকোর্ট এই মামলায় আপাতত কলকাতা পৌরসংস্থার সিদ্ধান্তকেই বহাল রাখল। এ বিষয়ে কলকাতা পৌরসংস্থার কঠিন বর্জ্য ম্যানেজমেন্ট দপ্তরের মেয়র পারিষদ দেবব্রত মজুমদার জানান, ১৯৮০ সালের কলকাতা পৌরনিগম আইনের সবরকম সংস্থান মেনেই বর্জ্য কর সংক্রান্ত ওই নির্দেশিকা জারি করা হয়েছিল। তাই কলকাতা পৌরসংস্থার পক্ষ যাওয়াটাই স্বাভাবিক ছিল।

কলকাতায় সি.সি. ছাড়া মিউটেশন হচ্ছে

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পৌরসংস্থার বিল্ডিং ডিপার্টমেন্টের বাড়ির মিউটেশন করানোর নিয়ম একরকম। কিন্তু হচ্ছে আরেক। কলকাতা পৌর এলাকায় নিজস্ব বাড়ি ও ফ্ল্যাট তৈরির ক্ষেত্রে কলকাতা পৌরসংস্থা থেকে বাড়ির প্ল্যান স্যাংশন করার পর 'কমপ্লিশন সার্টিফিকেট(সি.সি.) না নিয়েই বাড়ি বা ফ্ল্যাটের মিউটেশন করানো যায় না। কিন্তু সি.সি. ছাড়াই মিউটেশন হয়ে যাচ্ছে এবং জমিটির পুরাতন মালিক বা ফ্ল্যাটের নতুন ক্রেতাও সেখানে নিশ্চিত মনে বসবাস শুরুও করে দিচ্ছে। কলকাতা পৌরসংস্থার কাছে এই অভিযোগটি তুলেছেন বেহালাস্থিত ১২১ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপ্রতিনিধি রূপক গঙ্গোপাধ্যায়।

তাঁর বক্তব্য, এতে কলকাতা পৌরসংস্থার রাজস্ব আদায়ে ভালোরকম ক্ষতিও হচ্ছে। বিল্ডিং ডিপার্টমেন্টের মেয়র পারিষদের কাছে রূপক গঙ্গোপাধ্যায়ের দুইটি প্রশ্নের প্রথম প্রশ্ন, সি.সি. ছাড়া বাড়ি বা ফ্ল্যাটের মিউটেশন দেওয়ার আইনি বৈধতা কি রয়েছে? দ্বিতীয় প্রশ্ন, কলকাতা পৌরসংস্থার অন্তর্গত ১ থেকে ১০০ নম্বর ওয়ার্ডেও কি সি.সি. ছাড়া মিউটেশন করা হয়?

উত্তরে বিল্ডিং দপ্তর মেয়র পারিষদ ফিরহাদ হাকিম বলেন, ১৯৮০-র কলকাতা পৌরনিগম আইনের ১৮৭(৫) ধারা মোতাবেক কোনও বাড়ির ক্ষেত্রে অকুপেন্সি সার্টিফিকেট বা কমপ্লিশন সার্টিফিকেট ইস্যু হলেই তবে উক্ত বাড়িতে বা ফ্ল্যাটে বসবাস শুরু করলে বাড়ির একটা অ্যাসেসমেন্ট করা সম্ভব। এতে বাড়িটি বা ফ্ল্যাটটির দখলদার বা মালিকের নামে আনা হয়। তারপর মিউটেশন হয়। ওই আইনের ১৮৩ ধারা মোতাবেক মিউটেশন করার জন্য সি.সি. জরুরি নয়। তবে আমরা সি.সি.নিতে বাধ্য। তবে আইনানুযায়ী সি.সি. মিউটেশনের ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক নয়।

কলকাতা পৌরসংস্থার অন্তর্গত ১-১০০ নম্বর ওয়ার্ডে সি.সি. ছাড়া বাড়ি বা ফ্ল্যাটের মিউটেশন করা যেতে পারে। ১২১ নম্বর ওয়ার্ডে ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে ৬৭ টি প্ল্যান অনুমোদন করা হয়েছে। তার মধ্যে ২ টি বাড়ির নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে। বসবাস যোগ্য করার জন্য পুনর্মূল্যায়ন অ্যাসেসমেন্ট করা হয়েছে। আর ২ টি ক্ষেত্রে বসবাস করার পুনর্মূল্যায়ন প্রক্রিয়া জারি রয়েছে। এবং চারটি বাড়িকে সি.সি.দেওয়া হয়েছে।

নবরূপে রডনের পার্কিং লট

নিজস্ব প্রতিনিধি: পার্ক স্ট্রিট ও রডন স্ট্রিটের সংযোগস্থলে থাকা বহুতল পার্কিং লটটিকে কলকাতা পৌরসংস্থা নবরূপে সাজাতে উদ্যোগে হয়েছে। পৌর পার্কিং দপ্তরের মেয়র পারিষদ দেবাশিস কুমার বলেন, রডন স্ট্রিটের পার্কিং-লটে গ্রাউন্ড ফ্লোরের উপরে আরও দুটি তল আছে। কিন্তু অদ্ভুত ঘটনা প্রথম থেকেই তিনতলা-বিশিষ্ট এই পার্কিং-লটের তিনটি তল ব্যবহৃত হচ্ছে না। এখন দুটি তল মিলিয়ে মোট ১১৯ টি গাড়ি রাখা যায়। আগামী দিনে তৃতীয় তলটি ব্যবহার করলে অতিরিক্ত আরও ৫৫ টি গাড়ি রাখা যেতে পারে। সেজন্যই কীভাবে তৃতীয় তলটি ব্যবহার করা যায় সেজন্য সার্ভের কাজ চলছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এখন রডন স্ট্রিটের এই পার্কিং লটে চারচাকা গাড়ি রাখতে ঘণ্টায় ৩৫ টাকা নেওয়া হয়।

মালিকহীন সম্পত্তি নিয়ে নেবে পুরসভা

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পৌর এলাকার যে সমস্ত জমির মালিকানা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, সেই সমস্ত জমি এবার থেকে কলকাতা পৌরসংস্থার নামে মিউটেশন করা হবে। কলকাতা পৌর এলাকায় এরকম বহু সম্পত্তি আছে, যার বৈধ মালিককে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এরকম মালিকানাহীন সম্পত্তির বেদখল রোধে কড়া পদক্ষেপ নিচ্ছে কলকাতা পৌরসংস্থা। কলকাতা পৌরসংস্থা মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম সম্প্রতি এবিষয়টি নিয়ে জানান। তিনি বলেন, কলকাতা পৌর এলাকার যে সমস্ত সম্পত্তির কোনও মালিকানা নেই বা দীর্ঘদিন ধরে খুঁজে পাওয়া পাওয়া যাচ্ছে না, সেই সম্পত্তিগুলি এবার থেকে কলকাতা পৌরসংস্থার। কলকাতায় এই মালিকানাহীন সম্পত্তি নিয়ে এক শ্রেণির অসাধুচক্র প্রোমোটিং চালাচ্ছে। কলকাতায় এভাবে অনেক সম্পত্তি

হাত ছাড়া হয়েছে। তবে দক্ষিণ কলকাতার ৬৮ নম্বর ওয়ার্ডস্থিত ৪৩বি, বালিগঞ্জ প্লেস জমিটিতে বেআইনি দখলদাররা কলকাতা পৌরসংস্থায় মিউটেশনের আবেদন করেছিল। কলকাতা পৌরসংস্থা সেই আবেদন বাতিল করে দিয়ে আবেদনকারীর বিরুদ্ধে স্থানীয় পুলিশ স্টেশনে রিপোর্ট করেছে। আর কলকাতা পৌরনিগম আইনানুযায়ী কোনও ব্যক্তিগত সম্পত্তি থেকে দখলমুক্ত করার অধিকার কলকাতা পৌরসংস্থার নেই। সেজন্যই এবার থেকে কলকাতা পৌর এলাকায় মালিকানাহীন যতো সম্পত্তি রয়েছে, তার মূল্যায়ন করে কলকাতা পৌরসংস্থার নামে জমিটি রেখে দেওয়া হবে। কলকাতায় যাতে সরকারি জমি লুঠ না হয়, সেজন্যই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, রাজ্য সরকারি জমি বেদখল রোধে রাজ্য সরকার উচ্চ পর্যায়ের একটি কমিটি তৈরি করেছে। এ নতুন নিয়মনীতিও রচনা করা হয়েছে। এই কমিটিতে কলকাতার নগরপাল বিনীত গোয়াল, আইজি আইনশৃঙ্খলা মনোজ ভার্মা, সিনিয়র আইএএস প্রভাস মিশ্র এবং অর্থ ও ভূমি দপ্তরের অতিরিক্ত মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ। এঁদের কাজ হবে যেসব জায়গায় জমি দখল করা হয়েছে, দীর্ঘদিন সরকারি জমি কেনার পর ফেলে রাখা হয়েছে, সেসব জায়গা পরিদর্শন করে রাজ্য সরকারের কাছে রিপোর্ট দেওয়া।

সংস্কার হবে শিয়ালদহ ফ্লাইওভার

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পৌরসংস্থা ও কলকাতা নগরোন্নয়ন সংস্থার যৌথ উদ্যোগে মধ্য কলকাতার শিয়ালদহ ফ্লাইওভার যার প্রকৃত নাম বিদ্যাপতি সেতুর সংস্কার কাজ খুব তাড়াতাড়ি শুরু হবে। কলকাতা পৌরসংস্থা মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম এ বিষয়ে জানান, শারদোৎসবের আগে কিছু কাজ হবে আর বাকি থাকা কাজ শারদোৎসবের পরে শেষ করা হবে। আসলে মোট তিনটি পর্যায়ে কাজটা হবে। তবে এজন্য ১ মাস ধরে সেতুর নিচের দোকানগুলি বন্ধ রাখতে হবে। আসলে দোকান খোলা রাখলে সেতুর মেরামত করা যাবে না। তবে সবাইকে একসঙ্গে বন্ধ করতে হবে না। তিন ধাপে এক-এক বার একমাস করে সেতু নিচের সংস্কার করা হবে। বিদ্যাপতি সেতুকে আরও শক্তপোক্ত করতে পিলারগুলোর সংস্কার করা হবে।

রাজ্যে বিপজ্জনক সেতুর যে তালিকা রাজ্য সরকার তৈরি করেছে। তার মধ্যে অন্যতম শিয়ালদহ এলাকার বিদ্যাপতি সেতু। প্রতিনিয়ত সেতুটির নিচের অংশের পলেস্তারা খসে পড়ছে। সেতুটির নিচের কয়েকশো দোকান আছে। সেতুর সংস্কার করতে হলে এই দোকান গুলিকে একমাস একমাস করে বন্ধ রাখতে হবে। ভবিষ্যতে শিয়ালদহ এলাকার বিদ্যাপতি সেতুকে রক্ষা করতে হলে সংস্কার করাটা একান্ত প্রয়োজন। তা বোঝাতে সেতুর নিচের দোকানদারদের সঙ্গে কলকাতা পৌরসংস্থার আধিকারিকরা কথা বলছে। মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম নিজেও উদ্যোগী হয়েছেন। কলকাতা শহরের সেতু বিশেষজ্ঞদের মতে, নিত্যদিন বিদ্যাপতি সেতুর ওপর চাপ বাড়ছে। এই অবস্থায় কোনও রকম ঝুঁকি না নিয়ে দ্রুত সেতু নিচের সংস্কার করার একান্ত প্রয়োজন। এজন্য প্রায় ৩ মাসের মতো সময় লাগবে। কলকাতা পৌরসংস্থার পক্ষ থেকে এই কাজের জন্য দ্রুত টেন্ডার হয়ে যাবে বলে জানা যাচ্ছে।

আমাদের শিক্ষা

পোস্টার মুক্ত কলেজ, নিউ আলিপুর

সায়মদীপ দে

দক্ষিণ কলকাতার বুকে থাকা অন্যতম সেরা কলেজগুলির মধ্যে নিউ আলিপুর কলেজ তার জনপ্রিয়তা ক্রমেই বাড়িয়ে চলেছে। বহু আশা, উদ্দেশ্য ও স্বপ্ন নিয়ে ১৯৬০ সালে এই কলেজ ও তার প্রথম অধ্যক্ষ ড. অরুণ কুমার বসু যাত্রা শুরু করেন। সবুজে ঘেরা, স্বচ্ছ, পোস্টারমুক্ত, প্লাস্টিকমুক্ত এই ক্যাম্পাস সুস্বাস্থ্য ও পড়াশোনার পক্ষে আদর্শ ও পরিবেশবান্ধব স্থান।

এমনকী এখানে অনেক সোলার প্যানেলও রয়েছে। গত বছরের সেপ্টেম্বর মাসে ন্যাশনাল অ্যাসেসমেন্ট অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল(ন্যাক) এর দ্বারা এই কলেজ 'ক শ্রেণীর কলেজ' হিসেবে পরিচিতি।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত এই কলেজটিতে চার বছরের বি.এ, বি.এস.সি ও বি.কম কোর্স ও তিন বছরের মাল্টিডিসিপ্লিনারি কোর্স রয়েছে। সব মিলিয়ে ১৯ টি বিষয় ইংরেজি, বাংলা, সংস্কৃত, ইতিহাস, ভূগোল, দর্শনশাস্ত্র, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন, শিক্ষাবিজ্ঞান, পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, ইলেকট্রনিক্স, উদ্ভিদবিদ্যা, প্রাণীবিদ্যা, নৃতত্ত্ববিদ্যা, কম্পিউটার সায়েন্স, অর্থনীতি, কমার্স রয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন অ্যাড-অন কোর্স আছে এখানে। ছাত্রছাত্রীদের জন্য উদ্যোগমূলক বিভিন্নপ্রকার ব্যবস্থা যেমন- সহ-পাঠক্রম ক্রিয়া, এন.সি.সি, এন. এস.এস, ইন্টার্নসিপ

ব্যবস্থা, কর্মক্ষেত্রের সুযোগ, বৃত্তিমূলক ব্যবস্থার মাধ্যমে অনেক ছাত্রছাত্রীরা উপকৃত হয়েছেন এবং উচ্চশিক্ষা অর্জন করেছেন। এছাড়াও ছাত্রছাত্রীদের সুরক্ষার্থে রয়েছে অ্যান্টি র‍্যাগিং ব্যবস্থা।

এখানে মোট ৩ টি বিল্ডিংয়ে রয়েছে বিভিন্ন ল্যাব, লাইব্রেরি, ছাত্রছাত্রীদের ব্যবহার্য আলাদা কমন রুম, ক্লাসরুম, স্টাফরুম,টিচার্স রুম এবং একটি ক্যান্টিনও রয়েছে।

কলেজের গণমাধ্যমের ছাত্র

৬০ বছর পূর্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৪ অগাস্ট ২০২৪ পূর্ণ হল ৬০ বছর। ওইদিন সকালে পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে শুরু হয় উদযাপন। এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষক শিক্ষিকা সবাই মিলে নাচে গানে শুরু করে অনুষ্ঠান। এরপর শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু, ক্রীড়া যুব বিদ্যুৎ ও আবাসন দপ্তরেরমন্ত্রী তথা কলেজের পরিচালন সমিতির সভাপতি অরূপ বিশ্বাস, রাজবিহারী বিধানসভার বিধায়ক দেবাশীষ কুমার, বোরো দশের চেয়ারপার্সন জুঁই বিশ্বাস, শিক্ষা দপ্তরের এডিপিআই মধুমিতা মান্না, ওই দপ্তরের অতিরিক্ত ডিপিআই আশীষ ঘোষ, স্কটিশ চার্চ কলেজের প্রধান শিক্ষক মধুমঞ্জুরী মণ্ডল, নিউ আলিপুর কলেজের পূর্বতন প্রধান শিক্ষক সুজিত কুমার দাস সহ বর্তমান প্রধান শিক্ষক ডক্টর জয়দ্বীপ সারঙ্গী গাছে জল দিয়ে অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন। সকল অতিথিদের হাতে উদ্বোধিত হয় কলেজের প্রকাশনার বিভিন্ন বই। সাংবাদিকতা ও গণমাধ্যম এবং তথ্যপ্রযুক্তির গবেষণাগারের উদ্বোধন হয় এদিন।

দেড় শতাধিক ঐতিহ্যবাহী শ্রীবাটী জি কে হাইস্কুল

দেবাশিস রায়

পূর্ব বর্ধমান: প্রত্যন্ত এলাকার মাত্র ৪টি গ্রামের পড়ুয়াদের নিয়েই পাঠদানে ব্যস্ত রয়েছে দেড় শতাধিক বছরের ঐতিহ্যবাহী শ্রীবাটী জি কে হাইস্কুল(পূর্বতন শ্রীবাটী গোকুলকৃষ্ণ বিদ্যা মন্দির)। পূর্ব বর্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমার শ্রীবাটী পঞ্চায়েতের অধীনস্ত প্রত্যন্ত শ্রীবাটী গ্রামে একসময় জমিদার তথা বণিক সম্প্রদায়ের হাত ধরে সমাজে প্রাথমিক শিক্ষাদানের লক্ষ্যে যে পাঠশালার বীজ পোঁতা হয়েছিল সেটাই কালের গতিকে মহীরুহে পরিণত হয়েছে।

১৮৬৭ সালের ৫ জানুয়ারি প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্র রূপে আত্মপ্রকাশ করার পর হাঁটি হাঁটি পায়ে পায়ে জুনিয়র হাইস্কুলে(১৯৫০ সাল) উন্নীত হয়েছিল। তারপর মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান(১৯৮৬ সাল) এবং অবশেষে উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে(২০২১ সাল) পরিণত হয়েছে শ্রীবাটী জি কে হাই স্কুল। তদানীন্তন বণিক সম্প্রদায় তথা চন্দ্র বংশের শিক্ষানুরাগীদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত শ্রীবাটী গোকুলকৃষ্ণ বিদ্যা মন্দির পরিচালন কমিটি অনুধাবন করেছিল যে স্কুলে এসে খালি পেটে শিক্ষা লাভ করতে পারছে না এলাকার অন্তজ দরিদ্র শ্রেণীর শিশুরা। তাই সেইসময় স্কুলেই চালু করা হয়েছিল মুড়ি, গুড়, ছাতু, কলা, কিসমিস প্রভৃতি

উপকরণ সহযোগে তৈরি করা হত মণ্ড বা বলের আকারে এক বিশেষ ধরনের খাবার যা সেসময় চাঁপা কলা নামে পরিচিত ছিল। এই খাবারে ক্ষুধাও মিটত এবং আনন্দ সহকারে শিশুরা শিক্ষালাভে উৎসাহ পেত। নির্দ্বিধায় এটা বলা যেতেই পারে এখনকার সরকারি স্কুলে পড়ুয়াদের যে মিড ডে মিল খাওয়ানো হচ্ছে তার প্রচলন হয়েছিল দেড় শতাধিক বছর আগেই এরাজ্যের প্রত্যন্ত এলাকায়। সেই হিসেবে এখনকার স্কুলে মিড ডে মিল প্রসঙ্গ উঠলেই শ্রীবাটী গোকুলকৃষ্ণ বিদ্যা মন্দিরের কথাই মনে পড়ে যায়। শ্রীবাটীর এই স্কুলে বর্তমানে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ৫৮৪ জন। শ্রীবাটী, নতুনগ্রাম, বাকসা এবং পোস্টগ্রাম মোট চারটি জনপদের মূলত দরিদ্র শ্রেণীর পড়ুয়ার উপর নির্ভর করেই পঠনপাঠনের কাজ চলছে।বিদ্যালয়টি বেশ সাজানো গোছানো। রয়েছে একাধিক সুন্দর তোরণ সহ গোকুলকৃষ্ণ চন্দ্রের আবক্ষ মূর্তি।বিদ্যালয়ে বিশুদ্ধ পানীয়জলের বন্দোবস্ত, পর্যাপ্ত শৌচাগার, বিদ্যুৎ পরিষেবা, লাইব্রেরির পাশাপাশি একটি সুন্দর মঞ্চও রয়েছে। ছাত্রছাত্রীদের প্রাথমিক কম্পিউটার প্রশিক্ষণেরও ব্যবস্থা রয়েছে।

তবে, উন্নততর পঠনপাঠনের কাজে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে বেশ কিছু বাধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। যেমন লাইব্রেরি থাকলেও এখনও পর্যন্ত কোনও লাইব্রেরিয়ান নেই এবং স্কুল কর্তৃপক্ষ ভোকেশনাল ট্রেনিং কোর্স চালুর জন্য উদ্যোগী হলেও তার অনুমোদন মেলেনি।পড়ুয়া সংখ্যা অনুসারে পর্যাপ্ত শিক্ষক সংখ্যার ঘাটতি রয়েছে।এই মুহূর্তে স্কুলে শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী মিলিয়ে মোট ১৮ জন রয়েছেন। পরিকাঠামোর অভাবে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে শুধুমাত্র কলা বিভাগের পাঠদানই হয়।একাধিক প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও স্কুলে পড়ুয়াদের পাশের গড় হার ৯৫ শতাংশ।ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনায় উন্নতি সহ চরিত্র গঠনে উৎসাহিত করতে প্রতিটি ক্লাসেই পুরস্কার প্রদানের বন্দোবস্ত রয়েছে। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রঙ্গদেব গড়াই বলেন, আমাদের বিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের মধ্যে বেশিরভাগই দরিদ্র শ্রেণীর এবং সংখ্যালঘু ও অন্তজ পরিবারভুক্ত। মূলত এলাকার শ্রমজীবী শ্রেণীর পরিবারের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেওয়ার প্রচেষ্টা দেড় শতাধিক আগে শুরু হয়েছিল। সিমিত ক্ষমতার মধ্যেই এখনও এই ধারা অব্যাহত।তিনি আরও বলেন, স্কুল প্রতিষ্ঠা দিবসকে সামনে রেখে প্রতিবছর ৫ জানুয়ারি স্কুলে 'চাপা কলা উৎসব' উদযাপন করা হয় এবং তাতে ছাত্রছাত্রীদের পাশাপাশি অসংখ্য অভিভাবক এবং এলাকার শিক্ষানুরাগীরা সেই উৎসবে যোগদান করেন। শ্রীবাটী গ্রামের শিক্ষানুরাগী প্রবীণ বাসিন্দা নরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, স্থানীয় বাসিন্দা তথা পঞ্চায়েতের প্রাক্তন উপ প্রধান জগন্নাথ রুদ্র প্রমুখ নানাভাবে এই স্কুলের উন্নতিতে নিজেদের জড়িয়ে রেখেছেন। স্থানীয় বাসিন্দারা শ্রীবাটী জি কে হাইস্কুল নিয়ে অত্যন্ত গর্ববোধ করে থাকেন।

মাঙ্গলিকী

আচার্য শিরীষ চন্দ্রের জন্মজয়ন্তী উদযাপন

সঞ্জয় চক্রবর্ত্তী, হাওড়া : অখিল ভারত বিবেকানন্দ যুবমহামণ্ডল (আন্দুল–মৌড়ী শাখার) উদ্যোগে মহিয়াড়ী কুন্ডু চৌধুরী ইনস্টিটিউশনে এই বিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক আচার্য শিরীষ চন্দ্রের ১৫২ তম জন্মজয়ন্তী পালিত হয়। এটি ছিল ১৪ তম বর্ষ। প্রার্থনা সঙ্গীত, স্বদেশমন্ত্র পাঠ ও উদ্বোধন সঙ্গীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। সম্পাদকীয় বক্তব্য রাখেন বিশ্বনাথ বেরা। শিরীষচন্দ্র ৫২ বছর এই স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন এবং ১৮৯৭ সালের ৭ মার্চ দক্ষিণেশ্বরে স্বামীজীর সঙ্গে যে তার সাক্ষাত হয়েছিল তা তিনি উল্লেখ করেন। আচার্য্য শিরীষ চন্দ্রের সংক্ষিপ্ত জীবনী পাঠ করেন দেবনাথ সাধুখাঁ। শিরীষ চন্দ্রের চারিত্রিক দৃঢ়তা বিষয়ে বক্তব্য রাখেন দেবীপ্রসাদ মিত্র। তিনি বলেন, সীতা যেমন তাঁর পবিত্রতার জোরে অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ছিলেন তেমনি ব্রিটিশ সাহেব শিরীষচন্দ্রকে ধরতে করতে এসে তাকে ফিরে যান তার চারিত্রিক দৃঢ়তায় মুগ্ধ হয়ে। দৃঢ়তার জোরে উচ্চপদস্থ পুলিশ অফিসারে রোষানল থেকে মুক্ত হয়েছিলেন। আচার্য্য শিরীষচন্দ্রকে শ্রীশ্রীপ্রেমিক মহারাজ কালী কৃষ্ণের অভেদ তত্ত্বের একটি অপূর্ব গল্প শুনিয়েছিলেন। সেটি পরিবেশন করেন শ্যামসুন্দর দাস। শিরীষ চন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ সভাপতি সুশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় শিরীষ চন্দ্রের প্রনতি বলে একটি স্বরবিত কবিতা পাঠ করেন কালিদাস সাধুখাঁ। শিরীষ চন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন নবনীহরণ মুখোপাধ্যায়ের, স্নেহ ধন্যা রঞ্জিতা সাহা। স্কুলের সভাপতি শুভজ্যোতি ঘোষ মহাশয় বক্তব্য রাখেন। প্রথিতযশা শিক্ষক ডাঃ মোহনলাল মণ্ডল মহাশয় বলেন শিরীষ মুখোপাধ্যায়ের মত এরকম আদর্শ নিষ্ঠ শিক্ষক আজকের দিনে বিরল। তিনি সমাজ মহামণ্ডলের ভূমিকার প্রশংসা করেন। অম্বরনাথ ভট্টাচার্য স্বরচিত শ্রদ্ধাঞ্জলি পাঠ করেন। সবশেষে বক্তব্য রাখেন প্রনবানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করেন মেঘনাথ রায়, শ্যামসুন্দর দাস, গৌতম নাথ এবং গৌরব ভাণ্ডারী।

১৫ তম বর্ষে পদার্পণ বিবিআইটি

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২০০৯ সালে বজবজে ২৪০ জন ছাত্রছাত্রী নিয়ে পথচলা শুরু করেছিল বিবি আই টি কলেজ। দক্ষিণ ২৪ পরগনার বজবজ চড়িয়াল রোডে প্রত্যন্ত গ্রাম্য অঞ্চলে গড়ে ওঠা বিবি আইটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ২০০৯ সালে একটি ছোট্ট জায়গায় গড়ে ওঠে। দেখতে দেখতে ১৫ বছর কেটে গেছে, বেড়েছে ক্যাম্পাস, বেড়েছে ফ্যাকাল্টি, বেড়েছে প্রফেসর, প্রায় ১০০টি প্রফেসর নিয়ে জেলার বুকে নতুন ছাত্র–ছাত্রীদের আশার প্রেরণা হয়ে উঠেছে বজ বজ বিবিআইটি কলেজ। যার বর্তমান ছাত্র সংখ্যা প্রায় ৩৫০০ জন। কলেজের আয়তন বেড়ে কয়েক একর হয়েছে। যেখানে ছাত্র আবাসন থেকে খেলার মাঠ সুইমিংপুল সবই ব্যবস্থা করেছে বিবিআইটি। শুধু যে স্কুল কিংবা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ নিয়ে থেমে থাকে নি। তাদের লক্ষ্য ছিল এটিকে একটি ইউনিভার্সিটিতে রূপ দেওয়া যেটি সারা ভারতের অন্যান্য কলেজের মতো নিজেকে প্রতিষ্ঠা করা। তাই কলেজের ১৫ তম বর্ষে পদার্পণে বিভিন্ন অতিথিদের সংবর্ধনা দেওয়ার পাশাপাশি গুণী ব্যক্তিদেরও সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

‘প্রাক্তনী’র সমরেশ বসু স্মরণ

শ্রেয়সী ঘোষ : প্রতিমাসের প্রথম মঙ্গলবার দুপুরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রাক্তনীর আসর বসে আশুতোষ ভবনে।

চলতি আগস্ট মাসের ৬ তারিখ ২১৩ নম্বর ঘরে সেই অধিবেশন বসে। সর্বজনপ্রিয় লেখক সমরেশ বসুর জন্ম শতবর্ষ চলছে। তাঁর স্মরণে এই অনুষ্ঠান। পাশাপাশি বাইশে শে শ্রাবণ রবীন্দ্রনাথের তিরোধান দিবসকেও স্মরণ করা হল। বাংলা বিভাগের প্রয়াত অধ্যাপক ড. উজ্জ্বলকুমার মজুমদারের স্মৃতির উদ্দেশে এই অধিবেশনটি নিবেদিত। সভ্য সভ্যারা কথায়, কবিতায়, গানে, গল্প পাঠে, গল্পের নাট্যরূপ দিয়ে শ্রুতি নাটক পরিবেশনের মাধ্যমে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করলেন। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ছিলেন অভিযান বন্দ্যোপাধ্যায়, ড. কৃষ্ণপদ দাস, সুস্মিতা দাস, চকিতা চট্টোপাধ্যায়, বিদিশা মুখোপাধ্যায়, অপর্না বিশ্বাস, দীপান্বিতা সেন, শর্মিষ্ঠা সিংহ, অরিন্দম সরকার, যীশু দাস প্রমুখ। সংস্থার সম্পাদক ড. শঙ্কর ঘোষ দক্ষ হাতে প্রায় আড়াই ঘন্টা ব্যাপী এই অনুষ্ঠানের সঞ্চালনা করলেন। গানও শোনালেন।জাতীয় শিক্ষক ড. নিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতির আসন অলংকৃত করেন। তিনি অংশগ্রহণকারীদের ধন্যবাদ জানান এবং শোনান সমরেশ বসুর জীবন সম্পর্কে নানান তথ্য।

কিশোর কুমারের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে রক্তদান উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : প্রখ্যাত গায়ক কিশোর কুমারের ৯৬ তম জন্ম দিবস উপলক্ষ্যে রক্তদান উৎসবের আয়োজন করেছিল ক্যানিংয়ের শান্তি ব্যায়ামাগার। রবিবার ক্যানিংয়ের গোলকুঠি পাড়ার মহতি রক্তদান উৎসবের সূচনা করেন প্রাক্তন কলকাতার মহানাগরিক শোভন চ্যাটার্জী। ছিলেন বৈশাখী ব্যানার্জী, অগ্নিশা ব্যানার্জী,প্রাক্তন ফুটবলার প্রবীর বসু, প্রাক্তন স্বর্ণপদক প্রাপ্ত আন্তর্জাতিক ওয়াটার পোলো খেলোয়াড রবীন বলদে, ক্যানিং ১নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি উত্তম দাস, বিশিষ্ট সমাজসেবী তথা মাতলা ১ পঞ্চায়েত সদস্য বিপ্লব ঘোষ, ক্যানিং শান্তি ব্যায়ামাগারের সভাপতি সুব্রত বসু সহ অন্যান্যরা। ২৭ তম বর্ষের রক্তদান উৎসবে ২০০ জন স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। রক্তদান উৎসব প্রসঙ্গে প্রাক্তন মহানাগরিক শোভন চ্যাটার্জী বলেন, ‘এমন সব মহতি রক্তদান উৎসব অনুষ্ঠানের জন্য সকলকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া উচিত। আমি ও বৈশাখী যতটা সামর্থ সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেব।’ অন্যদিকে, ক্যানিং শান্তি ব্যায়ামাগারের সম্পাদক বিকাশ মজুমদার জানিয়েছেন, ‘রক্তের কোনও বিকল্প নেই। ফলে রক্তদান করা ছাড়া অন্যকিছুই ভাবা যায় না। তারজন্য প্রতি বছরই কিশোর কুমারের জন্মদিনে রক্তদান উৎসবের আয়োজন করা হয়। রবিবার রক্তদান উৎসবে পুরুষ মহিলা মিলিয়ে ২০০ জন রক্ত দান করেন।’

ঢাকুরিয়া আদি বাবুবাগান দুর্গোৎসবের খুঁটিপুজো

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৪ আগস্ট ঢাকুরিয়া আদি বাবুবাগান দুর্গোৎসব কমিটির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল এবারের পুজোর খুঁটিপুজো অনুষ্ঠান। এবারে এই পুজো ৭২তম বর্ষে পদার্পণ করল। অনুষ্ঠানে ছিলেন মেয়র পারিষদ ও বিধায়ক দেবাশিস কুমার, আইএফএ সহ–সভাপতি সৌরভ পাল, আইএফএ অফিসিয়াল ও সাদার্ন সমিতি ক্লাবের জিনিয়া রায়চৌধুরী, আদি বাবুবাগান পুজো কমিটির সাধারণ সচিব অভিষেক মুখার্জি, কার্যকরী সচিব সোমনাথ বোস ও কমিটির অন্যান্য সমস্ত সভ্য ও সদস্যবৃন্দ। এবারে এদের থিম চিন্ময়ী থেকে মৃন্ময়ী’।

উত্তর বাওয়ালীতে রক্তদান শিবির

নিজস্ব সংবাদদাতা : উত্তর বাওয়ালী চিড়িয়াখানা বাগানস্থিত ইষ্টিকুটুম ভিলায় গত ২৮ জুলাই, বাওয়ালী সখ্য সংঘ ও শিশু সংগঠন এবং ইষ্টিকুটুমের যৌথ উদ্যোগে একটি স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। অ্যাসোসিয়েশন অফ ভলান্টারি ব্লাড ডোনার্স ওয়েস্ট বেঙ্গলের সহযোগিতায় চিত্তরঞ্জন ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ ব্লাডব্যাঙ্ক রক্ত সংগ্রহ করে। উপস্থিত ছিলেন বজবজের বিধায়ক অশোক দেব, জেলা পরিষদের জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ কর্মাধ্যক্ষ শিখা রায়, সদস্য সেখ বাপী, নর্থ বাওয়ালী গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান লক্ষ্মীনারায়ণ জাটী, বিশিষ্ট সমাজসেবী স্বপন কুমার রায়, বাসুদেব কাবড়ী, অমরনাথ ভট্টাচার্য, করুণাশীষ চক্রবর্তী, তাপস চক্রবর্তী অসিত বর্মন সহ একাধিক ব্যক্তিবর্গ। বিনা উপহারে রক্তদাতারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করায় সংস্থার পক্ষ থেকে রঞ্জনা মণ্ডল মুর্খার্জী সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। রক্তদাতা সহ উপস্থিত সকলকে চারাগাছ দিয়ে পরিবেশ বান্ধব বার্তা দেওয়া হয়।

ইন্ডিয়া–বাংলাদেশ সাইনিং পার্সোনালিটি অ্যাওয়ার্ড ২০২৪

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ইন্ডিয়া–বাংলাদেশ রিপোটার্স অ্যাসোসিয়েশন (ইব্রা) ও টেলিভিশন রিপোর্টার্স অব বাংলাদেশ (ট্রাব) ইন্ডিয়া শাখার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল দুই বাংলার সাংস্কৃতিক–সম্প্রীতি শীর্ষক আলোচনা। অনুষ্ঠানে হাজির দুই বাংলার সাংবাদিক ও গণমান্য অতিথিরা সংকল্প নিলেন এপার–ওপারের ভাষা–শিল্প–সংস্কৃতির আদানপ্রদানের। অনুষ্ঠানের শিশুদের নিয়ে তৈরি শর্টফিল্ম ‘গোলু’ প্রদর্শিত হয়। দুই দেশের দুই বরেণ্য ব্যক্তির স্মরণে দুটি তথ্যচিত্রের নির্বাচিত অংশ প্রদর্শন করা হয়।

বাংলাদেশের বরেণ্য চলচ্চিত্র সাংবাদিক ও চলচ্চিত্র পরিচালক প্রয়াত ফজলুল হকের জীবনী নিয়ে তথ্যচিত্র The Fronters Man Fajlul Haque তথ্যচিত্রটি প্রদর্শিত হয়। তথ্যচিত্রের পরিচালক শহিদুল আলম সাচ্চু (Sahidul Alam Sacchu)। প্রয়াত ফজলুল হকের পুত্রবধু তথা শিল্পপতি কনা রেজা প্রয়াত হকের স্মৃতিচারণা করেন। এপার বাংলায় তরফে প্রদর্শিত হয় তপশ্রী গুপ্ত পরিচালিত তথ্যচিত্র “অগ্নিপুরুষ বিনোদ বিহারী”। অবিভক্ত ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামে বর্তমান দুটি দেশের মানুষের অবদান অনস্বীকার্য। স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলাদেশের চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন এক অবিস্মরণীয় সংগ্রাম। সেই সংগ্রামে মাস্টারদা সূর্য সেনের অন্যতম সঙ্গী ছিলেন বিনোদবিহারী চৌধুরী। ১০২ বছর বয়সে কলকাতায় তাঁর পুত্রের বাসভবনে এক রুদ্ধশ্বাস সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়, যা আজও অপ্রকাশিত। সেই সাক্ষাৎকারটি নিয়ে তথ্যচিত্র অগ্নিপুরুষ বিনোদ বিহারী।

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাংবাদিক সালাম মাহমুদ, পরিচালক, অভিনেতা, নাট্যকার সাজ্জাদ হোসেন দোদুল, সাধারণ সম্পাদক, (টেলিপ্যাব), নাসরিন হেলালী, নাট্য নির্দেশক, অভিনেত্রী, আবদুন নুর সজল, বিশিষ্ট টিভি ও চলচ্চিত্র অভিনেতা, আবুল হোসেন মজুমদার, চলচ্চিত্র প্রযোজক, সালমান হায়দার, বিশিষ্ট চিত্রনাট্যকার ও পরিচালক, লায়ন আনোয়ারা বেগম নিপা, চেয়ারম্যান, স্মার্ট বাংলাদেশ বিজনেস এসোসিয়েশন, রাজিয়া মুন্নি, কণ্ঠশিল্পী, বাংলাদেশ টেলিভিশন ভারতের প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন মন্ত্রী ডঃ হুমায়ুন কবীর, শিক্ষাবিদ পবিত্র সরকার, পদ্মশ্রী মাসুম আখতার, তপশ্রী গুপ্ত, অধ্যাপক রাধাতমাল গোস্বামী, ডঃ নটরাজ রায় সহ বহু গুণিজন।

এরপর দুই বাংলার কৃতী মানুষদের ‘ইন্ডিয়া–বাংলাদেশ সাইনিং পার্সোনালিটি অ্যাওয়ার্ড ২০২৪’ সম্মান জানানো হয়। সম্মানিত হন চলচ্চিত্র পরিচালক রাজকুমার পাল, প্রকৃতি প্রেমী চিত্রগ্রাহক অনুপম হালদার, গীতিকার, সুরকার ও সঙ্গীত শিল্পী কুশল চ্যাটার্জী, কণ্ঠশিল্পী, গীতিকার ও সুরকার সঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়, প্রাবন্ধিক ও লেখক তরুণ রায়চৌধুরী, বাংলা সাহিত্য কবিতা জন্য তাপস মহাপাত্র, চিত্রশিল্পী সোমা কুণ্ডু ও সমীর কুণ্ডু, সোমেন কোলে, অভিনেত্রী ও সঙ্গীত শিল্পী জেনিভা রায়।

রবীন্দ্র–নজরুল মঞ্চের স্মরণসভা

রঞ্জনা মণ্ডল মুখার্জী : রবীন্দ্র নজরুল মঞ্চের উদ্যোগে গত ২৮ জুলাই, ২০২৪, রবিবার বজবজে কালিপুর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে অগ্নিশিখা পত্রিকার সম্পাদক শেখ রওশন আলী ও গল্পকার মোহন নস্করের স্মরণে এক সাহিত্য সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত স্মরণসভায় বিশিষ্ট কবি–সাহিত্যিক গণ উপস্থিত থেকে তাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন। দেবাশীষ ঘোষ, উৎপলকুমার ধারা, দিলীপ রায়, সুরজিৎ মণ্ডল প্রমুখেরা স্মৃতিচারণায় শেখ রওশন আলী ও মোহন নস্করের সাহিত্য অনুরাগ, কর্মকাণ্ড ও সাহিত্য চর্চায় অবদান সুন্দরভাবে পরিস্ফুট হয়। কৃতি মণ্ডলের আবৃত্তি পরিবেশনের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। সঙ্গীত পরিবেশন করেন সত্যরঞ্জন মণ্ডল ও সুপর্ণা মিত্র। এছাড়া কবিতা পাঠে অংশগ্রহণ করেন পবিত্র চট্টোপাধ্যায়, সৌমেন বোধক, নজরুল ইসলাম, আমানুল্লা মল্লিক, অমরনাথ ভট্টাচার্য, মানস ঘোষ, পার্থ মাঝি, অরূপ হালদার, মৌসুমী সরকার, রীনা বেরা সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। প্রায় দুই ঘণ্টারও বেশি এই স্মরণসভায় প্রায় ৪৬ জনের বেশি কবি–সাহিত্যিক অংশ নিয়েছিলেন। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন মঞ্চের সম্পাদক বেনজির মানব, সমাপ্তি ভাষণে মঞ্চের সভাপতি সৌরেন প্রামানিক সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

গ্রন্থ পর্যালোচনা

গ্রন্থ : হাউ ক্যান ইন্ডিয়া বিকাম অ্যা সুপার পাওয়ার বাই ২০৪৭ : অ্যা ভিশান

লেখক : ড. কেশব চন্দ্র মণ্ডল
প্রকাশক : ইউকিয়োটো পালিশার্স, ইন্ডিয়া, ফিলিপাইনস ও ইউএসএ
মূল্য : হার্ড কভার ১২০০ টাকা
পেপার ব্যাক ৯৩০ টাকা

পরাধীন ভারত এবং স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতবর্ষে বহু ভারত প্রেমিক ও উৎসাহী গবেষক, লেখক, ইতিহাসবিদ এবং সমাজবিজ্ঞানী ভারতবর্ষের রাজনীতি, অর্থব্যবস্থা, সমাজ ব্যবস্থা, শিক্ষা ব্যবস্থা, ইতিহাস, ধর্ম, সাহিত্য ও সংস্কৃতি প্রভৃতি বিষয়ে শতাধিক গ্রন্থ রচনা করেছেন। এদের মধ্যে কয়েকজন উল্লেখযোগ্য লেখক হলেন ডি. ডি. কোশাম্বী (১৯৫৬), রমাশংকর ত্রিপাঠী (১৯৪২), ইজি র‍্যাপসন (১৯১৪), হেনরী ব্যাভারেজ (১৮৩৭), এইচ.জি রলিনসন (১৯৩৮), রেভারেন্ড জেমস ব্রাইস (১৮১০) তারা চাঁদ (১৯৬১, বিপান চন্দ্র, এপিজে আব্দুল কালাম (১৯৯৮–৯৯) অরবিন্দ পানাগরিয়া (২০০৪), নীরা চান্ডোক (২০০৯), এস জয়শংকর (২০২৪) প্রমুখ। এঁদের লেখা পুস্তক গুলির সবকটিই এক একটি বিষয়ের উপর লিখিত বহু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও জ্ঞানের ভাণ্ডার। তবে, উপরোক্ত গ্রন্থগুলির মধ্যে অনেক গুলোই বিদেশি লেখকদের কলমে তাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে লিখিত হয়েছে। আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল এদের গ্রন্থগুলি লিখিত হয়েছে বিশেষ কোনও গবেষণা ছাড়াই কেবলমাত্র পুরানো কিছু পুস্তক, প্রবন্ধ, রিপোর্ট ও ব্যক্তিগত অভি.জ্ঞতার ভিত্তিতে। এঁরা সকলেই বহু বিষয়ে আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে বহুবিধ সমস্যা নিয়েও আলোচনা করেছেন বটে ; তবে সেখানে সমস্যা সমাধানের তেমন কোনও উল্লেখযোগ্য বৈজ্ঞানিক ও যুক্তিসঙ্গত পদ্ধতি অনুপস্থিত।

অপরদিকে, ড. কেশব চন্দ্র মণ্ডল রচিত বর্তমান গ্রন্থটি হাউ ইন্ডিয়া ক্যান বিকাম অ্যা সুপারপাওয়ার বাই ২০৪৭ : অ্যা ভিশান(How can India Become a Superpower by 2047 : A Vision) একটি গবেষণা গ্রন্থ। গ্রন্থটির মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮৭৯ যা ১৪টি অধ্যায়ে বিভক্ত। বইটির কভারের সৌন্দর্য ও আকর্ষণ বৃদ্ধি ঘটিয়েছে ভারতের তিরঙ্গা পতাকার মধ্যে অশোক চক্রের মুদ্রণ। বইটির শুভেচ্ছা বার্তা লিখেছেন নিউদিল্লির অক্ষরধাম মন্দিরের অন্যতম প্রধান মহামহোপাধ্যায় ভদ্রেশ দাস স্বামীজী। প্রাক্ প্রকাশন পর্যায়ে গ্রন্থটির পর্যালোচনা ও ভূয়সী প্রশংসা করেছেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের বিখ্যাত অধ্যাপক ড. দীপঙ্কর সিনহা; ইউক্রেনের ওলেস হোনচার দিনপ্রো ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির অধ্যাপিকা অ্যালিনা শোলনিসকিনা ও পাকিস্তানের বাহাউদ্দীন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা মুনা খায়াল খট্টক। এর সঙ্গে লন্ডন থেকে অ্যানেট জ্যাকশান ও মুম্বাইয়ের লেখিকা মালা জনার্দন ও গ্রন্থটির ব্যাপক প্রশংসা করেছেন এবং আধুনিক বিশ্বের যুবসমাজ ও ছাত্রছাত্রীদের কাজে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন।

গ্রন্থটি থেকে ছাত্রছাত্রীসহ সমস্ত পাঠক সমাজ জানতে পারবে প্রাচীন ভারতের গৌরবময় ঐতিহ্য ও লোভাতুর ইউরোপীয় বণিক ও আফগান এবং তুরস্কের শাসক ও লুণ্ঠনকারীদের ভারত অভিযান এবং তাদের নির্বিচারে হত্যা, লুণ্ঠন ও অত্যাচারের বহু অজানা তথ্য। পতুর্গীজ, ওলন্দাজ, ফরাসি ও ইংরেজ বণিকদের আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যিক দ্বন্দ্ব ভারতের মাটিতে রাজনৈতিক দ্বন্দ্বে পর্যবসিত হয়ে সাধারণ নিরীহ ভারতবাসীকে পরাধীন করে কীভাবে এদেশের শাসন ক্ষমতা কুক্ষিগত করে নিজেদের বিধর্মী, ক্ষমতালোভী, তস্কর ও নির্মম শোষকে পরিণত করেছিল তার এক করুণ চিত্র অঙ্কন করা হয়েছে প্রথম অধ্যায়ে। ইংরেজদের অত্যাচারের মাত্রাা যত বৃদ্ধি পেয়েছে, দেশবাসীর আন্দোলনের তীব্রতা তত বেড়েছে। কীভাবে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামীরা আয়ারল্যান্ড, ফ্রান্স, রাশিয়া ও আমেরিকার স্বাধীনতা আন্দোলনের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে, উক্ত আন্দোলন থেকে শিক্ষা নিয়ে দেশের মাটি বা বিদেশের মাটিতে বসে আন্দোলন চালিয়ে ইংরেজদের পরাজিত করেছিল তার সবিস্তার বর্ণনা করা হয়েছে দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে। গান্ধীজী, নেতাজীসহ জাতীয় কংগ্রেস, বামপন্থী এবং আরএসএস’এর ভূমিকাও তুলে ধরা হয়েছে এখানে। অবশেষে ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভ এবং সদ্যস্বাধীন ভারতবর্ষের বিভিন্ন সমস্যা অর্থনৈতিক, খাদ্য, অস্বাস্থ্য, অপুষ্টি, অশিক্ষা, আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দেশভাগের ফলে শরণার্থী সমস্যা, সীমান্ত সমস্যা, কাশ্মীর সমস্যা, নাগা সমস্যা, আসাম ও পাঞ্জাবের সমস্যার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করা হয়েছে চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায়ে। ভারতীয় মুনিঋষিদের দর্শন ও শিক্ষা এতটাই শক্তিশালী যে তা পৃথিবীর যেকোনও সমস্যা অনায়াসেই সমাধান করে দিতে পারে। ভারতের বহু ধর্ম, ভাষা জাতি ও বর্ণের মানুষের মধ্যে ঐক্য, স্বদেশপ্রীতি ও সম্প্রীতি ঘটানোর লক্ষ্যে কপিলমুনি থেকে শুরু করে শ্রীরামানুজ, নাগার্জুনের দ্বৈতবাদ, আদিশংকরাচার্যের অদ্বৈত বেদান্ত, গৌতম বুদ্ধের অষ্টাঙ্গীক মার্গ, কবিরের দোহা, গুরু নানকদেবের ‘বন্ধ সাকো, কিরাত করো এবং নাম জপো’র মন্ত্র, স্বামী নারায়ণের ‘ঘর সভা’, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ‘যত মত তত পথ’। শ্রীচৈতন্যের দশমূলা, বিবেকানন্দের অমৃতবাণী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও মহাত্মা গান্ধীর দর্শন আলোচনা করে জনগণকে সুস্থ জীবনচর্চা ও অহিংসার পথে জীবন যাপনের প্রেরণা দেওয়া হয়েছে সমগ্র ষষ্ঠ অধ্যায় জুড়ে।

ধর্ম ও রাজনীতি যে পৃথক নয় এবং বিজ্ঞানের সঙ্গে তা যে ওত:প্রোতভাবে জড়িত যে বিষয়ে বিশদ বর্ণনা রয়েছে সপ্তম অধ্যায়ে। আইনস্টাইনের উক্তি ‘ধর্ম ছাড়া বিজ্ঞান যেমন খোঁড়া, তেমনি বিজ্ঞান ছাড়া ধর্ম অন্ধ– এই বিষয়ে একটি সুনিপুণ মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন লেখক বিভিন্ন উদাহরণের মাধ্যমে। ভারতবর্ষের যুবসমাজ ও ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে দেশপ্রেম, দেশভক্তি ও শ্রদ্ধা জাগানোর জন্য দেশের বর্তমান শক্তি ও ক্ষমতা সম্পর্কে তাদের ওয়াকিবহাল করার উদ্দেশ্যে আধুনিক ভারতবর্ষের শক্তি ও ক্ষমতা– অর্থনৈতিক, প্রতিরক্ষা, বাণিজ্যিক, বিদেশনীতি, মহাকাশ গবেষণা, বিজ্ঞান–প্রযুক্তি, উৎপাদন, রপ্তানি, কৃষি, স্বাস্থ্য, গচ্ছিত ধন–সম্পদ, বিদেশি বিনিয়োগ, পরিকাঠামো ইত্যাদির তথ্যনিষ্ঠ আলোচনা করা হয়েছে অষ্টম অধ্যায়ে। ভারতবর্ষের শিক্ষা ব্যবস্থা আলোচনা করা হয়েছে নবম অধ্যায়ে। ইংরেজ শাসন থেকে শুরু করে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ে এদেশের শিক্ষানীতির পর্যালোচনা করেছেন লেখক। এখানে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল জাপান, ফিনল্যান্ড ও আমেরিকাসহ বেশ কয়েকটি দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে ভারতের সাম্প্রতিকতম শিক্ষানীতির তুলনা করে লেখক দেখিয়েছেন এদেশের বর্তমান শিক্ষানীতি অত্যন্ত যুগোপযোগী, আধুনিক ও সর্বোন্নত। শিক্ষার সঙ্গে পরিবেশ দূষণ বিষয়টিও বর্তমান বিশ্বের সমস্ত সচেতন মানুষের কাছে যথেষ্ট উদ্বেগের বিষয়। ফলতঃ পরবর্তী অধ্যায়ে পরিবেশ দূষণের কুফল ও কীভাবে ভারতবর্ষ আগামীদিনে অচিরাচরিত বিদ্যুৎ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে উঠতে পারে সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। রাম সার সাইট, প্যারিস চুক্তি (২০১৫) ও ন্যাশনাল অ্যাকশান প্ল্যান অন ক্লাইমেট চেঞ্জ (২০০৮) বিষয়েও বিস্তারিত আলোচনা আছে বইটিতে।

কীভাবে ২০৪৭ সালের মধ্যে ভারতবর্ষ বিশ্বের মধ্যে অত্যন্ত ক্ষমতাশালী দেশ বা সুপার পাওয়ার হতে পারবে তার একটা রূপরেখা তৈরি করা হয়েছে একাদশ অধ্যায়ে। চিন, জাপান, জামার্নি, ইজরায়েল ও আমেরিকা থেকে ভারত কি কি বিষয়ে শিক্ষা লাভ করতে পারবে, কীভাবে ভারতবর্ষ চিনকে হারিয়ে পৃথিবীর ম্যানুফ্যাকচারি। হাবে পরিণত হতে পারবে সে বিষয়ে বিস্তারিত বিশ্লেষণ করা হয়েছে এখানে। ভারতবর্ষের সফ্ট পাওয়ার (Soft Power) হল আমাদের যোগা, আধ্যাত্মিকতা, খেলাধূলা, শিক্ষা সংস্কৃতি প্রভৃতি। একবিংশ শতাব্দীতে যন্ত্রণাময় পৃথিবীর বহু লক্ষ দুখী ও অসুখী মানুষকে সুখ ও আনন্দ দেবার লক্ষ্যে আমাদের দেশের আধ্যাত্মিকতা বিষয়ে দ্বাদশ অধ্যায় সবিস্তারে আলোচনা করা হয়েছে। কেন ভারতবর্ষকে বিশ্বের আধ্যাত্মিক নেতা’ বা Spiritual Leader বলা হয়, তার পটভূমি ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ভারতের দর্শন ও আধ্যাত্মিকতা বিষয়ে বারাক ওবামা, ডেভিড ক্যামেরুন, ম্যাক্স মুলার, ইউ থান্ট, হো–চি–মিন, সিঞ্জো আবে, ইমানুয়েল ম্যাঁক্রো, ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রমুখের বর্ণনা ও ব্যাখ্যা উপস্থাপিত করা হয়েছে যুবসমাজকে ভারতের আধ্যাত্মিকতার গুরুত্ব ও তাৎপর্য সম্পর্কে সম্মান ও শ্রদ্ধা জাগ্রত করতে। কর্মফল বিষয়েও আলোচনা করা হয়েছে।

বর্তমানে ভারতবর্ষ বিশ্বের পঞ্চম বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ। কীভাবে ভারতের এই অভাবনীয় উন্নতিসাধন হয়েছে বিগত ১০ বছরে; কেন সমগ্র পৃথিবী আজ ভারতবর্ষকে সমীহ করে, মর্যাদা দেয় ও ভারতের বক্তব্য তা সে যুদ্ধবিরতি হোক বা ক্লাইমেট চেঞ্জ হোক অথবা বিশ্ব বাণিজ্য হোক মন দিয়ে শোনে, তার ব্যাখ্যা করা হয়েছে ত্রয়োদশ অধ্যায়ে। ভারতের ফরেন পলিসি ও পাবলিক পলিসি নিয়ে সবিস্তারে আলোচিত হয়েছে এই অধ্যায়ে। অবশেষে, ভারতবর্ষের বেশকিছু বাস্তব সমস্যা যেমন মাথাপিছু কম জাতীয় আয়, অপুষ্টি, দারিদ্র, পার্লামেন্টে বেশ কিছু ক্রিমিনালদের আধিপত্য, কোন প্রশিক্ষণ ছাড়াই এমপি, এমএলএ বা মন্ত্রী হওয়া, কুকথার রাজনীতি, স্বার্থপরতা, প্রতিবেশি রাষ্ট্রের ক্ষতিসাধনের চেষ্টা, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যে কম বিনিয়োগ, সমাজে রোল মডেলের অভাব, মূল্যবোধের শিক্ষার অনুপস্থিতি, স্বদেশ প্রেমের ঘাটতি, লাগাম ছাড়া দুর্নীতি, এক জাতিকে পিছিয়ে রাখার নীতি ইত্যাদি বিষয়ের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। তবে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশও করা হয়েছে সরকার ও নীতি প্রনেতাদের কাছে। যেমন ধরুন জাতীয় আয় বৃদ্ধি করা আমেরিকা, রাশিয়া ও চিনের সমান পরিকাঠামো উন্নয়ন, প্রচুর ম্যানুফাকচারিং শিল্প স্থাপন, ছাত্রছাত্রীদের দক্ষতা বৃদ্ধি, সরকারের গঠন, পরিচালনা, সময়কাল ও নীতি প্রণয়ন পদ্ধতির পরিবর্তন, নাগরিকদের কর্তব্য, রাষ্ট্রের কতর্ব্য, সমাজের বড়দের কাজ, মায়েদের কর্তব্য, জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকলের উন্নয়ন, প্রত্যেক ব্যক্তির মাথা পিছু আয় বৃদ্ধি ইত্যাদি। শুধুমাত্র পরামর্শ দিয়েই লেখক দায় সারেননি; কীভাবে তা বাস্তবে রূপায়ণ করা যাবে তার সুস্পষ্ট ও বাস্তবসম্মত দিশাও দেখিয়েছেন। এখানেই বিশেষত্ব এই গ্রন্থটির। আমি ড. কেশবচন্দ্র মণ্ডলের বর্তমান বইটির সাফল্য কামনা করি। — প্রণব গুহ

আঁশ কাঁচে

শুটিংয়ে লক্ষ্যভ্রষ্ট

ব্রোঞ্জ জয়ের ম্যাচে মাত্র ১ পয়েন্টের ব্যবধানে পদক হাতছাড়া হল ভারতের। ফলে শুটিংয়ে স্কিটের মিক্সড ইভেন্টে ভারতের মহেশ্বরী চৌহান এবং অনন্ত জিৎ সিং নারুকাও অল্পের জন্য আনতে পারলেন না পদক। চিনের কাছে ৪৩-৪৪ পয়েন্টে হারতে হল ভারতীয় জুটিকে।

চোটেই স্বপ্ন শেষ

নিশা দাহিয়া, কুস্তিতে লড়লেন-এগিয়ে রইলেন কিন্তু জেতাটা আর হল না শেষপর্যন্ত। স্বপ্নভঙ্গ চোটের কারণে। জেতা ম্যাচ হাতছাড়া হওয়ায় কান্নায় ভেঙে পড়লেন ভারতীয় কুস্তিগির। ৬৮ কেজি ফ্রিস্টাইল বিভাগে একসময় উত্তর কোরিয়ার পাক সুল গুমের বিরুদ্ধে ৮-১ বাউটে এগিয়ে ছিলেন। এরপরই হাতে গুরুতর চোট পান। তারপরও চেষ্টা করেন। কিন্তু হাতের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি মেলেনি। পাননি সেমিফাইনালের ছাড়পত্রও। ৮-১ থেকেই ১০-৮ এ জিতে নেন উত্তর কোরিয়ার প্রতিদ্বন্দ্বী।

লক্ষ্যচ্যুত লক্ষ্য

লক্ষ্য সেন সোনা-রুপোর দৌড়ে যেতে পারেননি। ব্রোঞ্জের লড়াইতেও লক্ষ্যচ্যুত হলেন। ফলে, ব্যাডমিন্টনে শেষ সুযোগটাও হাতছাড়া হল ভারতের। মালয়েশিয়ার জি জিয়া লি'র বিরুদ্ধে প্রথম গেম ২১-১৩ ব্যবধানে জিতলেও, এরপরে আর ছন্দ ধরে রাখতে পারেননি লক্ষ্য। হারেন ২১-১৬, ২১-১১ ব্যবধানে।

নিশান্তের হার

দুর্দান্ত লড়াই নিশান্ত দেবের। তবু ভারতের পক্ষে গেল না ফল। বিতর্ক জাজের জাজমেন্ট নিয়েই!বিশ্বের ২ নম্বর মেক্সিকান বক্সার মার্কো ভার্দে কাছে হেরে কোয়ার্টার ফাইনালেই বিদায় নিলেন নিশান্ত। ফলে, পদকের সম্ভাবনা আরও একটা শেষ হল। ৭১ কেজি বিভাগের প্রথম ২ রাউন্ডে এগিয়ে থেকেও ছিটকে যেতে হল নিশান্তকে।

পদক হাতছাড়া

নিশান্তের বিতর্কিত পদক হাতছাড়ার পর হতাশ করলেন লভলিনাও। কোয়ার্টারেই বিদায় নিলেন গতবারের পদকজয়ী। বক্সিংয়ের ৭৫ কেজি ক্যাটেগরির কোয়ার্টার ফাইনালে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের পরে চিনা বক্সার লি কিয়ানের বিরুদ্ধে হেরে গেলেন ভারতীয় তারকা। লি কিয়ানের কাছে লভলিনা হারেন ৪-১ ব্যবধানে।

বিদায় দীপিকার

এগিয়ে গিয়েও লক্ষ্যভ্রষ্ট। কোয়ার্টার ফাইনালেই বিদায় দীপিকা কুমারির। জার্মানির মিশেল ক্রোপেনকে ৬-৪ ফলে হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে যান দীপিকা। আশা জাগান। কিন্তু কোয়ার্টারেই দক্ষিণ কোরিয়ার মুখোমুখি হতে হয়। সেখানেই দ্বিতীয়বাছাই নাম-সু হিয়ংয়ের কাছে ৪-৬ ফলে হেরে যান দীপিকা।

মহমেডানের হার

মহমেডান স্পোর্টিংকে হারিয়ে নকআউট পর্ব নিশ্চিত করে ফেলল সুনীল ছেত্রীর বেঙ্গালুরু। হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ে মহমেডান স্পোর্টিংকে ৩-২ গোলে হারায় সুনীল ছেত্রীরা। শেষ ১০ মিনিট সাদা কালো ব্রিগেডকে খেলতে হয় ১০ জনে।

বাগানের ফাইভস্টার

বাগানের ঝড়ে লাইনচ্যুত রেল। টালিগঞ্জকে পাঁচ গোল দেওয়ার পর এবার ইস্টার্ন রেলের বিরুদ্ধেও ফাইভস্টার মোহনবাগান। নৈহাটি স্টেডিয়ামে ইস্টার্ন রেলকে ৫-০ গোলে হারিয়ে কলকাতা লিগে ছন্দে ফিরল সবুজ মেরুন। গত ম্যাচে হ্যাটট্রিক করেছিলেন সুহেল ভাট। এবার বাগানের হয়ে হ্যাটট্রিক করেন সালাউদ্দিন। বাকি দুটো গোল ফারদিন আলি এবং রাজ বাসফোরের।

প্যারিস অলিম্পিকের ডায়েরি

ঘুম থেকে উঠেই পদক

◆অলিম্পিকে গিয়ে ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ডেই সটান ঘুম! ফাইনালের আগে এ'ছবি দেখলে অন্যদের ঘুম ছুটে যাওয়াই স্বাভাবিক! দিব্যি নিজের কিট ব্যাগের ওপর গ্রিন ম্যাটে শুয়ে চোখ বন্ধ। ঘুম থেকে উঠে ইউক্রেনের সেই ইয়ারোস্লাভা মাহুচিখই জিতলেন অলিম্পিকের সোনা। হাই জাম্পে প্রথম প্রচেষ্টাতেই লাফালেন ২ মিটার। তাতেই আসে সোনা। গত মাসে প্যারিসেই ২.১০ মিটার লাফিয়ে বিশ্বরেকর্ড গড়েছিলেন তিনি। সোনা জিতলেন, কিন্তু এমন নিশ্চিন্তে ঘুমোলেন কীভাবে! এই প্রশ্ন মনে জাগাটাই স্বাভাবিক। মাহুচিখ নিজেই জানান, ওই শুয়ে থাকাটাই পরের লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়ার রসদ। আপাতদৃষ্টিতে ঘুমোচ্ছেন বা ধ্যান করছেন মনে হতে পারে, কিন্তু আসলে, এটা মেডিটেশন থেরাপি। ফোকাস করার জন্যই করা। যেখানে কখনও তিনি সংখ্যা গোনেন, কখনো খোলা আকাশের নীচে মেঘ! নিজেই বলেছেন, 'আমি যখন শুয়ে থাকি তখন আমি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি। কখনও কখনও আমি মেঘ দেখি, কখনও কখনও আমি সংখ্যা গণনা করতে পারি বা শ্বাস নিতে, শ্বাস ছাড়তে পারি। স্টেডিয়ামে আছি, এই ভাবনা থেকে দূরে থাকি।' তাঁর কোচ জানিয়েছেন, পায়ে রক্ত জমাট না বাঁধতে পারে তারজন্যও এটা করেন মাহুচিখ। তাই প্রতিযোগিতায় নিত্যসঙ্গী এই স্লিপিং ব্যাগ। যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউক্রেনের হয়ে লড়াই মাহুচিখের। সোনা জিতে দেশকেই উৎসর্গ করেছেন তিনি।

জকোভিচের বৃত্তপূরণ

◆ এক জীবনের স্বপ্নপূরণ। রুদ্ধশ্বাস ফাইনালে নবীন-প্রবীনের লড়াইয়ে শেষ হাসি হাসলেন ৩৭ বছরের নোভাক জকোভিচ। জিতেই র‍্যাকেট ছুড়ে ফেললেন। হাঁটু গেড়ে মুষ্ঠিবদ্ধ হাত উঁচিয়ে উল্লাস করলেন। এরপর মাথা নীচু করে চুমু এঁকে দিলেন কোর্টে। পঞ্চমবারের চেষ্টায় প্রথমবারের মতো অলিম্পিকের সোনা জিতলেন ছেলেদের টেনিসে সবচেয়ে বেশি গ্র্যান্ড স্লামের মালিক। সার্বিয়ান কিংবদন্তি জিতলেন ৭-৬ (৩), ৭-৬ (২) গেমে। 'বুড়ো ঘোড়া' র কাছেই হারলেন তরুণ তুর্কি কার্লোস আলকারাজ। দুজনের কেউ ফাইনালের আগে হারেননি একটি সেটও। ফলে ম্যাচে যে কেউ কাউকেই ছাড়বেন না বোঝাই যাচ্ছিল। হলও তাই। সপ্তাহ তিনেক আগেই উইম্বলডনের ফাইনালে জকোভিচকে উড়িয়ে দিলেও এবার আর পারলেন না ২১ বছর বয়সী স্প্যানিশ তারকা। তাতে পূর্ণতা পেল জকোভিচের টেনিস অধ্যায়। চারটি গ্র্যান্ড স্লাম জয়ের সঙ্গে অলিম্পিক সোনা জয়ে কেরিয়ারে গোল্ডেন স্লাম পেলেন জকোভিচ। যে কৃতিত্ব রয়েছে স্টেফি গ্রাফ, আন্দ্রে আগাসি, রাফায়েল নাদাল ও সেরেনা উইলিয়ামসের।

বিশ্বরেকর্ড ভাঙা নেশার মতো

◆'এক পায়ে দাঁড়িয়ে, সব গাছ ছাড়িয়ে...'। এ যেন ঠিক তাই। পোল হাতে এক দৌড়, এরপর পোলের সাহায্যেই উড়ে গিয়ে জাম্প করলেন! টপকালেন বার। ৬.২৫ মিটার! দর্শকদের চোখে-মুখে বিস্ময়। তাঁর নিজের কাছেও যেন প্রথমটায় অবিশ্বাস্য ঠেকল! কিন্তু এটাই সত্যি! স্তাদ দে ফ্রান্স মুখরিত মুন্দো-মুন্দো স্লোগানে। উচ্ছ্বাসে ভেসে গেলেন সুইডিশ পোল ভল্টার আরমান্দো ডুপ্লান্টিস। এই নিয়ে ৯ বার বিশ্ব রেকর্ড ভাঙলেন ২৪ বছর বয়সী অ্যাথলিট। টোকিও অলিম্পিকের সোনার জয়ের পর, প্যারিস অলিম্পিকেও বিশ্বরেকর্ড গড়ে সোনা জিতলেন ডুপ্লান্টিস। গত এপ্রিলেই ৬.২৪ মিটার লাফ দিয়ে রেকর্ড গড়েন ডুপ্লান্টিস। প্যারিস অলিম্পিকে তাও ছাড়িয়ে গেলেন। বিশ্বরেকর্ড গড়ে তিনি বলেন, 'অলিম্পিকে বিশ্ব রেকর্ড ভাঙাটা শৈশব থেকেই আমার সবচেয়ে বড় স্বপ্ন। আমি কেবল অলিম্পিকে বিশ্বরেকর্ড ভাঙলাম।' এই পোল ভল্টার অবশ্য সোনাজয় নিশ্চিত করে ফেলেছিলেন ৬ মিটার লাফিয়েই। এরপর ৬.১০ মিটার লাফানোর পর চেষ্টা করেন ৬.২৫ মিটার লাফানোর। তাতেই স্টেডিয়াম মাতিয়ে দেন এই সুইডিশ তারকা।

খেলোয়াড়ের যন্ত্রণা খেলোয়াড়ই বোঝেন

◆হেরেই তো যাচ্ছিলেন! হয়তো হেরেই যেতেন! তবু ফাইনালে গেছেন। পোডিয়ামে দাঁড়িয়েছেন। পদক জয়ের আনন্দের মুহূর্তে চিনের হে বিং জিয়াও ক্যারোলিনা মারিনকে ভুলে যাননি। তাঁর জন্যই তো এই রুপোর পদক গলায় ঝুলল বলা চলে! বিং জিয়াও রুপোর সঙ্গে সঙ্গে মনও জিতে নিলেন। খেলায় হার-জিত থাকেই। চোট-আঘাতও। তবু পোডিয়ামে প্রতিদ্বন্দ্বীকে ভোলেননি জিয়াও। ক্যারোলিনার জন্য স্পেনের পতাকার ছোট্ট পিন (ব্যাচ) নিয়েই পদক গলায় ঝুলিয়েছেন। এটাই সহমর্মিতা। খেলায় স্পোর্টসম্যান স্পিরিট। যে স্পিরিট দেখিয়েছেন পিভি সিন্ধুও মারিনের প্রতি সমর্থন জানিয়ে। সিন্ধু নিজেও স্বীকার করেছেন, ক্যারোলিনাই তাঁর সবচেয়ে বড় খেলার প্রতিদ্বন্দ্বী। বি জিয়াও হয়তো হেরে যেতেন সেমিতেই, যদি না ক্যারোলিনা মারিন হাঁটুর চোটে নাম প্রত্যাহার না করতেন। যন্ত্রণা-কষ্টে হাউহাউ করে কেঁদে ফেলেন মারিন। চিনা প্রতিদ্বন্দ্বী জিয়াও বোঝেন একজন খেলোয়াড়ের যন্ত্রণাটা!

সবাই যেন সমান

অলিম্পিকের মূল আকর্ষণই ১০০ মিটার স্প্রিন্ট। সময়ের হিসেবে যার স্থায়ীত্ব বড়জোর ১০ সেকেন্ড! কিন্তু এবার ফলাফল পেতে সময় লাগল আরও ৩০ সেকেন্ড! জামাইকার কিশানে টম্পসনকে ফটোফিনিশেই হারিয়ে দিলেন যুক্তরাষ্ট্রের নোয়া লাইলস। তিনিই ১০০ মিটার স্প্রিন্টে বর্তমান বিশ্বের দ্রুততম মানব। আসলে দৌড় শেষে দুজনেরই টাইমিং দেখানো হয়েছিল ৯.৭৯ সেকেন্ড। ফটো ফিনিশে দেখা যায় লাইলস সময় নিয়েছেন ৯.৭৮৪ সেকেন্ড আর টম্পসনের সময় লেগেছে ৯.৭৮৯ সেকেন্ড। অথচ ৯৯ মিটার পর্যন্ত এগিয়ে ছিলেন টম্পসন। ওস্তাদের মার দেখা গেছে শেষ ১ মিটারে। এত ক্লোজ ব্যবধানের আগে ১০০ মিটার স্প্রিন্টের ইতিহাসে আর হয়নি। দ্রুততম মানব হওয়ার পর লাইলস বলেন, 'এই পদকটা আমি চেয়েছি, কী কঠিন লড়াই হল, প্রতিদ্বন্দ্বীরাও অবিশ্বাস্য ছিল'।

সমাপ্তিতে থাকছে স্ট্যান্টবাজি

প্যারিস অলিম্পিকের সমাপ্তি অনুষ্ঠানেও থাকছে চমক। স্ট্যান্ট করতে দেখা যাবে হলিউডের সুপারস্টার টম ক্রুজকে। বয়স ৬০ পেরিয়েছে। তবু টম ক্রুজ একের পর এক চমক দেখিয়েছেন হলিউডে। মিশন ইম্পসিবল সিরিজে একের পর এক অভিনব স্ট্যান্ট দেখিয়েছেন এই অ্যাকশন হিরো। এছাড়াও টপ গান থেকে এজ অফ টুমোরোর মতো সিনেমাতেও তাঁকে দেখা গেছে। অলিম্পিকের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে 'ডেয়ার ডেভিল' এপিক স্ট্যান্ট করার পরিকল্পনা করছেন ক্রুজ। ফলে, সব ঠিক থাকলে সমাপ্তি অনুষ্ঠানের মঞ্চ স্তাদে দ্য ফ্রান্সের অনুষ্ঠান মঞ্চে ওপর থেকে নীচে নেমে আসতে দেখা যাবে টম ক্রুজকে। এরপর অলিম্পিকের পতাকা লস অ্যাঞ্জেলেসের অলিম্পিক আয়োজকদের হাতে তুলে দেবেন টম। কারণ, ২০২৮ অলিম্পিকের আসর বসবে লস অ্যাঞ্জেলেসেই।

এক আলফ্রেডের স্বপ্ন সত্যি

◆ আলফ্রেড, 'বোল্ট' হতে চেয়েছিল...। আর সে'জন্যই মেয়েদের ১০০মিটার স্প্রিন্টে বৃষ্টিভেজা ট্র্যাকে যেন গতির ঝড় তুললেন। জুলিয়েন আলফ্রেড, তিনি ইতিহাস গড়লেন, সেইসঙ্গে ইতিহাস হল তাঁর ছোট্ট দেশ সেন্ট লুসিয়ারও। ছোট্ট ক্যারিবীয় দ্বীপ সেন্ট লুসিয়ার ১ লাখ ৮০ হাজার মানুষ থাকে মাত্র। সে দেশে খেলার পরিকাঠামোও নেই, স্টেডিয়ামও নেই। খালি পায়েই দৌড় জীবন শুরু আলফ্রেডের। উসেইন বোল্ট হওয়ার স্বপ্ন দেখতে দেখতে সত্যি সত্যিই তিনি অলিম্পিক ইতিহাসে সেন্ট লুসিয়াকে এনে দিলেন প্রথম পদক। তাও আবার সোনা। হারালেন যুক্তরাষ্ট্রের শা'কারি রিচার্ডসনের মতো তারকা দাবিদারকে। সোনা জিততে আলফ্রেড দৌড়ে সময় নিয়েছেন ১০.৭২ সেকেন্ড। সেখানে শা'কারি নেন ১০.৮৭ সেকেন্ড। সোনা জেতার বিস্ময় নিয়েই আলফ্রেড বলেছেন, 'সত্যি কথা বলতে আমি সকালেও উসেইন বোল্টের স্প্রিন্ট দেখেছি। আমি দেখেছি তিনি কীভাবে এটা করছেন, তাকে দেখেই আমি বড় হয়েছি'।

জলেতে নতুন রাজা

◆রাজা আসে, রাজা যায়...। জলের রাজা বলতেই এতদিন মাইকেল ফেল্পসের নাম সবার আগে আসত। তিনি বছর আটেক আগেই পুল ছেড়েছেন। প্যারিস অলিম্পিকে যেন ফেল্পসের সাম্রাজ্যে নতুন সম্রাট হয়ে উঠলেন লিঁও মারশাঁ! পূরণ করলেন যেন ফেল্পসের শূন্যতা। যুক্তরাষ্ট্রের সংবাদমাধ্যমে মারশাঁর নামই হয়ে গেছে 'দ্য ফ্রেঞ্চ মাইকেল ফেল্পস।' অতিমানব সুলভ ক্ষমতা যেন! জলেতেই ঝড় তুলে কিংবদন্তি হয়ে উঠলেন। তিনটি অলিম্পিক রেকর্ড (যারমধ্যে ফেল্পসের দুটি) ভেঙে চারটি সোনা ঝুলল তাঁর গলায়। মারশাঁর বাবা-মা-কাকা সবাই অলিম্পিয়ান। কিন্তু কেউই কখনও পদক আনতে পারেননি। কিন্তু পরিবারের সেই দুঃখ যেন একাই ঘুচিয়ে দিলেন লিঁও মারশাঁ। ফ্রান্সের ইতিহাসে প্রথম সাঁতারু হিসেবে এক গেমসেই ব্যক্তিগত ইভেন্টে একাধিক সোনার পদকজয়ী এখন তিনিই। ২০০ ও ৪০০ মিটার ব্যক্তিগত মিডলেতে সোনা জয়ের পর একদিনেই জিতে যান দুটি ব্যক্তিগত পদক (বাটারফ্লাই ও ব্রেস্টস্ট্রোক)। যা মুগ্ধ হয়ে অলিম্পিকে ২৮টি (যারমধ্যে ২৩ সোনা) পদক জয়ী ফেল্পস স্বয়ং বলেছেন, 'এটা সম্ভবত খেলার ইতিহাসেই আমার দেখা সেরা ডবল জয়। এই ছেলেটা সাঁতরাতে পারে।' তিনি বলবেনই, কারণ তাঁরও নেই যে এমন ২ ঘণ্টার মধ্যে দুটি ব্যক্তিগত ইভেন্টে নেমে জোড়া সোনা জয়ের বিরল রেকর্ড! মারশাঁর বয়স মাত্র ২২ বছর।

বিয়ের প্রস্তাব

◆প্যারিস অলিম্পিকে ব্যাডমিন্টনে সোনা জিততে হুয়াং ইয়া কিয়ং জুটি বেঁধেছিলেন ঝেং সিওয়েই-এর সঙ্গে। আনন্দের মুহূর্তে আরও খুশি বাড়িয়ে দেন তাঁর প্রেমিক লিউ ইয়ুচেন। সোনার মেডেল গলায় থাকা অবস্থাতেই সেই মঞ্চেই হুয়াং ইয়া কিয়ংকে বিয়ের প্রস্তাব দেন তিনি। তাঁর অনামিকায় আংটি পরিয়ে দেন। লিউ ইয়ুচেনও অবশ্য চিনের ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড়।

১৫০ কোটির দেশে প্রতিভা খুঁজতে ব্যর্থ আমরা : সুনীল

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভারতের থেকে আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, স্পেন, ফ্রান্স, জাপান সহ এমন অনেক কম জনসংখ্যার দেশ রয়েছে যারা অলিম্পিকে প্রচুর পদক জিতেছে। এমনকি প্রায় ভারতের সমান সংখ্যক জনসংখ্যার দেশ হয়ে অলিম্পিকের মঞ্চে চূড়ান্ত সফল চিনও। কিন্তু ভারত এগুলোর ধারে কাছেও নেই। ভারতের এই পিছিয়ে থাকার কারণ জানালেন ভারতের ফুটবল টিমের প্রাক্তন অধিনায়ক সুনীল ছেত্রী। সম্প্রতি একটি পডকাস্ট অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন সুনীল ছেত্রী। সেখানেই সুনীল বলেন, আমাদের ১৫০ কোটি জনসংখ্যা থাকা স্বত্বেও অলিম্পিকে বেশি পদক জিততে পারি না। আমরা আসলে মানুষের মধ্যে থাকা প্রতিভাকে চিহ্নিত এবং তা লালন পালন করতে পারি না। চিন, আমেরিকা, জার্মানি, জাপান, অস্ট্রেলিয়ার মতো দেশগুলি এইসব ক্ষেত্রে আমাদের থেকে বহু মাইল এগিয়ে"। প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক আরও জানান, অনেকেই বলেন আমাদের দেশে প্রতিভার অভাব নেই। কথাটা ১০০ শতাংশই ঠিক। কিন্তু ধরুণ আন্দামানের ৫ বছরের একটি শিশু হয়তো নিজের অজান্তেই ভালো ফুটবল খেলেছিল বা জ্যাভলিন থ্রো করেছিল। পরে সে বড় হয়ে কোনও কল সেন্টারে কাজ করতে শুরু করে"।ওই অনুষ্ঠানেই সুনীল জানিয়ে দেন, সঠিক সময়ে সঠিক প্রতিভা চিহ্নিত করতে না পেরে আমরা পিছিয়ে আছি। আর এই মন্তব্যের জন্য যদি কেউ আমাকে মেরে ফেলতে চায় আমি পরোয়া করি না"।

কোচ বনাম খেলোয়াড় প্রকাশ পাড়ুকোনকে তীব্র আক্রমণ পোনাপ্পার

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১২ বছরে প্রথমবার অলিম্পিক থেকে ব্যাডমিন্টনে পদকহীন থেকেছে ভারত। তার পরেই ভারতীয় ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড়দের তোপ দেগেছেন কিংবদন্তি ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড় প্রকাশ পাড়ুকোন। তিনি বলেছেন, 'আমি হতাশ ব্যাডমিন্টন থেকে পদক না আসায়। আমরা ৩টি পদকের জন্য লড়েছিলাম। অন্তত একটা পদক এলেও খুশি হতাম। কিন্তু এটাও বলতে হবে এই সরকার, সাই, টিওপি এবং ফেডারেশন তাদের কাজ দায়িত্ব সহকারে করেছে। ক্রীড়ামন্ত্রক ও বর্তমান সরকার যেভাবে সাহায্য করেছে, তার চেয়ে বেশি কিছু করা সম্ভব ছিল না। এখন প্লেয়ারদের উচিত দায়িত্ব নেওয়া।' প্রকাশ পাড়ুকোনের এই সমালোচনায় অসন্তুষ্ট মহিলা ব্যাডমিন্টন তারকা অশ্বিনী পোনাপ্পা। তীব্র আক্রমণ করেছেন পাড়ুকোনকে। ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে পোনাপ্পা লিখেছেন, 'এটা দেখে অত্যন্ত খারাপ লেগেছে। হতাশাজনকও বটে। প্লেয়ার জিতলে সবাই কৃতিত্ব নেওয়ার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েন। আর প্লেয়ার হেরে গেলে সব দোষ পড়ে প্লেয়ারদের উপরে।' পদক হাতছাড়া হওয়ায় ব্যাডমিন্টন প্লেয়ার এবং কোচের মধ্যে প্রকাশ্যে শুরু হয়েছে কাদা ছোঁড়াছুড়ি। কোচের দিকে আঙুল তুলেছেন পোনাপ্পা, 'প্রস্তুতি ঠিকঠাক না হওয়ার জন্য কোচ কেন দায়বদ্ধ থাকবেন না? খেলোয়াড়দের কেন তৈরি করবেন না কোচ? জয়ের কৃতিত্ব সবার আগে তো নেন কোচই। তাহলে খেলোয়াড়দের হারের জন্য দোষের ভাগীদার কেন হবেন না কোচরা? দিনের শেষে জয়ীরা যেমন কৃতিত্ব ভাগ করে নেয়, তেমনই হারেরও দায় নিতে হবে দলকেই। হঠাৎ করেই প্লেয়ারদের দোষারোপ করা এবং তাদের সমালোচনার মুখে ঠেলে দেওয়া ঠিক নয়।'

আইএসএলে ইনভেস্টর পেল মহমেডান

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত আই লিগে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পরে আগামী মরসুমে আইএসএল খেলবে মহমেডান। তবে মহামেডানের বড়ো সমস্যা ছিল ইনভেস্টর। অবশেষে সেই সমস্যা মিটলো। বাঙ্কারহিলের সঙ্গে যুক্ত হল রাহুল টোডির শ্রাচী গ্রুপ। মূলত সৌরভ গাঙ্গুলির অনুরোধেই মহমেডানে ইনভেস্ট করলেন রাহুল টোডি। মহমেডানের সঙ্গে তিন বছরের চুক্তি হল শ্রাচী গ্রুপের। ৩০.৫ শতাংশ শেয়ার নিয়ে দু'বছরে ৩৫ কোটি টাকা দেওয়ার জন্য মহামেডানের সঙ্গে মৌ চুক্তি স্বাক্ষর হল। বাকি শেয়ার থাকবে ক্লাবের হাতে। ইনভেস্টর সমস্যায় জর্জরিত মহামেডান কর্তারা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও সৌরভ গাঙ্গুলিকে ইনভেস্টর এনে দেওয়ার দাবি জানিয়েছিলেন। সৌরভের হস্তক্ষেপেই ইনভেস্টর পেল মহমেডান স্পোর্টিং। এই শ্রাচী গ্রুপ আবার একদিকে যেমন ইস্টবেঙ্গলের ক্রিকেট টিম চালায় অন্যদিকে আইএফএর-ও কলকাতা লিগে স্পনসর।ক্লাব সভাপতি আমিরুদ্দিন ববি বলেন, আর কোনো সমস্যাই রইল না এবারে আমরা ভালোভাবে আইএসএলে দল করতে পারব। প্রসঙ্গত, মোহনবাগান আর ইস্টবেঙ্গল ২০২০-২১ মরসুম থেকে ইনভেস্টর জোগাড় করে আইএসএলে খেলে। তবে মহমেডান আই লিগ চ্যাম্পিয়ন হয়ে খেলবে আইএসএল।

জেলায় জেলায় টক্কর

আন্তর্জাতিক বন্ধুত্ব দিবসে মাঠে নামলেন প্রবীণরা

সুভাষ চন্দ্র দাশ, বাসন্তী : প্রত্যেকেরই বয়স ৪০ থেকে ৬০। বার্ধক্যের খাতায় নাম লিখিয়েছেন। আন্তর্জাতিক বন্ধুত্ব দিবস উপলক্ষ্যে রবিবার মিলিত হয়েছিলেন প্রায় শতাধিক ব্যক্তি। আন্তর্জাতিক বন্ধুত্ব দিবসে মহামিলনের পাশাপাশি লটারির মধ্যদিয়ে দুটি ফুটবল টীম গঠন করা হয়। 'ফ্রেন্ডস্ জোন' নামে এক প্রীতি ফুটবল টুর্ণামেন্টের আয়োজন করা হয়। বাসন্তী ব্লকের ফুলমালঞ্চ পঞ্চায়েতের ১০ নম্বর মাঝিপাড়া জুনিয়র হাইস্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত হয় এই প্রীতি ফুটবল টুর্ণামেন্ট। বাসুদেব একাদশ বনাম সঞ্জয় একাদশ এর মধ্যে খেলা হয়। নির্ধারিত সময়ে বাসুদেব একাদশ সঞ্জয় একাদশ কে ৫-৪ গোলের ব্যবধানে পরাজিত করে। প্রীতি টুর্ণামেন্টে সর্বোচ্চ ২টি গোল করেন বাসুদেব একাদশের শুভঙ্কর সরদার। টুর্ণামেন্ট পরিচালনা করেন কার্তিক মণ্ডল। বিশিষ্টদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন ফুটবলার সমীর নস্কর, সমাজসেবী প্রিয়তোষ মণ্ডল। খেলোয়ারদের মধ্যে বেশিরভাগ ছিলেন

শিক্ষক, চিকিৎসক, ব্যবসায়ী ও সরকারী কর্মচারী। আয়োজক কমিটির অন্যতম সদস্য দেবাশীষ বৈরাগী জানিয়েছেন, 'লকডাউন থেকে আমরা প্রতিবছর আন্তর্জাতিক বন্ধুত্ব দিবস উপলক্ষে ফুটবল খেলার আয়োজন করি। ৪ আগষ্ট ষষ্ঠতম টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হয়। বছরের এই বিশেষ দিনেই আমরা সবাই একত্রিত হয়ে কিছুটা সময় হাসিখুশি আনন্দে কাটানোর চেষ্টা করি। আগামীদিনের জন্য আবারও চাতকের মতো বন্ধুত্ব দিবসের জন্য অপেক্ষা করি।'

দেশের প্রথম পুকুরভিত্তিক সুইমিং পুলে সাঁতার প্রশিক্ষণের সূচনা কুলতলিতে

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায় : ২২ জুন ভারতবর্ষে প্রথম পুকুরভিত্তিক সুইমিং পুলে শিশুদের সাঁতার প্রশিক্ষণ শিবির চালু হল। সুন্দরবনে জলে ডুবে শিশু মৃত্যুর হার সারা বিশ্বের মধ্যে প্রথম। এবার সেই শিশু মৃত্যুর হার কমাতে এগিয়ে এলো বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বা হু। তাদেরই উদ্যোগে ও সিনি সংস্থার ব্যবস্থাপনায় সুন্দরবনের কুলতলি বিধানসভার মৈপীঠ কোস্টাল থানার বৈকণ্ঠপুরে পুকুরভিত্তিক ২ টি সুইমিং পুলে শিশুদের সাঁতার প্রশিক্ষণের কাজ শুরু করা হল। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সদস্য ডা: বি মোহাম্মদ আসিল, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষে ডা: মানস প্রতীম রায়, সিনির মৈপীঠ শাখার প্রতিষ্ঠাতা ডা: সমীর নারায়ণ চৌধুরী, দ্য জর্জ ইনস্টিটিউট গ্লোবাল হেলথ এর সদস্য ডঃ জগনুর, বারুইপুর মহকুমা স্বাস্থ্য ও আধিকারীক ডা: ইন্দ্রনীল মিত্র, কুলতলি ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা: অবন্তিকা মণ্ডল, সিনির রাজ্যের দায়িত্ব প্রাপ্ত আধিকারিক সুজয় রায় সহ আরো অনেকে। এপ্রসঙ্গে সুজয় রায় বলেন,

আগামী দিনে সুন্দরবনের প্রতিটা ব্লকে এমনই পুকুরে সুইমিং পুলের মধ্যে দিয়ে শিশুদের সাঁতার প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পালন করা হবে।এই প্রশিক্ষণ ২১ দিনের ক্লাসের মধ্যে দিয়ে এক একটি গ্রুপে ৬ -৮ জন শিশুকে নিয়ে করা হবে। এছাড়া মৈপীঠের এই কেন্দ্র থেকে কবচ প্রকল্পের মধ্য দিয়ে শিশুদের পড়াশোনা ও শেখানো হচ্ছে।

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 8910487197 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। কার্যকরী সম্পাদক : প্রণব গুহ। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com